আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

প্রবাসে ৮ লাখ কর্মী পাঠানোর লক্ষ্য

ঢাকা ডেস্ক: ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি কারিগরি শিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকাজ আরম্ভ করা হবে বলে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন অর্থমন্ত্রী। এছাড়া, নতুন অর্থবছরে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৩৭ || সোমবার || জৈষ্ঠ্য ৩০ || ১৪২৯ || জিল ক্বদ ১৪ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 37 || 13 June || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

নিউজার্সীতে বাংলাদেশী গৃহবধু হত্যা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী রাজ্যের পেটারসন এলাকায় এক বাংলাদেশী গৃহবধু হত্যার শিকার হয়েছেন। গত ৫ জুন রোববার রাতে এই ঘটনা ঘটে। এক সন্তানের জননী ঐ বাংলাদেশী গৃহবধুর মরদেহ তার বাসা থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। সন্দেহ করা হচ্ছে পারিবারিক অশান্তির কারনে সে হত্যার শিকার এবং তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ সোমবার ভোরে ঐ নারীর মরদেহ উদ্ধার এবং তার স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। চার বছর বয়সী তাদের একমাত্র শিশু বাচ্চাকে পুলিশী হেফাজতে রাখা হয়েছে। নিহতের বাড়ী সিলেটের বিশনাথ লামাকাজী বলে জানা গেছে। ঘটনাটি বাংলাদেশী কমিউনিটিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

সংসদে ঋণনির্ভর বাজেট



ঢাকা, ১০ জুন : বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম মুস্তফা কামাল। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে নতুন অর্থবছরের জন্য ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার এই বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তিনি। এতে রেকর্ড ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি পূরণ করতে হবে দেশি-বিদেশি ঋণ থেকে। 'কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন'- শিরোনামে অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় নানামুখী চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বার্নিকাট এখন ফরেন সার্ভিসের ডিজি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমেরিকান সাবেক রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সার্ভিসের মহাপরিচালক (ডিজি) এবং 'গোবাল ট্যালেন্টের' পরিচালক হিসেবে শপথ নিয়েছেন। বাংলাদেশে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নিজেকে পিটার দ্য গ্রেটের সঙ্গে তুলনা পুতিনের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিখ্যাত সম্রাট পিটার দ্য গ্রেটের ৩৫০ বছরের জন্মদিন উদযাপিত হয়েছে রাশিয়ায়। বৃহস্পতিবার (৯ জুন) এই উৎসবের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন নিজেকে পিটারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ডয়েচে ভেলে।
একসময় বিপুল পরিমাণ অঞ্চল দখল করেছিলেন পিটার। সে সময় যে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়**

শারীরিক অবস্থার অবনতি, সিসিইউতে খালেদা জিয়া



ঢাকা ডেস্ক: শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিট **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



ট্রাম্পের বিরুদ্ধে 'অভ্যুত্থান চেষ্টা'র অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের এক শুনানিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি অভিযোগ করে বলা হয়েছে যে তিনিই 'অভ্যুত্থান চেষ্টা'র অংশ হিসেবে ২০২১ সালের জানুয়ারীতে ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গা সংগঠিত করেছিলেন। কমিটির রিপাবলিকান দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান লিজ চেনি বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ওই হামলার ঘটনায় 'আগুনে ঘি ঢেলেছিলেন'। অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাট দলীয় সদস্য বেনি থম্পসন বলেছেন, ওই দাঙ্গা আমেরিকার গণতন্ত্রকে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawnyc@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

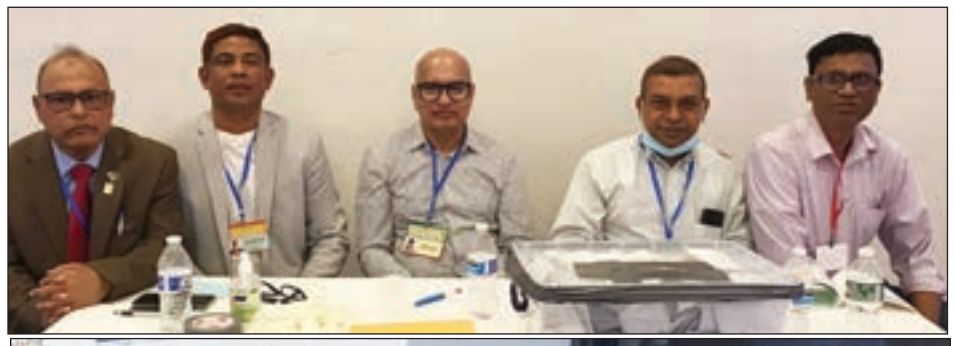
সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY


SHAH NAWAZ
2022
A SHAH VOTE IS A SURE VOTE
VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A
TUE
JUNE 28
2022
FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT
Shah Nawaz
ShahNawazDistrictLeader@gmail.com
646-591-8396
www.shahnawaz.nyc
Paid for by Friends for Shah Nawaz

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইউএসএ

‘আলাউদ্দিন-জাবেদ’ পূর্ণ প্যানেলে জয়ী













নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মৌলভীবাজার জেলার প্রবাসী কুলাউড়া উপজেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন ‘কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক’র নির্বাচন ৫ জুন রোববার অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবমুখবর পরিবেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ‘আলাউদ্দিন-জাবেদ’ পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করেছে। নির্বাচনে তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলো ‘জালাল-রেনু’ প্যানেল। ফলে দুই প্যানেলের মধ্যে কার্যকরী পরিষদের ১৫টি পদে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। জ্যামাইকা তাজমহল পার্টি হলে এদিন সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। খবর ইউএনএ’র।

সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ২০২০ সালে হওয়ার সিডিউল ছিল। এজন্য নির্বাচন কমিশন ২০২০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী প্রথম তফসিল ঘোষণা করেছিল। কিন্তু মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে কয়েক দফা উদ্যোগ নেয়া হলেও নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। পরে গত ১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচন কমিশনের সভায় নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি বছরের মে অথবা জুন মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্থগিতকৃত নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য তফসিল আংশিক পরিবর্তন ও সংযোজন করা হয়। পরে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী ৫ জুন রোববার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। এবারের নির্বাচনে ভোটার হচ্ছেন ১০৭৭ জন। এরমধ্যে আজীবন সদস্য ৫৪জন। নির্বাচনের দিন আজীবন সদস্য সহ মোট ৭৫৪জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন-এর নির্বাচন পরিচালনার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করা হয়। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করছেন সিরাজউদ্দিন আহমদ সোহাগ। কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা হলেন- মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, জাবেদ খসরু, সাহেদ দেলওয়ার চৌধুরী ও মোহাম্মদ মুকিত চৌধুরী। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত প্রার্থীদের বেসরকারী ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ‘আলাউদ্দিন-জাবেদ’ প্যানেলের প্রার্থীরা ছিলেন: সভাপতি- শাহ আলাউদ্দিন (প্রাপ্ত ভোট ৪৩২), সহ সভাপতি- মোহাম্মদ এফ মালিক মুরাদ (প্রাপ্ত ভোট ৪৩১), সাধারণ সম্পাদক- জাবেদ আহমেদ (প্রাপ্ত ভোট ৪৪০), সহ সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ মাসুক মিয়া সুজন (প্রাপ্ত ভোট ৪৩০), কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান কামাল (প্রাপ্ত ভোট ৪১৪), সাংগঠনিক সম্পাদক- শেখ শামীম আহমেদ (প্রাপ্ত ভোট ৪২৩), প্রচার সম্পাদক- এনামুল ইসলাম খান (প্রাপ্ত ভোট ৪৩৪), ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মুজিবুর রহমান (প্রাপ্ত ভোট ৪১০), সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- নূরুন নাহার হাসান লুসি (প্রাপ্ত ভোট ৪০১), মহিলা সম্পাদক- মাহমুদা ইসলাম রুমা (প্রাপ্ত ভোট ৩৯৩), কার্যনির্বাহী সদস্য যথাক্রমে ইমরুল হোসেন জেবুল (প্রাপ্ত ভোট ৪১০), মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন (প্রাপ্ত ভোট ৪১৮), লুৎফর রহমান (প্রাপ্ত ভোট ৩৯৫), মোহাম্মদ ময়নুর রহমান সুয়েব (প্রাপ্ত ভোট ৪৩৪) ও বদরুল ইসলাম মিন্টু (প্রাপ্ত ভোট ৪৩৭)।

‘জালাল-রেনু’ প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- এনায়েত হোসেন জালাল (প্রাপ্ত ভোট ৩১২), সহ সভাপতি- আবু সুফিয়ান (প্রাপ্ত ভোট ৩০৬), সাধারণ সম্পাদক- রেজাউল করিম রেনু (প্রাপ্ত ভোট৩০৮), সহ সাধারণ সম্পাদক- নাইমুর রহমান সুমন (প্রাপ্ত ভোট ৩০৩), কোষাধ্যক্ষ- এম এন হক বকুল (প্রাপ্ত ভোট ৩২২), সাংগঠনিক সম্পাদক- সায়েদ আলী (প্রাপ্ত ভোট ৩১২), প্রচার সম্পাদক- সিদ্দিকুর রহমান রুবেল (প্রাপ্ত ভোট ৩০৩), সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আফাজুর রহমান চৌধুরী ফাহাদ (প্রাপ্ত ভোট ৩৩৭), ক্রীড়া ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- জুনেল আমিন (প্রাপ্ত ভোট ৩২৫), মহিলা সম্পাদক- আনিসা ইসলাম (প্রাপ্ত ভোট ৩৩২), কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে আব্দুল ওদুদ (প্রাপ্ত ভোট ৩০১), আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী (প্রাপ্ত ভোট ৩২১), মোহম্মদ এম ইসলাম জনি (৩১৪), আব্দুল মান্নান (প্রাপ্ত ভোট ২৮৪) ও শামীম আহমেদ (প্রাপ্ত ভোট ২৯৮)।

নির্বাচনে ভোট গণনার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ ফলাফল ঘোষণা করেন। এরপর আলাউদ্দিন-জাবেদ পরিষদের নির্বাচিত সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ বিজয়োত্তর প্রতিক্রিয়ায় ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, ‘আমাদের অঙ্গীকার হচ্ছে প্রবাসে কুলাউড়াবাসীদের ঐক্য ও সম্প্রীতি সুদৃঢ় রাখতে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান এবং জবাবদিহিমূলক সংগঠন গড়ে তোলা। এছাড়া প্রবাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুলাউড়া প্রবাসীদের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির লক্ষ্যে সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদার করা, নতুন প্রজন্মকে কুলাউড়া তথা বাংলাদেশের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎসাহিত করা, কুলাউড়ার সঙ্গে প্রবাসীদের সেতুবন্ধন এবং এলাকার উন্নয়নে সংগঠনের পূর্ববর্তী কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা ও কুলাউড়ার সার্বিক সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও এসময় সংগঠনের বর্তমান সভাপতি আশ্রাফ আহমেদ ইকবাল, সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি সভাপতি প্রার্থী এনায়েত হোসেন জালাল, উভয় প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক যথাক্রমে রাশেদুল মান্নান চৌধুরী ও তানীউর শামীম লোবান বক্তব্য রাখেন।

সীতাকুন্ড উপজেলায় বিএম কনটেইনার ডিপোতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত ৪ জুন রাত ১১ টার দিকে চট্টগ্রামে বিএম কন্টেইনার ডিপো নামে একটি বেসরকারী কন্টেইনার ডিপোতে আগুন লাগে। উক্ত ডিপোটি ২০১১ সাল থেকে চালু রয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের সময় একটি বিস্ফোরণ ঘটে। এখন পর্যন্ত, এই ঘটনায় ১০ জন দমকলকর্মী সহ ৪১ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং প্রায় ২০০ জন আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় বাংলাদেশ সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

গত ৬ জুন সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস-এর মিনিস্টার (প্রেস) এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন প্রেরীত সীতাকুন্ডের ঘটনায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রেরীত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সরকারের পাশাপাশি তার দলের নেতাদেরও আগুন দ্রুত আনতে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসার জন্য বলেন। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত ও আহতদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার দুটি মেডিকেল টিম গঠন করেছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের (MOLE) প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের নির্দেশ অনুসারে, MOLE-এর অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চ-পর্যায়ের দল ইতিমধ্যে আহত শ্রমিকদের জরুরি চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা নিয়ে চট্টগ্রামে যান এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তারা বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং আহত রোগীদের সাথে কথা বলেন। এছাড়া শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঢাকার শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে অগ্নিদগ্ধদের সাথে দেখা করেন।



চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মোট ১০৭ জন শ্রমিক ৫০,০০০ টাকার চিকিৎসা সহায়তার চেক পেয়েছেন। ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রত্যেক মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ২,০০,০০০ টাকা করে দেবে। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য ও সহায়তা প্রদানের জন্য ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিএম কনটেইনার ডিপোর মালিক ঘোষণা করেছেন যে যারা এই দুর্ঘনায় প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে ১,০০০,০০০ টাকা দেয়া হবে, গুরুতর আহত শ্রমিকদের ৬০০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য আহত শ্রমিকদের ৪০০,০০০ টাকা দেয়া হবে।

এছাড়াও, কোম্পানি রোগীদের চিকিৎসায় সহায়তা করবে এবং হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের পরিচর্যাকারীদের খাবার ও অন্যান্য লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করবে। কোম্পানি মৃত ব্যক্তির পরিবারের একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে কোম্পানিতে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে পরিবারগুলিতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য নেই কোম্পানি তাদের প্রতি মাসে কোম্পানির একজন কর্মীর বেতনের সমান অর্থ প্রদান করবে যতক্ষণ না তাদের সন্তানরা প্রাপ্তবয়স্ক না হয়।

শ্রম মন্ত্রনালয় আহত কর্মীদের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করেছে এবং গুরুতর আহত শ্রমিকদের ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হেলিকপ্টার সুবিধা প্রদান করেছে।

বঙ্গোপসাগরে রাসায়নিক মিশ্রিত পানি ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে ডিপোর কাছাকাছি খাল ও ড্রেনের পাশে সেনা সদস্যরা ইতিমধ্যেই বাঁধ তৈরি করেছে।

তদন্ত এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা:

সরকার অগ্নিকান্ডের তদন্তের জন্য সাতটি পৃথক কমিটি গঠন করেছে। নিম্নলিখিত অফিসের সমন্বয়ে এই কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছে: ১) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম; ২) উপ-মহাপরিদর্শক, চট্টগ্রাম; ৩) বিভাগীয় শ্রম অফিস, চট্টগ্রাম; ৪) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম; ৫) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ; ৬) মালিক, বিএম কন্টেইনার ডিপো, চট্টগ্রাম এবং ৭) কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন বিভাগ (DIFE), ঢাকা। প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর, সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্যদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ-পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // June 13 // 2022

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনভোজন ২৪ জুলাই

নিউইয়র্ক: আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক বনভোজন আগামী ২৪ জুলাই রোববার নির্ধারণ করা হয়েছে। বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্কের বেথপেজ স্টেট পার্কে। এ বিষয়ে আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের এক কার্য নির্বাহী সভা জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে গত ৩১ মে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনজুরুল হক।

সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শওকত ওসমান রচি, কোষাধ্যক্ষ মশিউর রহমান মজুমদার, সাপ্তাহিক প্রবাসের প্রধান সম্পাদক সৈয়দ ওয়ালি উল আলম, কার্য নির্বাহী সদস্য যথাক্রমে মোঃ আবুবকর সিদ্দিক, তাপস সাহা, স্যামুয়েল স্টিফেন পিনারু এবং এম এইচ পাহলভি।

সভায় আগামী দিনের কয়েকটি কার্যক্রম নিয়ে আলোচনাসহ বনভোজনের জন্যে উপ-কমিটিও গঠন করা হয়। সর্বসম্মতভাবে আহবায়ক হিসাবে কোষাধ্যক্ষ মশিউর রহমান মজুমদার, সদস্য সচিব হিসাবে কার্য নির্বাহী সদস্য মোঃ আবুবকর সিদ্দিক মনোনীত হন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

'করোনার কথা' ও 'জন্ম থেকে জ্বলছি'

বইয়ের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত





নিউইয়র্ক: বিশিষ্ট লেখক শিতাংশু গুহ রচিত 'করোনার কথা' ও 'জন্ম থেকে জ্বলছি' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব গত ৫ জুন রোববার অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের 'জুইস সেন্টারে' অনুষ্ঠিত এ উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন একুশে পদক বিজয়ী লেখক ও মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী। এতে সভাপতিত্ব করেন লেখক ও বুদ্ধিজীবী বেলাল বেগ এবং উপস্থাপনায় ছিলেন কবি ফকির ইলিয়াস। প্রাণবন্ত এ অনুষ্ঠানটি সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকার বই মেলা ২০২১ ও ২০২২-এ যথারীতি "করোনার কথা" ও "জন্ম থেকে জ্বলছি" প্রকাশিত হয়, আগামী প্রকাশনী বই দু'টি প্রকাশ করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধ ও সীতাকুন্ডে নিহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো এবং ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর বই দু'টির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। লেখক শিতাংশু গুহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বই দু'টি প্রকাশের পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, 'করোনার কথা' মূলত: করোনা-কালীন নিউইয়র্কে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো এতে তা বিধৃত আছে' আছে বহু মৃত্যু ও বেঁচে থাকার কাহিনী। বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের ঘটনা এবং অতীত মহামারীর ইতিহাস আছে। এতে বেশ ক'জন ডাক্তারের কথাবার্তা এবং তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। লেখকের মতে বইটি ট্রাজেডীময় এবং একটি প্রামাণ্য দলিল।

'জন্ম থেকে জ্বলছি' নামটি দেয়ার ঘটনাটি লেখক প্রকাশ করে জানান, সম্ভবত: আশির দশকের শুরুতে ঢাকার ফার্মগেট সংলগ্ন গ্রিনরোডে একদিন একটি ট্রাক যাচ্ছিলো। ট্রাকের বিশাল পেট্রল ট্যাঙ্কির ওপর লেখা ছিলো 'জন্ম থেকে জ্বলছি'। এতদিন বাদেও লেখক তা ভুলেননি, তারমতে তিনি জন্ম থেকেই জ্বলছেন। বইয়ের শুরু বঙ্গবন্ধু'র ওপর প্রবন্ধ দিয়ে। লেখক প্রশ্ন রেখেছেন, আজকের বাংলাদেশ কি বঙ্গবন্ধু'র বাংলাদেশ? এই বাংলাদেশ কি আমরা চেয়েছিলাম?

প্রধান অতিথি ড. নুরণ নবী প্রচন্ড সর্দি, কাঁশি ও জ্বরের কারণে উপস্থিত হতে পারেননি, তবে টেলিফোনে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে 'জন্ম থেকে জ্বলছি' বইটি'র ওপর মূল আলোচনা করেন নিউইয়র্কের সুনি ওল্ড ওয়েস্টবেরী ইউনিভার্সিটি'র এমিরেটস সার্ভিস প্রফেসর ড. সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার। 'করোনার কথা' বইয়ের মূল আলোচক ছিলেন লেখক ডাক্তার সুভাষ শিকদার। সাবেক উপাচার্য ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য একটি লিখিত বক্তব্য পাঠিয়ে দেন, যেটি পরে শোনান ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া। লিখিত বক্তব্যে ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য 'করোনার কথা' বইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন

ড. দস্তিদার বলেন, লেখক যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা কেউ করতে চাননা, বা শুনতে চাননা, অথবা মানতে চাননা। অথচ ঘটনা ঘটছে। বুঝতে হবে লেখক কেন জন্ম থেকে জ্বলছেন। ডাক্তার সুভাষ শিকদার বলেন, করোনা নিয়ে ঘটনাবলী লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন, যা হয়তো ভবিষ্যতে গবেষণায় সাহায্য করবে। তিনি বলেন, ডাক্তারদের যে কাজটি করার কথা, তা করেছেন শিতাংশুদা, তাঁকে ধন্যবাদ।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়, সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, আবৃত্তিকার মিথুন আহমদ, ডা. মাসুদুল হাসান. সেক্টর কমান্ডার ফোরামের সম্পাদক রেজাউল বারী বকুল; ডা. মিতা গোপ, ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ডের সহ-সভাপতি শাজাহান শেখ, সুশীল সাহা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমদ, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ)-এর নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাংবাদিক হাসানুজ্জান সাকী, রাশেদ রহমান, মনজুর হোসেন, কানু দত্ত ও সঞ্জীবন সরকার, ব্যবসায়ী চন্দন ও সুবর্ণা সেনগুপ্ত, পরেশ সাহা, ডা প্রভাত দাস ও সবিতা দাস সুতার, কবি নিখিল রায়, ভজন সরকার, ড. শেফালী দস্তিদার, সংগঠক উত্তম সাহা, রামদাস ঘরামী, গোপাল সান্যাল, অসীম ও রীনা সাহা, সপত্নীক কুমার বাবুল সাহা, বিষ্ণু গোপ, সুশীল সিনহা; বিভাস মল্লিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

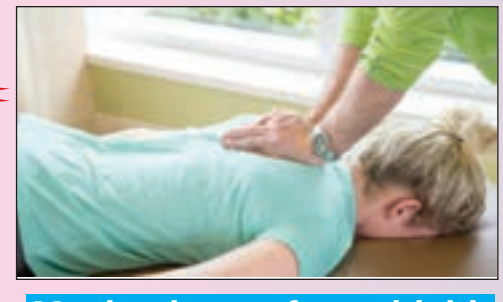
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

ক্যানসার জয়ে সুখবর চূড়ান্ত সাফল্যের প্রত্যাশা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মানুষ ক্যানসার জয়ে সক্ষম হতে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো ওষুধ প্রয়োগে কিছুসংখ্যক ক্যানসার রোগী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ক্যানসারে আক্রান্ত কয়েকজন রোগীকে প্রায় ছয় মাস ধরে ডোসটারলিম্যাব নামের একটি ওষুধ পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। এতে সব রোগী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বড় সাফল্য, সন্দেহ নেই।

ট্রায়ালে অংশ নেওয়া সব রোগীর সুস্থ হওয়ার ঘটনা ইতিহাসে এটাই প্রথম। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের এ সাফল্যে বিশ্ববাসী আশাবাদী যে, সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয়, যেদিন ক্যানসার জয় করা সম্ভব হবে। এ ট্রায়ালে অংশ নেওয়া ১৮ জন রোগী কোলোন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ট্রায়ালে অংশ নেওয়া রোগীদের কারও উল্লেখযোগ্য কোনো শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। এটিও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের এক বড় অর্জন। ট্রায়ালটি স্বল্পসংখ্যক রোগীর ওপর চালানো হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, আরও বড় পরিসরের ট্রায়াল চালাতে হবে। সমগ্র বিশ্বের মানুষ আশাবাদী, বিজ্ঞানীরা বড় পরিসরের ট্রায়ালেও আশানুরূপ সাফল্য পাবেন।

ক্যানসারকে জয় করার জন্য বিশ্বজুড়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হলেও এতদিন এ বিষয়ে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়নি। নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের পর উন্নত দেশের মানুষ কাঙ্ক্ষিত সময়ে ক্যানসার জয় করতে সক্ষম হলেও আমাদের দেশের সর্বস্তরের মানুষ এর সুফল কবে পাবে, এটা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের দেশে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হলেও অর্থাভাবে অনেকেই যথাযথ চিকিৎসার বাইরে থেকে যান। এর মূল কারণ, দেশে এ রোগের চিকিৎসা ব্যয়বহুল।

বস্তুত ক্যানসারের চিকিৎসা সারা বিশ্বেই ব্যয়বহুল। এ রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে। দেশের কয়েক কোটি নারী কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন রকম ক্যানসার ঝুঁকিতে রয়েছেন। কেবল নারীরাই নন, পুরুষরাও পাকস্থলী, খাদ্যনালি, মুখগহ্বর, ফুসফুস এবং অন্যান্য ক্যানসারের ঝুঁকিতে রয়েছেন। বর্তমানে দেশে প্রতিবছর দুই লাখেরও বেশি মানুষ নতুন করে ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে। যথাযথ চিকিৎসার অভাবে ক্যানসার আক্রান্ত বহু মানুষ মারা যাচ্ছে।

চিকিৎসকদের মতে, প্রাথমিক অবস্থায় যথাযথ চিকিৎসা না করালে ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর নিরাময়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে। খাদ্যে ভেজাল রোধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা না হলে দেশে ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে। এ প্রেক্ষাপটে ক্যানসারের কার্যকর ওষুধ উদ্ভাবন একটি আশার বার্তা নিয়ে এসেছে সবার জন্য। আমরা এ সংক্রান্ত গবেষণার চূড়ান্ত সাফল্য প্রত্যাশা করছি।

বিশ্বের ২০০ কোটি মুসলমানের কলিজায় আঘাত

ভাষ্যকার

সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের জন্য বিশ্বজুড়ে ভারতের বদনাম আছে। বর্তমানে এটি টক অব দ্য ওয়ার্ল্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সে দেশে হয়েছে। ৬০ হাজার বড় দাঙ্গার রেকর্ড ভারতের সরকারী হিসাবেই আছে। বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য যেন ভারতের অলিখিত আইন। সরকারি চাকরিতে যথোপযুক্ত পদে তাদের অবস্থান ভারতের জন্য খুবই লজ্জাজনক। যদিও সংবিধানে বৈষম্যহীন অধিকারের কথা সকলের জন্যই বলা আছে। বর্তমান মোদি সরকার আমলে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। ভারত একটি বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বড় দেশ, এ দাবি মোদি সরকারের যুগে ধুলোয় মিশে গেছে। ভারতের যে গৌরবজনক পরিচয় একসময় আধুনিক বিশ্বে ছিল, অধিকাংশ ভারতীয়ের মতেই সম্ভবত এই কথাটি এখন আর বহাল নেই। তাদের দৃষ্টিতেও এটিকে এখন উদার রাষ্ট্র বলা ঠিক হবে না। কারণ, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের প্রতি উগ্র হিন্দুত্ববাদের আচরণ সংবিধানের কথার সাথে যায় না। বিশেষ করে আর্থিক মন্দা, রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও উন্নয়নের সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য হিংসা, ভেদ-ভাবনা ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে একমাত্র পুঁজি করে ভারত সরকার চলছে।

ইউপিতে সবচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক দমন-পীড়ন সংগঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামসহ সারা ভারতের কোটি মানুষ নাগরিকত্ব বাতিলের হুমকির শিকার। সারা ভারতই পশ্চাদপদ হিন্দুত্ব ও উগ্রবাদের শিকার। দল, সরকার ও বিচারালয় শুধু নয়, ধর্ম ও উচ্চ শিক্ষার সাথে যুক্ত লোকেরাও মিথ্যা গল্পের পেছনে ছুটছে। গরুর গোশত আছে বলে সন্দেহ করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। গণপিটুনীতে বহু মুসলিম নিহত হয়েছে। মুসলিম সন্দেহে হিন্দুকেও হত্যা করা হয়েছে। জনসমাবেশে ধর্মীয় গুরু কর্তৃক প্রকাশ্যে মুসলিমদের মা-বোনদের ধরে এনে ধর্ষণের উসকানিপূর্ণ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মুসলিম জাতিগত গণহত্যার পরিকল্পনা প্রকাশ পেয়েছে। ভিসা নিয়ে ভ্রমণরত বিদেশি মুসলিমদের বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীরূপে দেখানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক মুসলিম স্থাপনাকে শিব মন্দির বলে দাবি করা হচ্ছে। এমন কি তাজমহলকেও মন্দির, কুতুব মিনারকে হিন্দু স্থাপনা বলে দাবি করা হচ্ছে। একথাও বলা হয়েছে যে, আজমির শরিফের হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতি (রহ.)-এর মসজিদ মাজার ও খানকাহ এসবও প্রাচীন হিন্দু স্থাপনার ওপর নির্মিত। এতসব কাজের বিষয়ে সরকারের কোনো বক্তব্য নেই। এই তৎপরতা ও প্রচারণার সাথে সরকারী মেকানিজম যুক্ত বলে বারবার প্রমাণ পাওয়া গেছে। জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্র এসব বিষয়ে পর্যবেক্ষণ দিয়েই চলেছে। এসব ধর্ম ও বর্ণবৈষম্য মিডিয়ার যুগে বিশ্বের সব জায়গায় প্রচারিত হয়। যার ফলে সর্বশেষ একটি কথা বিশ্ব সমাজে চালু হয়েছে যে, ভারত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইসরাইলে পরিণত হতে যাচ্ছে। ইসরাইল যেমন ফিলিস্তিনের মানুষের ইতিহাস ঐতিহ্য, স্বাধীনতা ও মাতৃভূমিকেও স্বীকার করে না, আজকের ভারতও হাজার বছরের মুসলিম জাতি, তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদান ও ভারতীয় সভ্যতায় তাদের অতুলনীয় অংশগ্রহণ মোটেও স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, বরং সেখানে মুসলমানদের অস্তিত্বকেই সহ্য করা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, মুসলমানরা আগে হিন্দু ছিল। তবে, একথাটি কেউ বলছে না যে, হিন্দুরাই প্রথমত ভারতে বহিরাগত। তারা মধ্য এশিয়া থেকে আগত আর্য জাতি, ব্রাহ্মণ্যবাদ যার প্রতীক। এর বাইরে বাকিসব অনার্য ভারতীয় অন্য কোনো চেতনা ও বিশ্বাসের।

যখন সব ধর্মের লোকদের কাছে স্বীকৃতি সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমীরির দরগাহটিও হিন্দু মন্দির বলে দাবি করা শুরু হলো, তখন অনেক বোদ্ধা ব্যক্তি মন্তব্য করেছিলেন যে, পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে চলছে। এরই মধ্যে শাসকদলের দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতা সীমাতিক্রম করে আল্লাহর রাসুল (সা.) এর বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করে বসে। যা মানবজাতির জীবনে সর্বোচ্চ কলঙ্কজনক ও নিকৃষ্ট অপরাধ। যে জাতি বা সম্প্রদায়ের আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রাসুল (সা.) এর প্রতি যত শত্রুতা, তারা তত দ্রুত মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, ইন্না কাফাইনা কাল মুস্তাহ-জিয়ীন। হে নবী, আপনার শত্রুদের জন্য আমি আল্লাহই যথেষ্ট। আপনার অবমাননার প্রতিবিধানে আপনার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। একজন নেত্রী যিনি শাসকদলের মুখপাত্র তিনি মহানবী (সা.) এবং তাঁর সম্মানিত সহধর্মিণী হজরত আয়েশা (রা.) এর বিষয়ে কটু মন্তব্য করেন। অন্য নেতা যিনি দিল্লির মিডিয়া প্রধান তিনিও কটূক্তি ও সীমালঙ্ঘন করেন। জাতীয় মিডিয়ায় এসব সারা বিশ্বের নজরে আসে। এরফলে বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মুসলমান তাদের কলিজায় আঘাত প্রাপ্ত হয়। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে সাধারণ মানুষ অধিক মর্মাহত হয়। অন্য সময় শাসকরা বিশ্ব রাজনীতির টানে ভারতের ন্যায় অন্যায় নিয়ে চিন্তা করে না। তারা উম্মাহর চিন্তা বাদ দিয়ে শাসন ক্ষমতা, ব্যবসা ও স্বার্থের চিন্তাকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতার চাপে এবং পাশ্চাত্য-রাশিয়া বিরোধ পরিস্থিতিতে আরবের শাসকরাও জনগণের অনুভূতির সাথে মিল রেখে চলতে বাধ্য হয়। এমন না হলে তারা নতুন আরব বসন্তের শিকার হবে। এসব ক্ষেত্রে ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়া ভালো ভূমিকা রাখে। একজন আরব ব্যবসায়ী তার বার্তায় লেখেন, আমি ভারতীয় অমুসলিম সব কর্মীর কাজের চুক্তি বাতিল করে দিয়েছি। তাদের সব পাওনা চুকিয়ে দিয়ে একমুখী বিমানের টিকিট কেটে দিয়েছি। ভারতের সাথে আমার সব ধরনের বাণিজ্যিক লেনদেনের ইতি টেনেছি। আল্লাহর রাসুলের প্রতি তাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এই আচরণের ফলে এমনটি করা ছাড়া আমার ঈমানের ন্যূনতম দাবিও পূরণ হতো না।

এই বার্তাটি সারা আরবজাহানে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যেসব দেশে আগে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানীরা কোনো মিছিল করলে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হতো। দেশে ফেরত পাঠানো হতো। সেসব দেশের সরকার ভারতীয় দূতকে ডেকে এমন সীমালঙ্ঘনের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। তারা ভারত সরকারকে বিশ্বের মুসলিমদের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তোলে। ব্যবসায়ী ও নাগরিক পর্যায়ে ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। আরব বিশ্বের অনেক আলেম ও মুফতি সোচ্চার হন। ভারতীয় কিছু নেতানেত্রীর মুসলিমবিদ্বেষ এবারই প্রথম মুসলিম বিশ্বের অনুভূতিকে এভাবেই আহত করে।

> কোরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা, সূরা মায়েদার ৬৭ নম্বর আয়াতের শেষাংশে তিনি বলেন: আল্লাহু ইয়া'সিমুকা মিনান নাস। অর্থাৎ, মানুষের শত্রুতা থেকে আল্লাহ স্বয়ং আপনার হেফাজত করবেন। সুরা মুদ্দাসসিরের ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন, 'ওমা ইয়'লামু জুনুদা রাব্বিকা ইল্লা হুআ'।

কোরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা, সূরা মায়েদার ৬৭ নম্বর আয়াতের শেষাংশে তিনি বলেন: আল্লাহু ইয়া'সিমুকা মিনান নাস। অর্থাৎ, মানুষের শত্রুতা থেকে আল্লাহ স্বয়ং আপনার হেফাজত করবেন। সুরা মুদ্দাসসিরের ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন, 'ওমা ইয়'লামু জুনুদা রাব্বিকা ইল্লা হুআ'। আপনার প্রভুর সৈন্য সামন্ত সম্পর্কে তিনি নিজেই জানেন আর কেউ জানে না।

একই সাথে সউদী আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, তুরস্ক, জর্ডান বাহরাইন, ওমান ও ইরান এমন ভূমিকা রাখে। ওআইসি নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানোর মধ্য দিয়ে সারা মুসলিম বিশ্বপ্রতিবাদী হয়ে উঠে। এরপর পাকিস্তানের শাসক ও সেনাবাহিনী এর নিন্দা জানায়। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া এই কাজের নিন্দা ও প্রতিবাদ করে। ভারতের কানপুরে জুমার নামাজের পর মুসলিমরা প্রতিবাদ করতে নামলে যোগি সরকার কঠোর হাতে তাদের দমন করে। ভিডিও ছবি দেখে গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হয়। নতুন নির্বতনমূলক আইনের দ্বারা মুসলমানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু ভারতের মুসলমনরা বিশ্ব নবীর অবমাননাকে যে কোনো ভয় ভীতি ও চাপের মুখেও মেনে নিতে পারেন না। সারা ভারতে প্রতিবাদ শুরু হয়।

আরব বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষের জন্য খুব ভারি হয়ে দেখা দেয়। কারণ, ভঙ্গুর ও টাল মাতাল অর্থনীতিতে ভারত মুসলিম বিশ্বের এই বয়কট এক-সপ্তাহ সহ্য করারও ক্ষমতা রাখে না। কারণ, মুসলিম বিশ্বে প্রায় দুই কোটি ভারতীয় চাকরি করে। কেবল আরব দেশগুলোতেই এক কোটি ৩৬ লাখ ভারতীয় কর্মী রয়েছে। তাদের যদি ফেরত পাঠানো হয়, তাহলে ভারতের জীবনযাত্রার চাকা বসে পড়বে। বৈদেশিক আয়ে আরব বিশ্বের রেমিট্যান্স ও রফতানি আয় কেবল একমাস বন্ধ থাকলেই ভারতের অর্থনীতির দফারফা শুরু হবে। বেশি ক্ষতি হয় এ কারণে যে, বয়কট ও রাষ্ট্রদূতদের ডেকে প্রতিবাদ করার সময় ভারতের উপ রাষ্ট্রপতি আরব বিশ্বের সফরে ছিলেন। কাতারের আমির তার সাথে বৈঠক বাতিল করে দেন। সরকার ও ক্ষমতাসীন দল বিষয়ের গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে কটূক্তিকারী দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করে এবং ঘোষণা দেয় যে, বিজেপি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

কিন্তু আরব ও মুসলিম বিশ্ব এতটুকুতেই সন্তুষ্ট নয়। তারা ভারত সরকারকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলছে। কেননা, শাসকদলের উচ্চ পর্যায় থেকে এই কটূক্তি ছিল বিশ্বে প্রায় ২০০ কোটি মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরম আঘাত। কেননা, মুসলমানের জীবনে মহানবী (সা.) এর মর্যাদা রক্ষার চেয়ে আর কোনো ইস্যু গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসলে দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক উগ্রতা ও মুসলমানদের সাথে চরম বৈরি আচরণ মুসলমানদের মনে দুঃখ ও ক্ষোভের জন্ম দেয়, বিশ্ব নবী (সা.)-এর মর্যাদাহানীর এ ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মুসলমান অনেক কিছুই সহ্য করতে পারে। কিন্তু মহানবী (সা.) **(বাকি অংশ ৯ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

জুন	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
ফজর	৩.৪৩	৩.৪৩	৩.৪৩	৩.৪৩	৩.৪৩	৩.৪৩	৩.৪৪
সূর্যোদয়	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩
জোহর	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৭	১২.৫৭	১২.৫৭	১২.৫৭
আসর	৬.১০	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১২
মাগরিব	৮.২৯	৮.২৯	৮.৩০	৮.৩০	৮.৩০	৮.৩১	৮.৩১
এশা	১০.০৭	১০.০৮	১০.০৮	১০.০৯	১০.০৯	১০.১০	১০.১০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

শুভ হোক উদ্বোধন



ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

বিশ্ববাসীসহ দেশের জনগণ সম্যক অবগত আছেন, প্রায় ১০ লাখ প্রত্যাশিত লোক সমাগমে ২৫ জুন উদ্বোধন হতে যাচ্ছে বহুলপ্রতীক্ষিত স্বপ্নের পদ্মা সেতু। সারা দেশের বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের দ্বার উন্মোচন দৃশ্যমান হচ্ছে দিনটিতে। ঐতিহাসিক দিনটি উদ্যাপন উপলক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে দেশের ৬৪ জেলায় উৎসবমুখর পরিবেশে একযোগে বর্ণিল এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখানো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুরসহ কয়েকটি জেলায় এ উপলক্ষ্যে পাঁচ দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। ঢাকা প্রশাসনের উদ্যোগে হাতিরঝিলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখানোর পাশাপাশি লেজার প্রদর্শনীর আয়োজনও উল্লেখযোগ্য। জাতির পিতার সুযোগ্য তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা কর্তৃক পদ্মা সেতু উদ্বোধনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই পদ্মার দুই পারের সর্বস্তরের মানুষের অসীম আনন্দ-উচ্ছ্বাস রঙিন বেলুনের মতো আকাশ ছুঁয়েছে। পাড়া-মহল্লা থেকে শুরু করে হাটবাজার সর্বত্রই মিষ্টি বিতরণের দৃশ্যপট পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দেশের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদদের মতে, পদ্মা সেতু চালু হলে দক্ষিণের জেলার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে। সেতু প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বাড়বে ১ দশমিক ২৩ শতাংশ। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি হবে ২ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০২০ সালের মে মাসে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও মুন্সীগঞ্জের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ওপর পরিচালিত সমীক্ষায় ৯৫ শতাংশ ব্যক্তি পদ্মা সেতু চালু হলে কৃষিপণ্যের পরিবহণ সহজ হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেতু বিভাগের সূত্রমতে, পদ্মা সেতুর কারণে বদলে যাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল।

সরাসরি উপকৃত হবে মানুষ। নতুন গতি পাবে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠবে কৃষি-মৎস্যনির্ভরসহ বিভিন্ন শিল্পকারখানা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও পর্যটনকেন্দ্র। কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটবে বেকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর। সেতুটি শুধু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলা নয়, দেশের গুরুত্বপূর্ণ দুই সমুদ্রবন্দর মোংলা ও পায়রা বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করবে। কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে মোংলা বন্দরের কর্মচাঞ্চল্য। পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে সারা দেশের মানুষ।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) সমীক্ষায় দেখা যায়-২০২২ সালে শুরুতে যদি পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হয়, তাহলে এ বছর সেতু দিয়ে প্রতিদিন যানবাহন চলাচল করবে প্রায় ২৪ হাজার। সংখ্যাটি প্রতিবছর বৃদ্ধি পেয়ে ২০৫০ সালে দাঁড়াবে প্রায় ৬৭ হাজার। এর সুফল পাবে ২১ জেলার মানুষ। সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, পদ্মা সেতু হলে দক্ষিণের জেলাগুলোয় যেতে বাসের ক্ষেত্রে গড়ে দুই ঘণ্টা এবং ট্রাকের ক্ষেত্রে ১০ ঘণ্টা সময় সাশ্রয় হবে।

জাপানের সহযোগী সংস্থা জাইকা প্রকাশিত ২০০৯ সালের সমীক্ষা অনুসারে, পদ্মা সেতুতে বিনিয়োগের অর্থনৈতিক প্রভাব বা ইকোনমিক রেট অব রিটার্ন (ইআরআর) হবে বছরে ১৮ থেকে ২২ শতাংশ, যা পরবর্তী সময়ে বাড়তে পারে বলে প্রাক্কলিত হয়েছে।

পদ্মা সেতু প্রকল্পকে ঘিরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড উৎসাহিত করতে সরকারিভাবে নেওয়া উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে এ অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে মহাসড়কের পাশে শিল্পকারখানা গড়ে তোলার ব্যবস্থা, সেতুর উভয় পাশে গ্যাস সংযোগ, দক্ষিণে বিসিক শিল্পনগরীগুলো চালু ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (বেজা) মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শিল্প স্থাপনের সহায়ক নীতি গ্রহণ, মাশুল আদায়ে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রবাহে ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন, মাস্টার প্ল্যানের আওতায় সেতুর উভয় পাশে উন্নয়নের ব্যবস্থা, পৃথক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন, নদীর উভয় পাশে ইকোপার্ক স্থাপন এবং পদ্মার পারে শরীয়তপুর ও মাদারীপুরের একটি অংশ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে 'শেখ হাসিনা তাঁতপল্লি'।

আমাদের সবার জানা, ২০০৮ সালে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে ২০০৯ সালে ৬ জানুয়ারি জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠনের ১৩তম দিবসে পদ্মা সেতু নির্মাণে পরামর্শক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উঁচুমার্গের সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে ড. মশিউর রহমান উপদেষ্টা এবং মোশাররফ হোসেন ভুইয়া সেতু বিভাগের সচিব নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

এ প্রকল্পের কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নের দায়িত্বে ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক প্রয়াত ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। দেশের আর্থসামাজিক অবস্থানকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনন্য উচ্চতায় সমাসীন করার অদম্য অভিযাত্রায় যুগান্তকারী মাইলফলক হিসাবে এ সেতু নিষ্পন্ন অগ্রগণ্য। ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর খুঁটিতে প্রথম স্প্যান বসানোর মধ্য দৃষ্টিগোচরে আসে পদ্মা সেতু।

পরে সর্বশেষ ৪১তম স্প্যান বসানোর পরিক্রমায় ২০২০ সালে বিজয় মাসের ১০ তারিখ পুরোপুরি দৃশ্যমান হয় ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু। যান চলাচলের জন্য এখন পদ্মা সেতু পুরোপুরি প্রস্তুত। মূল সেতুর অগ্রগতি ৯৯ শতাংশ। আগামী ২০ জুনের মধ্যে সেতুর শতভাগ কাজ সম্পন্ন হবে বলে পদ্মা সেতুর প্রকল্প পরিচালক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

দেশবাসীসহ উন্নয়ন সহযোগী দেশ-সংস্থাগুলো বিস্মৃত নয়; মিথ্যা-কল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলক আভিযোগের কারণে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রচন্ড বাধাবিপত্তি ও চরম ভোগান্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন বিনা দোষে সামাজিক-ব্যক্তিক-পারিবারিক-রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে অসহনীয় হেয়প্রতিপন্ন হয়েছেন।

পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ সার্বিক উন্নয়নের পথে ধাবিত হবে-এটি বিশেষ কুচক্রীমহল কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। তারা শুরু থেকে বৈরী আচরণ ও চক্রান্তমূলক কর্মকান্ডে নগ্ন-নির্লজ্জ মুখোশ উন্মুক্ত করে। বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে অভিযোগ ছিল, পদ্মা সেতুতে দুর্নীতি হয়েছে। সরকারের অবিচল বক্তব্য ছিল-পদ্মা সেতু প্রকল্পে কোনো দুর্নীতি হয়নি। তবুও বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে বলে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়। জনশ্রুতি মতে, বিশ্বব্যাংকের এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয় দেশীয় একটি চক্র। জননেত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থেকে দেশীয় অর্থায়নে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরে দেশি-বিদেশি তদন্ত সংস্থা এবং কানাডার আদালত সুস্পষ্টভাবে রায় দেয় যে, পদ্মা সেতু প্রকল্পে কোনো দুর্নীতি হয়নি এবং আনীত অভিযোগ ছিল ভুয়া-মিথ্যা ও কাল্পনিক। পদ্মা সেতু আজ বাস্তবতায় অত্যুজ্জ্বল। এত বাধাবিপত্তি আর ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়েও জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে কীভাবে পদ্মা সেতু নির্মাণে অটল থেকে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলো, তারও একটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'বিশ্বব্যাংকের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। আমি তাদের চ্যালেঞ্জ দিলাম, কোথায় দুর্নীতি হয়েছে, সেটা প্রমাণ করতে হবে। আপনারা শুনলে একটু অবাক হবেন, সাদা কাগজে একটা চিরকুট। এখান থেকে অমুক পাবে এত পারসেন্ট, অমুক এত পারসেন্ট। এভাবে নানা অপ-প্রচার শুরু হয়। বিশ্বব্যাংকের কাছে দুর্নীতির কোনো প্রমাণ নেই। বিশ্বব্যাংক যখন দুর্নীতির অভিযোগ আনল, তখন আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম, আমরা দুর্নীতি করিনি, পারলে প্রমাণ করো। আল্লাহর রহমতে প্রমাণ করতে পারেনি। কানাডার ফেডারেল কোর্ট যেখানে মামলা করেছিল, তারা বলে দিয়েছে, এখানে কোনো দুর্নীতি হয়নি। আমি কথা দিয়েছিলাম, নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু বানাব।

আপনাদের দোয়ায় সেই পদ্মা সেতু নিজেদের অর্থায়নে করে যাচ্ছি।' দুদকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. বদিউজ্জামান বলেন, 'বিশ্বব্যাংকের চাপেই পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা করতে হয়েছে। একটি অহেতুক অভিযোগ নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। আমরা যখন মামলা করেছিলাম, তখনই বোঝা গিয়েছিল, এটা একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ। আমরা এই মামলার তদন্ত পর্যায়ে যতই গভীরে গিয়েছি, ততই এই অভিযোগটি ভিত্তিহীন বলে মনে হয়েছে।

এই মামলা করলে পদ্মা সেতু নির্মিত হবে এবং দেশের উপকারে আসবে-এই ভেবে মামলাটি করা হয়েছিল। এই মামলায় দেশের ভাবমূর্তি যেন ক্ষুণ্ন না হয়, তাই একজন দক্ষ কর্মকর্তা দ্বারা মামলাটির তদন্ত করা হয়েছিল। তদন্তে অভিযোগটি ভিত্তিহীন মনে হওয়ায় এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন (এফআরটি) দেওয়া হয়েছে।'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যথার্থই উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন; ঠিকাদার নিয়োগ, কোনো চুক্তি ও কোনো অর্থছাড় না হওয়ার পর্যায়েই কী কারণে বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পুরোদেশ-সরকার ও অত্যন্ত সৎ-যোগ্য-গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিতর্কিত করার অশুভ চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। দাতাগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সমন্বয়ক হিসাবে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পদ্মা সেতুর প্রস্তুতি কাজ-পরামর্শক ও ঠিকাদার নিয়োগের প্রতিটি পর্যায়ে তাদের তদারকি ও অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যক্রম অগ্রসরমান ছিল।

সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের ভাষ্যমতে, মূলত ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ঠিকাদার বিশ্বব্যাংকের কালো তালিকা-ভুক্তির কারণে তাকে বাদ দিয়ে অন্য একজন যোগ্যতাহীন ঠিকাদারকে নিয়োগ দিতে সুপারিশ করে। কারিগরি কমিটি তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ঠিকাদারকে বাদ দিলেও অন্য অযোগ্য দরদাতাকে যোগ্যতর করতে কারিগরি কমিটি সম্মত না হওয়ায় পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যেই নানা প্রতিবন্ধকতা ও মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

সাবেক মন্ত্রীর বক্তব্য হচ্ছে-অযোগ্য দরদাতা প্রতিষ্ঠান-ব্যাংকের স্থানীয় প্রতিনিধি-অর্থলিপ্সু অসৎ অপসাংবাদিকতা চর্চায় পারদর্শী কতিপয় দেশীয় পত্রিকাকে প্রভাবিত ও মন্ত্রীর পদ-কর্মকান্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তার সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

অনৈতিক ক্ষমতার প্রভাবে রাষ্ট্রীয় সংস্থা দুদককে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে এক ধরনের বাধ্যবাধকতার পরিবেশ তৈরি করে। দুদকের সম্মানিত তদন্তকারী দলের সত্যনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ তদন্তে অভিযোগের পক্ষে কোনো কিছু প্রমাণিত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হন। এমনকি মন্ত্রী মহোদয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পরও বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি।

বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের ষড়যন্ত্র ও অর্থায়ন প্রত্যাখ্যান করে 'আমরাও পারি' আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়চেতা মহান স্রষ্টার একাশ্রিত অনুগ্রহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে পদ্মা সেতু নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেছিলেন। ইতোমধ্যেই শুভ উদ্বোধনের নান্দনিকতায় পরীক্ষামূলকভাবে সংযুক্ত হয়েছে সড়কের দুপাশে আলোকরশ্মির প্রজ্বালন। সামগ্রিক উন্নয়ন-অগ্রগতির অব্যাহত অদম্য ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বিশ্বপরিমন্ডলে সর্বক্ষেত্রে অপরাজিত থাকুক-মহান স্রষ্টার কাছে এটুকুই প্রার্থনা।

লেখক: সমাজ-অপরাধবিজ্ঞানী, সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ সার্বিক উন্নয়নের পথে ধাবিত হবে-এটি বিশেষ কুচক্রীমহল কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। তারা শুরু থেকে বৈরী আচরণ ও চক্রান্তমূলক কর্মকান্ডে নগ্ন-নির্লজ্জ মুখোশ উন্মুক্ত করে। বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে অভিযোগ ছিল, পদ্মা সেতুতে দুর্নীতি হয়েছে। সরকারের অবিচল বক্তব্য ছিল-পদ্মা সেতু প্রকল্পে কোনো দুর্নীতি হয়নি।



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

যুদ্ধে বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও জোটনিরপেক্ষতার পুনরুজ্জীবন

ক্লডিয়া ওয়েব

সহিংসতা ও বিপর্যয়ের অর্থে যুদ্ধ ও বর্ণবাদ অবিচ্ছেদ্য। শত শত বছর ধরে বিশ্বে সবচেয়ে ভয়াবহ ও নৃশংস সংঘাতগুলো সংঘটিত হয়েছে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের সর্বনাশী ধারণা এবং জাতিসত্তাগত পার্থক্যের খুনে মানসিকতার কারণে।

যুদ্ধ ও সামরিক উত্তেজনা থেকে কখনো ভালো কিছু আসতে পারে না। গ্লোবট্রোটারের সাংবাদিক বিজয় প্রসাদ গত ফেব্রুয়ারিতে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'যুদ্ধ কখনোই দরিদ্রদের জন্য ভালো নয়।

যুদ্ধ কখনোই শ্রমিকদের জন্য ভালো নয়। যুদ্ধ নিজেই একটি অপরাধ।'

এই মুহূর্তে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা অবশ্যই জঘন্য ও মারাত্মক উদ্বেগের বিষয়। এটি একটি অনর্থক ও অযৌক্তিক জুলুম। এই হামলা আন্তর্জাতিক আইনের জঘন্য লঙ্ঘন, যা অনেক স্থায়ী হবে এবং পরিণতি হবে বেদনাদায়ক। তাই রাশিয়ার আগ্রাসন, বোমাবর্ষণ এবং ইউক্রেনে সেনা মোতায়েন অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। এ জন্য একটি কূটনৈতিক সমাধানের পথ বের করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দ্বিগুণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে ইউক্রেন এবং এ যুদ্ধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য দেশের মানুষকে রক্ষা করা যায়।

বর্ণবাদের কী হবে : তবে বিশ্বশান্তির জন্য এই যুদ্ধ প্রত্যাখ্যানই যথেষ্ট? এই যুদ্ধের কারণ ইউক্রেনের প্রতি, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে যে সর্বজনীন সমর্থন দেখা যাচ্ছে তাতে বর্ণবাদের প্রিজমে একটি আয়না সামনে এসেছে। এই আয়নায় দেখা যাচ্ছে, কেবল নির্দিষ্ট কিছু যুদ্ধ, সংঘাত ও গণদুর্ভোগের ঘটনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য। ফলে যুদ্ধের ভয়াবহ ঘটনাগুলো ইউক্রেনের মতো একটি শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় দেশে সংঘটিত–পশ্চিমাদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। এনবিসি নিউজের লন্ডন প্রতিনিধি কেলি কোবেইলার কথায় এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, 'স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, এরা (ইউক্রেন থেকে আসা ব্যক্তিরা) সিরিয়া থেকে আসা শরণার্থী নয়; এরা প্রতিবেশী দেশ ইউক্রেন থেকে আসা শরণার্থী...। এরা খ্রিস্টান। এরা সাদা। এরা অনেকটাই আমাদের মতো।'

বর্ণবাদকে সমর্থন করে ইউক্রেনের সাবেক ডেপুটি চিফ প্রসিকিউটর ডেভিড সাকভারলিজ ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনকে (বিবিসি) বলেন, 'এটা আমার জন্য খুবই আবেগের বিষয়, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি নীল চোখ ও স্বর্ণকেশি চুলের ইউরোপীয় লোকজনকে হত্যা করা হচ্ছে।'

এর বিপরীতে আমরা যদি অশ্বেতাঙ্গ উদ্বাস্তু, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ও সমালোচনার শিকার ব্যক্তিদের বেলায় ব্যবহৃত অমানবিক ভাষাগুলোকে বিচার করি, যেমন–সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের উদ্বাস্তুদের 'পাল' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন, তাহলে পশ্চিমাদের মধ্যে সহজাত বর্ণবাদের একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক চিত্র বের হয়ে আসে। অশ্বেতাঙ্গ, অইউরোপীয় লোকজনের এ ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন এলে তাদের দুর্ভোগকে চাপা দেওয়ার জন্য করা হয়। সুতরাং আমাদের (পশ্চিমাদের) উচিত ইউক্রেনের জনগণের ওপর চেপে বসা অযৌক্তিক জুলুমের তীব্র বিরোধিতা করা। একই সঙ্গে আমাদের ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান এবং যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য দেশের মানুষের কষ্টের বিরোধিতাও করা উচিত।

গণমাধ্যম সংস্থা ও যুক্তরাজ্য সরকারকে স্বীকার করতে হবে যে সংঘাত যেখানেই ঘটুক, প্রতিটি জায়গাই আমাদের সংহতি ও সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং যুক্তরাজ্য সরকারের উচিত বাস্তুচ্যুত, উদ্বাস্তু এবং ইউক্রেন থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের পাশাপাশি অন্যান্য বিপৎসংকুল মানুষের নিরাপদ গন্তব্য ও আশ্রয় প্রদান করা। এটা না করে ব্রিটিশ সরকার যখন শরণার্থীদের রুয়ান্ডা পাঠিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য প্রক্রিয়া গ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে বদলে দেওয়া ২০২২ সালের শরণার্থীবিরোধী 'জাতীয়তা ও সীমান্ত আইন' করে, তখন যুক্তরাজ্য সরকারের চলমান ভন্ডামি এখন স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। তাই এই নীতিগুলো অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

> এই মুহূর্তে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা অবশ্যই জঘন্য ও মারাত্মক উদ্বেগের বিষয়। এটি একটি অনর্থক ও অযৌক্তিক জুলুম। এই হামলা আন্তর্জাতিক আইনের জঘন্য লঙ্ঘন, যা অনেক স্থায়ী হবে এবং পরিণতি হবে বেদনাদায়ক। তাই রাশিয়ার আগ্রাসন, বোমাবর্ষণ এবং ইউক্রেনে সেনা মোতায়েন অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। এ জন্য একটি কূটনৈতিক সমাধানের পথ বের করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দ্বিগুণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে ইউক্রেন এবং এ যুদ্ধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য দেশের মানুষকে রক্ষা করা যায়।

জোটনিরপেক্ষতা ফিরে আসছে: গত ২ মার্চ জাতিসংঘে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হয়। ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪১টি দেশ প্রস্তাবটি সমর্থন করে। মাত্র পাঁচটি দেশ–রাশিয়া, বেলারুশ, উত্তর কোরিয়া, ইরিত্রিয়া ও সিরিয়া এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। ভোটদানে বিরত থাকে ৩৫টি দেশ। এখন এটা বোঝা দরকার যে ৩৫টি দেশ কেন ভোটদানে বিরত ছিল। তারা তৃতীয় বিশ্বের সাবেক উপনিবেশভুক্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে এই প্রস্তাবের ওপর ভোটদানে বিরত ছিল। এই দেশগুলো জোটনিরপেক্ষতার নীতির ভিত্তিতে অবস্থান নিয়েছে।

১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনকে যথার্থই মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনগুলোর একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি ছিল সাবেক ঔপনিবেশিক জনগণের অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক একটি বৈশ্বিক সমাবেশ এবং প্যান-আফ্রিকানবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংহতির এক শক্তিশালী ঘোষণা।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে প্রক্সি যুদ্ধের কারণে লাখ লাখ বেসামরিক লোক মারা গিয়েছিল এবং পারমাণবিক ধ্বংসের একটি সার্বক্ষণিক হুমকি পুরো গ্রহের ওপর ড্যামোক্লেসের তরবারির মতো ঝুলছিল। এ প্রেক্ষাপটেই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের যাত্রা, যা ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ১৯৬১ সালে বেলগ্রেডে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে ১২০টি দেশ রয়েছে, যা জাতিসংঘের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিশ্ব জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশের বসবাস।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, গত ২ মার্চ যে ৩৫টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল তাদের মধ্যে ১৭টি দেশই আফ্রিকার, যারা শত শত বছর ধরে উপনিবেশবাদের সহিংস নিষ্পেষণের শিকার হয়েছিল। তাদের এই অবস্থান তাদের পক্ষ থেকে দেওয়া একটি শান্তির ঘোষণা, যে দেশগুলো শত শত বছর ধরে ঔপনিবেশিক যুদ্ধের কুৎসিত বর্ণবাদের মাধ্যমে শাসিত হয়েছিল।

বিশ্বজুড়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রের হাতে ভয়াবহ হত্যা ও সহিংসতার উদাহরণগুলো আমাদের সাম্রাজ্যের বর্তমান স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। এখন সময় এসেছে সাবেক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর কাছে ক্ষমা চাওয়ার এবং গুরুত্বসহকারে ওই সব দেশ, সম্প্রদায় ও ব্যক্তিদের দায় শোধ করার, যারা বর্ণবাদী নিষ্ঠুরতা সহ্য করেছে।

এই মুহূর্তে শান্তি, ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতি দ্বারা পরিচালিত একটি পুনরুজ্জীবিত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বর্ণবাদী যুদ্ধ থেকে সরে এবং শান্তির ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে বিশ্বরাজনীতির পাল্লায় ফের ভারসাম্য আনতে সহায়তা করতে পারে।

লেখক: ব্রিটিশ এমপি, লিচেস্টার ইস্ট থেকে নির্বাচিত

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

বিশ্বের ২০০ কোটি মুসলমানের

(৫ পাতার পর)

এর প্রতি বিষোদ্গার বা শত্রুতা তারা মেনে নিতে পারে না। যার নজির নিকট অতীতে ইতালি-ফ্রান্স ও আমেরিকার কিছু ঘটনায় দেখা গেছে। আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ফরাসী প্রেসিডেন্টসহ বড় বড় অনেক নেতাকে যে জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছে। বয়কটের বিষয়ে ফ্রান্সকে মুসলিম বিশ্বের সহানুভূতি কামনা করতে হয়েছে। কূটনৈতিক ভাষায় এগুলোই ক্ষমা প্রার্থনা।

চলমান অস্থিরতা নিরসন পুরোটাই ভারত সরকারের নীতি ও আচরণের ওপর নির্ভর করে। মুসলমানদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ছাড়া মুসলিম বিশ্বের আস্থা অর্জন তাদের জন্য সুকঠিন। এবারকার এই বৈশ্বিক আলোড়ন থেকে ভারতের শিক্ষা নিতে হবে। বৈষম্য নয়, সব নাগরিকের অধিকার দেওয়াই আধুনিক রাষ্ট্রের চরিত্র। ভারতে মুসলমানদের সাথে শুরু হওয়া আচরণ সভ্য পৃথিবীর নীতিমালায় পড়ে না। তুর্কি ধর্মমন্ত্রী ড. আলী এরবাশ টুইট বার্তায় বলেছেন, বৈষম্য আধুনিক রাষ্ট্রের নীতি হতে পারে না। মিশরের আল আজহারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মহানবী (সা.) সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য কেবল তুলনামূলক ধর্ম ও সভ্যতার বিষয়ে গন্ডমূর্খ ব্যক্তিই করতে পারে।

ওআইসি সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ তার মনোভাব আলাদাভাবে প্রকাশ না করলেও ৫৭ দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। ইসলামী নেতৃবৃন্দ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সংসদে নিন্দা প্রস্তাব তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বনবী (সা.) মানবতার মুক্তিদূত হিসাবে সব মানুষেরই প্রাতস্মরণীয় আদর্শ। বাংলাদেশের সবদল মতের নেতারা; কিন্তু তাঁর অবমাননার ঘটনায় নিন্দা ও ক্ষোভ জানায়নি। অথচ ভোটের সময় এরাই ধর্মের প্রলেপ মেখে মাঠে নামে। ইসলামী নেতৃবৃন্দের কর্তব্য, ঈমানি ইস্যুকে দলীয় বিচারে না দেখে উম্মাহর সামগ্রিক চেতনার আলোকে বিবেচনা করা। মুসলমানদের কমন ইস্যুতে বাংলাদেশ বিশ্ব মুসলিম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, পিছিয়েও থাকতে পারে না। সরকার ও জনসাধারণের পারস্পরিক সহযোগিতায় সারা দেশে ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ কাম্য। আইনশৃঙ্খলা ও পরিবেশ পরিস্থিতি সুন্দর রেখে নিয়মতান্ত্রিক বিক্ষোভ প্রদর্শন ঈমানের দাবিতেই জরুরি। মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার ইস্যুতে ভারতীয় মুসলমানদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনার মৌলিক অংশ। বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর সাথে সংহতিও শতকরা ৯২ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি বাংলাদেশের নৈতিক দায়িত্ব। মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে, ঈমানের দাবি পূরণে সোচ্চার ও সচেষ্ট থাকা। প্রিয়নবীর শান ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়ে রেখেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, ওয়া রাফানা লাকা জিকরাক। আপনার আলোচনা ও স্মরণকে আমি আল্লাহ সমুন্নত করে রাখব। অন্য আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন, ইন্না শানি আকা হুয়াল আবতার। হে নবী, আপনার প্রতি বিদ্বেষীরাই সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। (দৈনিক ইনকিলাব)

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে আবু বকরের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএসএর সিটিজেন। কয়েক বছর আগে আমি আমার মা-বাবার সাথে গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে আসি এবং আমাদের সাথে ২ বছর এখানে বসবাস করেন। ২ বছর আগে তারা এখান থেকে সৌদি আরব এবং তারপর তারা সেখান থেকে বাংলাদেশে যান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা এখান থেকে যাবার ১ বছরের মধ্যে ইউএস ফিরে আসতে পারেন নি। এখন তারা বাংলাদেশে আটকা পড়ে আছেন। তারা বয়স্ক এবং অসুস্থ আমার মা-বাবার ব্যাপারে আমি খুবই উদ্বিগ্ন আছি। এদিকে এখানে আমার পূর্নসময়কারীন চাকরি এবং পরিবার রয়েছে। আমার ২টি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং আমার স্ত্রী আবারও সন্তানসম্ভবা। আমি ইমিগ্রেশনে কল করেও কোন জবাব পাইনি। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শের আশায় লিখলাম। অনুগ্রহ করে আমাদের একটু পরামর্শ দেবেন যে কীভাবো তাদের এখানে ফিরিয়ে আনতে পারব।

আবু কবরের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনর্কাধারী বিনা অনুমতিতে এদেশের বাইরে গেলে- তারা ১ বছর সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে পারেন। সাম্প্রতিক সময়ে এদেশে পুনপ্রবেশের অনুমতি পাওয়া খুব সহজ। আপনি আই-১৩১ ফর্ম পূরণ করে ফিস এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে ইউএসসিসআইএসএ মেইল করবেন। এদেশের বাইরে থাকার জন্য আপনাকে ২ বছরের অনুমতি দেয়া হবে।

পুনঃ প্রবেশের অনুমতির তারিখ শেষ হওয়ার পূর্বে আপনাকে অবশ্যই এদেশে ফিরে আসতে হবে। আবার ইউএসএর বাইরে ভ্রমণের পূর্বে আপনাকে পুনঃ প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। সে কারণে একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট (গ্রিনকার্ডধারী) যদি এক বছরের অধিক সময় ইউএসএর বাইরে থাকতে চান অথবা পুনঃ প্রবেশের বৈধ সময় পার হয়ে যাবার পর, আপনাকে ইউএসএ প্রবেশের জন্য নতুন করে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা নিতে হবে।

এসবি-আই ভিসাঃ

আপনি একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অবস্থান ১ বছরের বেশি সময় হয়ে গেছে। আর আপনার পুনঃ প্রবেশের অনুমতির সময়ও পার পার হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে আপনি আমেরিকান দূতাবাসে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হবেন যে আপনি এসবি-আই ভিসার জন্য উপযুক্ত কিনা। আপনার এসবি-আই ভিসা (ফিরে আসার জন্য রেসিডেন্ট স্ট্যাটাসের আবেদন) যদি অনুমোদিত হয়, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট (ডিএইচএস), ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস-এ (ইউএসসিআইএস) এ নতুন আবেদন না করেও আপনার স্ট্যাটাস অব্যাহত থাকবে। এই প্রক্রিয়ায় ডিএইচএস এবং ডিএইচএস এবং ইউএসসিআইএস-এ নতুন করে ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। আপনাকে ইউএসএ ফিরে আসার আবেদনের জন্য ইন্টারভিউ দিতে হবে। এবং সাধারণ ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য পরে সাক্ষাতকার



দিতে হবে।

এসবি-আই ভিসা আবেদনকারীকে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনের জন্য যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে এবং মেডিক্যাল পরীক্ষা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে দুটোর জন্যই নির্ধারিত ফিস দিতে হবে।

রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস ফিরে পাওয়ার যোগ্যতাঃ

ইমিগ্রেশন আইনের ধারার অধীনে রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস ফিরে পাওয়ার জন্য কনস্যুলার অফিসারে সামনে আপনাকে প্রমাণ করতে হবেঃ

ইউএসএ ত্যাগ করার পূর্বে আপনার আইনসম্মত পার্মানেন্ট রেসিডেন্টের বৈধ স্ট্যাটাস ছিল। ইউএস ত্যাগের পূর্বে আবার এদেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত ছিল। অন্য কথায়, আপনি গ্রিনকার্ডের স্ট্যাটাস ত্যাগ করে যাননি।

ইউএসএ আপনার অনুপস্থিতি ছিল সাময়িক।

ইউএসএর বাইরে সাময়িক সফর শেষে আপনি ইউএসএ ফিরে আসছেন। এদেশের বাইরে আপনার অনুমোদিত সময়ের অধিক অবস্থানের কারণ ছিল আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যার জন্য আপনি দায়ী নন।

এসবি-আই রিটার্নিং রেসিডেন্ট ভিসার জন্য কোথায় আবেদন করতে হবে?

রিটার্নিং রেসিডেন্ট (এসবি-আই) ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য ইউএস দূতাবাস বা কনস্যুলেটে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত জানতে ইউএস দূতাবাস বা কনস্যুলেটের ওয়েব সাইটে চেক করুন। প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্যে ভিন্ন দেশে ভিন্ন পরামর্শ থাকতে পারে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ

রিটার্নিং রেসিডেন্ট (এসবি-আই) ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য আপনি যে ইউএস দূতাবাস এবং কনস্যুলেটে আবেদন করবেন সেখানে যেসব ফর্মপূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবেঃ

রিটার্নিং রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস নির্ণয়ের জন্য ডিস-১১৭ ফর্ম পূরণ করতে হবে আবেদনের সঙ্গে।

আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড।

ফিস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইউএস দূতাবাস বা কনস্যুলেটের ওয়েব সাইট সার্চ করুন।

সাক্ষাতকারঃ

ডিএস-১১৭ ফর্ম ফাইল করার পর ইউএস দূতাবাস আপনার কাগজপত্র পর্যালোচনা করে আপনাকে সাক্ষাতকারের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবে। সাক্ষাতকারের সময় যেসব কাগজপত্র আপনাকে অবশ্যই নিতে হবেঃ

মূল পাসপোর্ট

২ কফি ছবি,

মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট এবং দূতাবাস অথবা কনস্যুলেট আরও কাগজপত্র চাইতে পারে।

রিটার্নিং রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস নির্ধারণের আবেদন অনুমোদিত না হলে আপনি একই ভিত্তিতে এবং একই ক্যাটাগরিতে পাবেন। যার ভিত্তিতে আপনি ইমিগ্র্যান্ট হয়ে এসেছিলেন।

নোটঃ আরও জানতে ভিজিট করুন ইউএস দূতাবাস বা কনস্যুলেট অফিস।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

অধিকার : লামার দগ্ধ পাহাড়ে স্বপ্নের স্কুল

পাভেল পার্থ

২৬ এপ্রিল আগুন দেওয়ার পর লাংকম ম্রো পাড়ার কারবারি লাংকম ম্রো লামা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। আসামিদের ভেতর রাবার কোম্পানির ব্যবস্থাপক মো. আরিফ হোসেন ও মাঝি মো. দেলোয়ারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ২৯ এপ্রিল এ ঘটনার নিন্দা ও বিচারের দাবিতে ২৮ নাগরিক বিবৃতি দেন।

ভাওয়াল কিংবা মধুপুরের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমিরও আজ করুণ দশা। একের পর এক পাহাড়ে গড়ে উঠছে রাবার বাগান, রিসোর্ট। এসব বাগান মানছে না স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের বিজ্ঞান; ভাঙছে পাহাড়ের খাদ্যশৃঙ্খল। অসংখ্য বুনো প্রাণ নিজেদের বিচরণ অঞ্চল ও খাদ্যের জোগান হারিয়ে হয়ে উঠছে বিপন্ন। তৈরি হচ্ছে পাহাড়ে নতুন বিবাদ; দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নয়া মেরুকরণ।

'লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ' নামে একটি কোম্পানি সম্প্রতি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে ৩৫০ একর পাহাড়ি বাস্তুতন্ত্র এবং জুম জমিন। লামা উপজেলার নানা পাহাড়ে দীর্ঘদিন ধরে জুমের জমিন এবং পাহাড়ি বাস্তুতন্ত্র জবরদখল করে রাবার বাগান করার জন্য তৎপর নানা কোম্পানি। এমনি এক পাহাড়ের নাম ম্রো সরই হোং (সরই পাহাড়)। সরই হোংয়ের ৩৫০ একর পাহাড়ি বনাঞ্চল ও জুম জমিন দখলের পাঁয়তারা করে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি। পাহাড়ি বন, জুম ও পাড়া সুরক্ষার দাবি জানিয়ে ২০২২ সালের ২০ মার্চ বান্দরবান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসী মানববন্ধন করেন। ক্ষতিগ্রস্ত জুমিয়া পরিবারের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেশের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ বিবৃতিও দেন। কিন্তু বান্দরবান প্রশাসন উল্লিখিত পাহাড় সুরক্ষায় এলাকাবাসীর দাবিকে গুরুত্ব দেয়নি। ২৬ এপ্রিল এই কোম্পান সরই পাহাড়ে আগুন লাগায়।

২৬ এপ্রিল আগুন দেওয়ার পর লাংকম ম্রো পাড়ার কারবারি লাংকম ম্রো লামা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। আসামিদের ভেতর রাবার কোম্পানির ব্যবস্থাপক মো. আরিফ হোসেন ও মাঝি মো. দেলোয়ারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ২৯ এপ্রিল এ ঘটনার নিন্দা ও বিচারের দাবিতে ২৮ নাগরিক বিবৃতি দেন। লামা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৮ মে ২০২২ ত্রাণ নিয়ে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলো ত্রাণ ফিরিয়ে দেয়। কারণ সেখানে অভিযুক্ত রাবার কোম্পানির লোক ছিল।

রাবার কোম্পানির কেবল জুমক্ষেত বা ফলের গাছ নয়; চরম ক্ষতি হয়েছে পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্র ও প্রাণবৈচিত্র্যের। ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দ্য ডেইলি স্টার দগ্ধ বাসাসহ নিহত পাখির ছানা ও মৌচাকের বীভৎস ছবি প্রকাশ করে। কোম্পানির আগুনে পাখি, মৌমাছি, বিড়াল গোত্রের প্রাণী এবং ঝিরির কাঁকড়া ও মাছ মরে পানি দূষিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে সংবাদমাধ্যম। রাবার কোম্পানির পরিচালক আগুন দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, কোম্পানি কারও জুমে আগুন দেয়নি; নিজেদের জায়গা পরিষ্কার করেছে। খাদ্য ও খাদ্যের উৎস পুড়ে যাওয়ায় সহসা এক নিদারুণ খাদ্যাভাব তৈরি হয় এই পাহাড়ি গ্রামগুলোতে। যদিও পরে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে সমতল-পাহাড়ের বহু মানুষ।

রাবার কোম্পানির আগুনে কেবল তিনটি গ্রামের মানুষের জুম জমিন আর ফসলই পোড়েনি; পুড়েছে পাহাড়ের প্রাণ-প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্র। অসংখ্য বুনো প্রাণ হারিয়েছে সংসার। জুম চাষনির্ভর পরিবারগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ। তিনটি পাড়ার মানুষের জুম আবাদ আর ফলদ বৃক্ষ বিবেচনায় এর অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়তো হিসাব করা সহজ। হয়তো এ ঘটনায় আতঙ্কিত, ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসী শিশু-প্রবীণ নারী-পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ক্ষতিও কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পরিবেশগত যে ক্ষতি হলো, তা কি পূরণ করা সম্ভব? কেউ চাইলেই কি রাবার বাগানের জন্য দেশের কোনো শস্যভরা জমি ও প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র আগুনে পুড়িয়ে দিতে পারে? সরই পাহাড়ে ম্রো ও ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর বসতি বহু প্রাচীন। কেবল সামাজিক সাংস্কৃতিক সাক্ষ্য নয়; এখানকার জুমভূমির বিন্যাস ও জুমধানের বিশেষ বৈচিত্র্যও একই প্রমাণ হাজির করে। রাইচা, রাইরিক, ডেংপ্লি, চেম্মা, রাইসং, স্তুই, কুয়াতুইচা, রাইস্যু এমন সব অবিস্মরণীয় জুমধানে আদি পৃথিবীর টাটকা ঝাঁজ লেগে আছে। সমতলের কৃষি যেমন বহু স্তরে বিভক্ত; জুম আবাদেও ঋতু-ভিত্তিক কর্মস্তর আছে। জুমচক্রের একটি পর্ব হলো ওতকওয়াম্মি; মানে জুমক্ষেতের স্তূপে পরিকল্পিতভাবে আগুন ধরানো। মাটি, আর্দ্রতা, সময়, পানি, বাতাসের গতিবেগ, উচ্চতা, আশপাশে প্রাণের উপস্থিতি নানা বিষয়ে নিরীক্ষা করে তকওয়ামি পর্ব পালিত হয়। তাহলে সরই পাহাড়ে রাবার কোম্পানি জোর করে দখলের উদ্দেশ্যে প্রাণহানির জন্য যেভাবে আগুন লাগাল, তাকে ম্রো ভাষায় কী বলা যেতে পারে? জবরদস্তি করে লাগানো অগ্নিকান্ডকে ম্রো ভাষায় বল্ডওয়াংতকম্মি।

ম্রোদের ভেতর অভাবী মানুষকে ঙারাই বলে। একমাত্র জুমে ফসলহানি হলে কারও সাময়িক এ অবস্থা তৈরি হতে পারে। এরা কখনোই খাদ্যের জন্য কারও কাছে হাত পাতে না। অন্যদিকে ভিক্ষুকদের ম্রোরা লু লুক চি বলে। এরা খাদ্যের জন্য অন্যের কাছে হাত পাতে; নিজে কাজ করে না বা করতে পারে না। ভিক্ষুক ম্রোদের ভেতর নেই। ঋতুভিত্তিক অভাব সামলে নেওয়া, বহু টিকে থাকার কৌশল আছে ত্রিপুরা ও ম্রো সমাজে। কিন্তু রাবার কোম্পানির মতো বাইরে থেকে কেউ আগুন দিলে, দখল বা উদ্বাস্তু করলে তা সামলে নেওয়ার কারিগরি উপায় কী হতে পারে?

খাদ্যর অভাব হয়তো সাময়িক সহযোগিতায় কিছুটা কাটল কিন্তু রাবার কোম্পানির দখলিপনা থেকে কি বাঁচবে পাহাড় ও পাহাড়ের গ্রাম- এ প্রশ্নটি ফয়সালার জন্য হয়তো আমাদের বহু নথি আর প্রমাণ নিয়ে বসতে হবে। স্বীকৃতি দিতে হবে পার্বত্য শান্তিচুক্তি, পরিবেশ আইন, জীববৈচিত্র্য আইন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, বন্যপ্রাণী আইন, মানবাধিকার ঘোষণা, আইএলও সনদ, প্রাণবৈচিত্র্য সনদ; স্থানীয় সমাজের প্রথাগত কাঠামো ও আত্মপরিচয়ের দলিল। কিন্তু চলতি আলাপখানি রাবার বাণিজ্য বা এর প্রতিবেশ-রাজনীতি নিয়ে নয়।

চলতি আলাপখানি ঘটনাটির একটা ছোট্ট প্রতিবেশগত বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়ে দগ্ধ ওই পাহাড়ে একটা স্কুলের দাবি তুলছে। লাংকম, জয়চন্দ্র ও রেংয়েনপাড়ায় ১৬ পরিবার ত্রিপুরা এবং ২৩ পরিবার ম্রো জাতিগোষ্ঠীর বাস। বিস্ময়করভাবে তিনটি পাড়ায় কোনো স্কুল নেই। স্কুলে যেতে হলে শিশুদের বহু দূর পাহাড়ি পথ ডিঙোতে হয়। পাহাড়ে কেউ স্কুল বা হাসপাতাল নিয়ে আসে না। ম্যারিয়ট আসে হোটেল কিংবা রাবার কোম্পানি আসে জুম পুড়িয়ে বাগান বানাতে। চলতি আলাপখানি স্বপ্ন দেখে লামার পাহাড়ের ছোট্ট শিশুরা নিজ পাড়ার স্কুলে মাতৃভাষায় পড়বে বই। আমরা পাহাড়ে কতই না রাবার বাগান বা রিসোর্ট দেখেছি! আসুন, লামার দগ্ধ পাহাড়ে একটি স্কুলের জন্য জোরদার করি আমাদের নাগরিক সংহতি।

লেখক: লেখক ও গবেষক



টেকসই উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন

এম এ খালেক

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান একটি দৈনিকে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে উন্নয়নের স্বরূপ নিয়ে বেশকিছু তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, উন্নয়নের একমাত্রিক দর্শনে বাংলাদেশ আটকে আছে। অর্থাৎ সরকার উন্নয়ন বলতে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং উচ্চহারে জিডিপি অর্জনকেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু উন্নয়নের যে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূচক আছে, সেগুলো তারা বিবেচনায় নিচ্ছেন না।

এভাবে উন্নয়নকে একটি মাত্র সূচকে আটকে রাখা হচ্ছে। এটা শুধু সংকট নয়, এটা আসলে স্ব-আরোপিত ফাঁদ। আমরা দিনদিন সেই স্ব-আরোপিত উন্নয়ন ফাঁদে আটকে যাচ্ছি। তিনি আরও বলেছেন, উন্নয়ন সূচকে ভালো করতে হলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বায়ুদূষণ, বণ্টনব্যবস্থার অসমতা দূরীকরণ, দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্যের সংস্থান, উপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন ইস্যুর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

একটি দেশের উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষ। সেই মানুষের সুষম উন্নয়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে উন্নয়ন কখনো কল্যাণমূলক হতে পারে না। দেশের সুশাসনের অভাব থাকলে, ব্যাপক দলীয়করণ দৃশ্যমান থাকলে, রাজনৈতিক শিষ্টাচার দূরীভূত হয়ে গেলে অর্জিত উন্নয়ন কোনোভাবেই টেকসই হয় না। আর টেকসই উন্নয়ন ছাড়া একটি দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

যারা অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তারা সামষ্টিক অর্থনীতির সূচক, জিডিপি, ব্যালেন্স অব পেমেন্ট, মুদ্রার মান-এসব বিষয়ে চিন্তা করেন। কিন্তু অর্জিত উন্নয়নের সুফল সবার কাছে ন্যায্যতার ভিত্তিতে পৌঁছাতে পারছে কি না, তা নিয়ে তাদের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের দেশের অর্থনীতি এখন আর সুনীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না। নানা ধরনের অনিয়ম আর বৈষম্য অর্থনীতিকে গ্রাস করে ফেলছে।

অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে উন্নয়নের গতি অধিকতর দৃশ্যমান, এটা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু উন্নয়ন কীভাবে হচ্ছে, তা কি আমরা ভেবে দেখি? একজন পিকে হালদার হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে পাচার করে দিলেন। অথচ এই পাচার কার্যক্রম চলাকালে তাকে প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাসহ যারা তাকে আর্থিক দুর্বৃত্তায়নে সহায়তা করেছে, তারা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন। ফরিদপুরের বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা রুবেল-বরকত ভ্রাতৃদ্বয় আড়াই হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে পাচার করে দিয়েছেন। এই টাকা নিশ্চয়ই সবার দৃষ্টির আড়ালে অর্জিত হয়নি। সবার চোখের সামনে তারা এই বিত্তবৈভব গড়ে তুলেছেন।

কয়েক বছর আগে একটি সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, দেশে মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। দুই দশক আগে মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা ছিল ১২ শতাংশ; বর্তমানে তা ২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সরকারসমর্থক একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের কাছে এ ব্যাপারে মতামত জানতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বলেন, মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে এটা ঠিক; কিন্তু কীভাবে এ ঘটনাটি ঘটল তা কি আমরা ভেবে দেখি?

যারা নতুন করে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে, তারা কি সবাই বৈধভাবে উপার্জিত অর্থ দ্বারা এই অসাধ্য সাধন করেছে? নাকি দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে মধ্যবিত্তে পরিণত হয়েছে? তার এ প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি দিতে পারিনি। আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধু বিত্ত অর্জন করাটাই মূল বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়; সেই বিত্তবৈভব কীভাবে উপার্জিত হয়েছে, সেটাই দেখার বিষয়।

একজন ডাকাত ডাকাতি করে যে অর্থ উপার্জন করে, তাও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে কোনো না কোনোভাবে অর্থনীতির মূল স্রোতোধারায় প্রবিষ্ট হয়। এতে অর্থনীতি গতিশীল এবং জিডিপির আকার ও ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। কিন্তু একজন সচেতন মানুষ কি চাইতে পারে এভাবে দেশের উন্নয়ন সাধিত হোক? একশ্রেণির মানুষ বাংলাদেশ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে।

প্রতিবছরই বাজেটের আগে কালোটাকা এবং টাকা পাচার নিয়ে নানাভাবে আলোচনা হয়। কিন্তু পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এই পাচারকৃত টাকা কোনো না কোনোভাবে একসময় অর্থনীতির মূল স্রোতোধারায় প্রবিষ্ট হবে।

বর্তমান সরকারের আমলে দেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপক। এমন কোনো এলাকা নেই যেখানে পাকা রাস্তা নির্মিত হয়নি। অথবা যোগাযোগব্যবস্থার আধুনিকায়ন হয়নি। কিন্তু অবকাঠামোগত উন্নয়নই জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির একমাত্র সহায়ক নয়। অবকাঠামোগত উন্নয়নকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়াতে না পারলে সেই অবকাঠামোগত উন্নয়ন আসলে দীর্ঘ মেয়াদে কোনো কাজে আসে না। ২৫ জুন স্বপ্নের পদ্মা সেতু আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। এটা একটি বিস্ময়কর সাফল্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

দেশি-বিদেশি সব ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে, এটি একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড ও সাফল্য। বলা হচ্ছে, পদ্মা সেতু চালু হলে দেশের জিডিপির পরিমাণ অন্তত এক থেকে দেড় শতাংশ বাড়বে। কিন্তু পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচল করলেই কি বাংলাদেশের জিডিপির আকার এমন বৃদ্ধি পাবে? পদ্মা সেতু যোগাযোগব্যবস্থায় যে বৈপ্লবিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে, সেই উন্নয়নকে কাজে লাগিয়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোয় যদি উৎপাদন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়, শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়, তাহলেই কেবল জিডিপির আকার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়তে পারে।

দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে ব্যক্তি খাতের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়ে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। কিন্তু ব্যক্তি খাতে শিল্পায়ন তথা উৎপাদন কার্যক্রম কোনোভাবেই সন্তোষজনক বলা যাবে না। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ২১ দশমিক ২৪ শতাংশ। এটা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন বিনিয়োগ।

কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন, একটি দেশে কার্যকর ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে কয়েকটি খাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এগুলো হচ্ছে-সামাজিক স্থিতিশীলতা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, ক্যাপিটাল এক্সেস, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অফিসে সর্বোচ্চ সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, শক্তিশালী প্রোপার্টি রাইটস নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহনশীল রাজনৈতিক কালচার গড়ে তোলা। বাংলাদেশ এসব সূচকের কোনোটিতেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য দেখাতে পারেনি।

একজন ডাকাত ডাকাতি করে যে অর্থ উপার্জন করে, তাও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে কোনো না কোনোভাবে অর্থনীতির মূল স্রোতোধারায় প্রবিষ্ট হয়। এতে অর্থনীতি গতিশীল এবং জিডিপির আকার ও ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। কিন্তু একজন সচেতন মানুষ কি চাইতে পারে এভাবে দেশের উন্নয়ন সাধিত হোক? একশ্রেণির মানুষ বাংলাদেশ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গটিকে অনেকেই অনেকভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশ এত সমস্যা সত্ত্বেও কেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য দেখাতে সক্ষম হচ্ছে, তা কি আমরা ভেবে দেখি? বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একটি দেশের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বা এরও বেশিসংখ্যকের বয়স যখন ১৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে থাকে, সেই অবস্থাকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বলা হয়। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড একটি জাতির জীবনে একবারই আসে।

আবার কারও মতে, হাজার বছরে একবার আসে। যারা এ অবস্থার সুফল পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে পারে, তারাই উন্নয়নের ক্ষেত্রে সফল হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশকিছু দিন পর জাপানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার শুরু হয়। জাপান পরিকল্পিতভাবে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে জাপান অন্তত ৪৪ বছর দ্বিতীয় শীর্ষস্থান দখল করে ছিল।

কয়েক বছর আগে জাপান বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের দ্বিতীয় শীর্ষস্থান হারিয়েছে চীনের কাছে। জাপানে এখন বয়স্ক-কর্ম অক্ষম মানুষের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। সেখানে কোটি কোটি শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। গত বছর জাপানের জন্মহার ছিল ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার মধ্য দিয়ে গেলেও অনেকেই এ সম্পর্কে সচেতন নন। ২০৩৫-২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার অবসান ঘটবে। তখন সিনিয়র সিটিজেনের সংখ্যা বেড়ে যাবে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে মানবসম্পদ। কিন্তু আমাদের মানবসম্পদ মোটেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করার মতো নয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দুটি প্রধান উৎস হচ্ছে পণ্য ও সেবা রপ্তানি এবং জনশক্তি রপ্তানি। কিন্তু এ দুটি সেক্টরই দুর্বল ও ভঙ্গুর ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ পণ্য ও সেবা রপ্তানির মাধ্যমে প্রতিবছর যে বিপুল অঙ্কের অর্থ উপার্জন করে, এর অন্তত ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশই কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানি বাবদ দেশের বাইরে চলে যায়। জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের মূল্য সংযোজনের হার তুলনামূলকভাবে কম।

অন্যদিকে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সীমিতসংখ্যক দেশ ও সামান্য কিছু পণ্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানি করে প্রতিবছর যে বিপুল অঙ্কের অর্থ আয় করে, এর প্রায় ৯০ শতাংশই আসে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭টি দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও চীনে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির পরিমাণ খুবই সামান্য। অথচ এ দুটি দেশ থেকেই বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পণ্য আমদানি করে থাকে।

অর্থাৎ আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সামঞ্জস্য নেই। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। একটি বা দুটি পণ্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা কোনোভাবেই সুস্থ বাণিজ্যের লক্ষণ নয়। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হচ্ছে জনশক্তি। কিন্তু এ খাতের সমস্যা হচ্ছে, যারা কর্মসংস্থান উপলক্ষ্যে বিদেশে যান, তাদের অধিকাংশই অদক্ষ ও অপ্রশিক্ষিত শ্রমিক। তারা বিদেশে গিয়ে ভালোভাবে স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে পারেন না।

কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন না। ফলে তারা বেতন-ভাতা পান অন্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশ গত অর্থবছরে রেমিট্যান্স হিসাবে ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ মার্কিন ডলার আয় করেছে। একই সময়ে বাংলাদেশে কর্মরত প্রবাসী শ্রমিকরা অন্তত ৭০০ কোটি ডলার নিয়ে গেছে। অথচ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দক্ষ লোকবলের জোগান নিশ্চিত করা গেলে এ পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলে যেত না।

আমরা যদি অর্থনীতিকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে না পারি, তাহলে আগামী দিনে যে কোনো সময় মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই আমাদের এখনই সুষম উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করতে হবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ও অর্থনীতিবিষয়ক লেখক

আমলাদের শুধু চাই আর চাই

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র যে সুবিধা ভোগ করে পৃথিবীর কোনো দেশ সম্ভবত এই শ্রেণীর লোকদের জন্য এত চাই চাই, খাই খাই নাই। এরা হলো এমন এক প্রজাতি যারা খেয়ে কোনো তৃপ্তি পায় না। সবসময় আরো খেতে চায় আর 'এইমাত্র খেয়ে বলে কিছু খাই নাই'। অথচ চাকরিতে ঢোকার পর থেকেই তারা দুধের ওপর থেকেই সরটুকু খেয়ে নেয়। আর খেয়ে খেয়ে এমন বদ-অভ্যাস হয়ে যায় যে, যা কিছু দেখে তাই তাদের সুড়ৎ করে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। এখন তো নুলো ডুবিয়ে সব মাখন খেয়ে নিচ্ছে, কিন্তু আমলাতন্ত্রের অত্যন্ত নির্মম নিয়ম হলো এদের প্রত্যেককেই এক সময় অবসরে যেতে হয়। এই যে চলতে-ফিরতে পারছি ক্লাবে গিয়ে দু'পাত্র মারতে কখনো কখনো গাড়ির স্টিয়ারিং ধরতে পারছি। তাহলে আমার আবার অবসর কী? কেন আমার মতো যোগ্য শিক্ষিত যেকোনো সরকারের অনুগত দালালকে বলা হবে 'যাও বাচ্চে শে রাহো'।

সরকারের পায়ে তেল মারতে মারতে সচিব হয়েছি, সে পথেই হয়েছি সিনিয়র সচিব। আমাকে কেন অবসরে যেতে হবে? না হয় আমার বয়স সরকার এক্সটেনশন দেয়ার ফলে এখন ৬৫। সরকারের একটু কৃপা পেলে আমি এখনো দেখিয়ে দিতে পারি কী অপরিসীম যোগ্যতা রাখি। সরকার যে এটা বুঝে না তা বলা মুশকিল, কারণ তার প্রমাণ ঢাকা বা চট্টগ্রামের ওয়াসার ডিজিকে দাদাভাই মার্কা বয়স পর্যন্ত এমডি পদে বহাল রাখতে পারে এবং রাখছেও। এদের মধ্যে ঢাকা ওয়াসার এমডি আরেক কাঠি সরেস। কিন্তু কখনো কখনো তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ঢাকায় থাকেনও না। ওয়াসার খবর রাখেন না। মাঝে মধ্যে কিছু এলোমেলো বিতর্কিত কথা বলে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। এই দাদা যদি সচিব সিনিয়র সচিব চুক্তিভিত্তিক মহাসচিব পদে চাকরি করতে পারেন তাহলে আমি কেন নই? সরকার এই যুক্তি মানে বটে। প্রথমত এসব আমলাদের কোয়ালিটি অনুযায়ী তাদের নিয়োগ দেয়া হয় বিভিন্ন কমিশনে ও কাউন্সিলে। কমিশনে তবু কিছু কাজটাজ থাকলে থাকতেও পারে। কিন্তু কাউন্সিলে কোনো কাজ নেই। কাউন্সিলর বা চেয়ারম্যান সাহেবরা সরকার প্রদত্ত লেটেস্ট মডেলের দামি গাড়িতে করে অফিসে আসেন, ভেতরের কিংবা বাইরের লোকদের নিয়ে আড্ডা-টাড্ডা দেন, কালে ভদ্রে দু-একটা ফাইল টাইল সই করেন। বাসা থেকে আনা কিংবা সরকারি পয়সায় নানা সুখাদ্য দিয়ে লাঞ্চ সারেন। তারপর ঘড়িতে ৫টা বাজলে কোনো ক্লাবে ফের আড্ডায় বসেন। মাস শেষে বিরাট বেতন। এমন সুযোগ যদি থাকে, তাহলে সেটা হাতছাড়া করতে চায় কোন বেকুব? ফলে সব আমলাকেই চাই চাই, আরো চাই রোগে পেয়ে বসে। এ নিয়ে যার যেমন সাধ্য ও যোগাযোগ সে মোতাবেক তদবির শুরু করেন। মূল চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে থেকেই। সেসব তদবির কখনো কখনো চাকরি এক্সটেনশন হয়, আর এক্সটেনশন হওয়া মাত্রই ওই আমলার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে পড়ে, কিভাবে সরকারের একটি উচ্চপদে আসীন হওয়া যায়।

এক ভদ্রলোককে তো আমি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম, টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে একসাথে টকশো করতাম। তিনি এক্সটেনশনের পর তদবির শুরু করছিলেন আরো একটি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের। অনুষ্ঠানে এসে বলতেন, সিদ্দিকী সাহেব, সামনে একটা সুযোগ আছে দয়া করে আমাকে এমন কোনো প্রশ্ন করবেন না যাতে এই সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যায়।

আমার সিনিয়র ভদ্রলোক মানুষ। আমি বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে প্রশ্ন করতাম। সেসব প্রশ্নের সূত্র ধরে তিনি অকারণে সরকারের গীত গাইতেন এবং কিছু দিনের মধ্যে তিনি সেই বড় পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছিলেন।

এরকম নজির এই সরকারের আমলে ভূরিভূরি। স্থানীয় সরকার বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ তার একটি উদাহরণ। সরকারি চাকরিতে থাকাকালে তিনি নির্লজ্জভাবে আওয়ামী লীগের দালালি করেছেন। অবসরে যাওয়া ঠিক আগের দিন তিনি ইউরোপের একটি শিক্ষা সফর শেষে দেশে ফিরেছেন গত ২১ মে। প্রশ্ন উঠেছে, একজন আমলা হিসেবে কর্মজীবনের শেষ দিনে শিক্ষা সফর সরকারের বা জনগণের কী কাজে আসবে? সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্য হলো- যাতে কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালনে তিনি অধিকতর দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিক্ষা সফর করে এলেন এবং পরদিনই অবসরে গেলেন তিনি আর কীভাবে তার এই অভিজ্ঞতা কর্মজীবনে প্রয়োগ করবেন। তার জন্য যে মাসতুতো ভাইয়েরা এ প্রশিক্ষণ বা বৃত্তির সুযোগ করে দিয়েছিলেন তারাও সম্ভবত ছিলেন এই লোকটার সুবিধাভোগী। যে যাই করুক আমরা তো বলব যে, সরকারই তার জন্য এ ধরনের একটি ভ্রমণের আয়োজন করেছিল। চাকরি জীবনে হেলালুদ্দীন সম্ভবত ইউরোপের এই দুটি দেশ সফর করেননি। চাকরি শেষে যদি তাকে নেদারল্যান্ডস সফর করতে হতো তাহলে বিপুল অঙ্কের অর্থ তার পকেট থেকে যেত। সুতরাং দে গরুর গা ধুইয়ে।

এ ধরনের প্রশিক্ষণ যদি দিতেই হয় তবে সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের মিড লেভেল কর্মকর্তাদের দেয়া উচিত ছিল। যাতে দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রশিক্ষণ দেয়া জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু শুধু সরকারের নির্লজ্জ দালালির কারণে তাকে এই সুযোগ দেয়া হয়েছে। হেলালুদ্দীন এমন কোনো অপরিহার্য চৌকস অফিসার নন। তোষামোদি তার অঙ্গের একমাত্র ভূষণ। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার বলেন, এটা অনৈতিক ছিল। তার তো শিক্ষা সফরের দরকার নেই। এটা নতুন কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজন।

এ প্রশ্নে মুখ খুলেছেন হেলালুদ্দীন আহমদ। তিনি বলেছেন, অবসর নিলেও আমার এই অভিজ্ঞতা যেকোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে। ওয়াসা, এলজিইডিসহ কত সংস্থাই তো রয়েছে। তারা বিভিন্ন প্রকল্পে আমাদের কাজে লাগাতে পারে। অর্থাৎ তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন এরপর তিনি কোথায় নিয়োগ চান। জনাব হেলাল ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এবং ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তিনি নির্বাচন কমিশনের সচিব ছিলেন।

তার এত সুবিধা প্রাপ্তির মূল কিন্তু এখানেই যে, তিনি ২০১৮ সালের কলঙ্কিত নির্বাচনকালে ওই কমিশনের সচিব ছিলেন। যত রকম অনিয়ম-দুর্নীতি জালিয়াতি সব কিছুর সাথে ছিলেন হেলালুদ্দীন আহমদ। পুরস্কার তো তাকে দিতেই হবে। কিন্তু শুধু নেদারল্যান্ডস, স্পেন সফরের মধ্য দিয়ে সরকারের ঋণ শোধ হয়নি। এখন তিনি এলজিইডিতে চাকরি চাইছেন। আশা করি পেয়ে যাবেন। তিনি বলেছেন, তার বয়স খুব একটা বেশি না। ফলে টুকটুকিকে তার কাছে বিয়ে দেয়া যায়। এবার ইউটিউবে গিয়ে শুনুন যশোর অঞ্চলের একটি লোকগান। 'বয়স আমার বেশি না, ওরে টুকটুকির মা, খালি টুল কয়ডা পাইকা গেছে বাতাসে। তোমার মাইয়াডা আমারে দিবা না/ও কথা মোটো কবা না' তাহলে কিন্তু মরে যাবানি হুতাশে।'

হেলালউদ্দীনের বয়স খুব বেশি না, তাকে ওয়াসার এমডি কিংবা এলজিইডির কোনো বড় প্রকল্পে বড় চাকরি দিতে বাধা কোথায়?

লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

অবসর জীবনের বিড়ম্বনা

হোসেন আবদুল মান্নান

ব্রিটিশরা বলে, মানুষের জীবনকাল তিন পর্ব বা ধাপে এগিয়ে যায় এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে উপনীত হয়। প্রথমে প্রস্তুতিকাল লেখাপড়া, ডিগ্রি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। পরে কর্মকাল চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশাগত দিক ইত্যাদি। সবশেষে অবসর জীবন, তবে শেষাংশের জন্য পশ্চিমা দুনিয়ার মানুষ দীর্ঘ প্রস্তুতি নেয়। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন- কোথায়, কীভাবে, কার সান্নিধ্যে থেকে নিজের জীবনাবসান-পূর্ববর্তী চিরায়ত মুহূর্তগুলো উপভোগ করবেন বা আনন্দ-বেদনার সঙ্গী হয়ে এ পৃথিবীর অমোঘ বাঁধন ছিন্ন করবেন। জীবদ্দশায় এটাই তাঁদের কাছে অন্যতম প্রধান সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। আমাদের মতো দেশে, বর্তমান সমাজ-বাস্তবতায় এমনভাবে বাঁচার কথা ভাবা এখনও প্রায় অসম্ভব। এখানে মনে হয়, এর সব দ্বার রুদ্ধ হয়ে আছে।

মৃত্যু সবকিছুকে দ্রুত বিলীন করে দেয়, তা যেমন ধ্রুব সত্য, তেমনি কোনো কোনো কর্মচারীর অবসর জীবন যেন তাঁকে মৃত্যুর চেয়েও নিঃসঙ্গ করে তোলে। তাঁর থাকা, না থাকাকেও হার মানায়। এখানে জীবনভর ক্ষমতার সঙ্গে বসবাস না করতে পারা অপরাধের শামিল। ক্ষমতাহীনের কাছ থেকে তাঁর চিরচেনা চারপাশ দ্রুততার সঙ্গে সরে পড়ে, দূরে চলে যায়। এটা যেন অলিখিত নিয়ম বা বিধিলিপিতে পরিণত হয়ে আছে। এখানে চেয়ারে যিনি সাময়িক উপবিষ্ট তাঁর ব্যস্ততার শেষ নেই। তবে তা যে সামাজিক সম্পর্কের চেয়ে অধিকতর ক্ষণস্থায়ী, তা অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন না। তাঁর অবস্থা ও অবস্থান যে একদিন অন্যদের চেয়েও দুঃসহ হতে পারে- তাও বেমালুম ভুলে যান। বাঙালির আবেগ, হাসি-কান্না, আতিথেয়তা নিয়ে অতীতে সবাই কমবেশি বলে গেছেন। তবে বাঙালির চোখের পর্দাহীনতা নিয়ে বড় কোনো কাজ নেই আমাদের কথাসাহিত্যে। বাঙালির চিরকালীন মিত্র ও সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজেও তা বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়ে আসেনি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অনেক জায়গায় এড়িয়ে গেছেন অতি সতর্কতায়। তিনি 'চোখের বালি' লিখেছেন। তবে বাঙালির চোখের পর্দাহীনতা নিয়ে লেখেননি। তিনি এর অনন্য চিত্রনাট্য রচনা করতে পারতেন।

আরেক আলোচিত বাঙালি নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের বইয়ের নাম 'তর্কপ্রিয় বাঙালী'। তর্ক বা বিতর্ক বিষয়টি হলো জ্ঞানের আধার; সংবেদনশীলতার উত্তম নিদর্শন। সহিষ্ণুঃ সমাজের বিদ্যমান সংস্কৃতির ছায়াস্বরূপ। দুনিয়া এখন তর্কে বহুদূর নয় বরং হাতের নাগালের ভেতর। আমি বলি, অমর্ত্যের বইয়ের নাম হতে পারত 'চেয়ারপ্রিয় বাঙালী'। যাঁরা ভালোবাসেন চেয়ার বানাতে; চেয়ারে বসতে নয়। অবশ্য চেয়ারে বসার যোগ্যতা ও সাধনা তাঁদের নেই। অন্যের চেয়ারের সামনে বসে বসে সময় নষ্ট করতে এবং বিনা কারণে নিন্দাপাঠ আর অকারণে স্তুতির লহরি তুলতে। যাঁর সেসব গুণ ও যোগ্যতার লেশমাত্র নেই, তাঁর পক্ষাবলম্বনে শপথসমেত বাগাড়ম্বর করেই আনন্দ পান তাঁরা। যেই না সহসা কারও চেয়ারচ্যুতি ঘটে, অমনি তাঁরা অন্য ঘাটে নৌকা ভেড়ান। তাঁরা দিব্যি ভুলে যান নিকট অতীতকে। এখানে একজন উচ্চপদস্থ, শিক্ষিত, ব্যক্তিত্ববান, সৎ, সাহসী মানুষও অবসরে জীবন্মৃত অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও মৃত। তাঁর কর্মহীন জীবন ক্রমেই হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। অথচ দীর্ঘ আয়ুষ্কালের বদৌলতে এ মানুষটি পুরো কর্মকালের প্রায় সমান সময় অবধি রাষ্ট্র ও তাঁর সমাজকে বিপুল অভিজ্ঞতার নির্যাস ঢেলে দিতে পারতেন। তাঁর গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে যেমন ৭২ বছর হয়েছে, তেমনি বেড়েছে তাঁর মানসিক বল ও আত্মবিশ্বাস, যা পূর্বে ষাটোর্ধ্ব মানুষের মধ্যে এত প্রবলভাবে দেখা যায়নি। তাঁরা স্কুল-কলেজ, স্বাস্থ্য, কমিউনিটি ক্লিনিক, শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারিভাবেই সংশ্লিষ্ট থেকে নতুন প্রজন্মের জন্য কিছু করে যেতে পারতেন; আর তা হতে পারত নামমাত্র সম্মাননার বিপরীতে ও বিনিময়ে। এতে বাধা-বিপত্তির কোনো হেতু থাকতে পারে না।

এটা কোনো গল্প নয়। একেবারেই নয়। অবসরের অব্যবহিত পরেই নাড়ির টানে গ্রামমুখী হলেন একজন সৎ, দেশপ্রেমিক পদস্থ কর্মকর্তা। স্কুলজীবনের সহপাঠী বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যকে আলিঙ্গন করে শেষ দিনগুলো গ্রামেই কাটিয়ে দেওয়ার সুপ্ত বাসনা তাঁর। প্রথম থেকেই সহধর্মিণী এবং সন্তানদ্বয় এর ঘোর বিরোধী। কিন্তু তাঁর যুক্তি হলো, পৈতৃক ভিটা ও সম্পত্তি যা-ই আছে এর হেফাজত করতে হবে। পিতামাতার কবরে যাওয়া সন্তানের জন্য ফরজ কাজ। তখনই ঢাকা থেকে কয়েক ঘণ্টার পথের নিয়মিত যাত্রী হলেন তিনি। কিছুদিন পর তাঁর হাতে অবসরজনিত সব আর্থিক সুবিধা চলে আসে। তিনি যেন হঠাৎ কোটিপতি বনে যান। তাঁকে পায় কে! এদিকে ঢাকায় একটি ছোট্ট আবাসস্থলের মূল্য পরিশোধ করা তাঁর জন্য অতি জরুরি হয়ে ওঠে। তথাপি প্রাপ্ত অর্থের বিরাট একটা অংশ ছোটবেলার বন্ধুদের মধুর ব্যবহারে বিমুগ্ধ হয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। পরিবারের সদস্যদের বাধা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়। আমার টাকা আমি কাজে লাগাব, তাতে তোমাদের কী? ব্যক্তিত্ববান মানুষ; দৃঢ়তা নিয়ে কথা বলেন তিনি। ব্যবসা কিছুদিন বেশ আশাজাগানিয়া ছিল, প্রথম প্রথম যেমন থাকে। মাস যায়; যায় বছরও। ব্যবসা আর ভালো চলছে না, নিকটাত্মীয়রা প্রচণ্ড সংক্ষুব্ধ; চারদিক থেকে তেড়ে আসছে নানা অসহযোগিতা। যাতায়াতের নিরাপত্তাই এখন হুমকির মুখে। স্থানীয় নেতাদের কাছেও বিষয়টা প্রীতিকর বলে মনে হচ্ছে না। ও, এবার তবে গ্রামে এসে বাণিজ্য! তাঁর ঘন ঘন বাড়িতে আসার কারণ কী! তা ছাড়া একসঙ্গে ব্যবসাপাতি করলে লাভ-লোকসানের দায় সবারই নিতে হবে। গ্রামে এমন রায় হয়ে গেল তাঁর লালিত জীবন দর্শনের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। চাকরির প্রথম জীবনের অনেক আইন জানা তুখোড় ম্যাজিস্ট্রেট, ফৌজদারির বিধিবিধান এবং দণ্ডবিধি নখদর্পণে থাকা মানুষটি অসহায় দিগ্ভিবদিক শূন্য হয়ে সেদিন ফিরে আসেন ঢাকার অর্ধেক টাকা পরিশোধ করা অ্যাপার্টমেন্টে।

এবার জীবনের নতুন ইনিংস শুরু হলো তাঁর। আমাদের টাকাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে- স্ত্রী-সন্তানের সাফ দাবি। টাকার অংশীদার আমরাও, তুমি একা নও। বাকরুদ্ধ তিনি। এখন বেশি-রভাগ সময় মৌনতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। বয়সটা যেন হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে সময়ের আগে। সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় বিদীর্ণ হচ্ছে তাঁর হৃদয়। এদিকে দিন দিন পরিবারের সদস্যদের কাছে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মানুষে পরিণত হচ্ছিলেন তিনি। একদিন সকালে বাসা থেকে বের হয়ে যান খুব সন্তর্পণে এবং বিনাবাক্যে। ভালো জামাকাপড় পরেছেন তিনি। যেমনভাবে নিত্যদিন অফিসে যেতেন। তবে কেউ এগিয়ে এসে জানতে চাননি তিনি কোথায় যাচ্ছেন। তিন-চার দিন পর পত্রিকা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত হলো- হোটেল কক্ষে আত্মহত্যা করেছেন একজন সাবেক সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। পরিবারের সদস্যরা বরাবরের মতো নিরুদ্বেগ ও নির্লিপ্ত। তাঁদের চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। উপরন্তু বলে বেড়াচ্ছেন, লোকটা ইদানীং অস্বাভাবিক আচরণ করতেন। খানিকটা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই তাঁর মৃত্যুর জন্য আমরা কাউকে সন্দেহ করি না।

লেখক: গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট,
কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী,
ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট
সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC
Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন,
তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার
যে কোন স্টেটে ডাকযোগে
ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE
BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently
Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার সংগ্রামে স্বাগতম

জসিম উদ্দিন

যুক্তরাষ্ট্র বনাম বাংলাদেশ সম্পর্কে চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ভোটাধিকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত কথা বলছে। ২০১৪ সালের পর থেকে বাংলাদেশের ভোটব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। মানবাধিকারসংক্রান্ত গুরুতর প্রশ্নগুলো আরো আগে থেকে উঠতে শুরু করেছিল। তখন যুক্তরাষ্ট্রকে এতটা সোচ্চার হতে দেখা যায়নি। অনেকেই মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বাংলাদেশের প্রভাবশালী মিত্র রাষ্ট্রগুলো এসব নিয়ে তখন সরকারের সাথে বোঝাপড়া করলে অবস্থার এতটা অবনতি হতো না। হঠাৎ করে এভাবে সক্রিয় হওয়ার পেছনে অনেকে বৈশ্বিক রাজনীতির সমীকরণ দেখতে পাচ্ছেন। তবে দেশের মানুষ যারা ভোটাধিকার হারিয়েছে, চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন, তাদের জন্য এটি আশীর্বাদ। সরকারের নান-ামাত্রিক প্রতারণার কাছে বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষ ধরাশায়ী হয়েছে দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময়। মোটা দাগের এসব অন্যায় করার জন্য সরকারকে কোনো ধরনের জবাবদিহি করতে হয়নি। এ অবস্থায় দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী চায় গণতান্ত্রিক বিশ্ব বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনায় ঘাটতিগুলো নিয়ে কথা বলুক। সরকার যেন কোনোভাবে ভোটাধিকার খর্ব ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করার সুযোগ আর না পায়।

ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ডিকাব) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস নির্বাচন ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে তার দেশের পক্ষ থেকে জোরালো কিছু কথা বলেছেন। বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র, তার এ কথাটি সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে। তার এ কথাকে রাজনৈতিকভাবে কেউ সেভাবে চ্যালেঞ্জ করেনি। তবে এরপর আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তার মাধ্যমে সাংবাদিকদের উদ্দেশে তার পক্ষে কিছু প্রশ্ন পাঠান। তার অনুরোধ হচ্ছে, সাংবাদিকরা যাতে এসব প্রশ্ন পিটার হাসকে করেন। মানবাধিকার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও পিটার হাস কথা বলেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ভোটাধিকারসংক্রান্ত মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম। তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রে ভোটাধিকার কিভাবে বিঘ্নিত হচ্ছিল। পিটার হাসের জবাবে মাহফুজ আনামের যুক্তিতর্কগুলো আবর্তিত হয়েছে সাবেক পাগলাটে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কর্মকান্ডকেন্দ্রিক। বিচারব্যবস্থাকে পকেটে ভরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল বদলে দিতে চেয়েছেন ট্রাম্প। গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে বিষোদগার ছিল তার রুটিন কাজের অংশ। সাংবাদিকদের মিথ্যুক ভন্ড বলে গালিগালাজ করেছেন ট্রাম্পের কর্মকান্ডকে রুখে দিয়েছে আমেরিকার উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তিনি ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিতে পারেননি। সাংবাদিকদেরও শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারেননি। রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকা এই বদমেজাজি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। সেই হিসেবে আমেরিকা রাষ্ট্র হিসেবে প্রশংসিত হতে পারে। রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ও প্রেসিডেন্ট বাইডেনসহ যারা অগতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছেন তারা ধন্যবাদ পেতে পারেন। মাহফুজ আনাম যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে গোলযোগ চলার সময়ও একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেন। তার আগেই অমাদের দেশে ২০১৪ সালের ভুতুড়ে ও ২০১৮ সালের নিশি রাতের নির্বাচন হয়। সাধারণত উত্তম বা শ্রেয়রা অধম বা নগণ্যদের শিক্ষা বা পরামর্শ দিতে পারেন। নিজেদের ভোটাধিকার ও মানবাধিকার রক্ষায় এ দেশের সাংবাদিকরা নিজ দেশে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি।

আমেরিকার সক্রিয় উদ্যোগে বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হলে তার বিরোধিতা করার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ আমাদের র‍্যাব ও এর কিছু সদস্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অভিযোগের পক্ষে তারা এভিডেন্স দিয়েছে। অন্য দিকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও হেফাজতে মৃত্যুর পরিসংখ্যান প্রকাশ করে যাচ্ছে নিয়মিত। তাতে দেখা যাচ্ছে, বিগত এক দশক ধরে প্রতি বছর গড়ে ৫৬ জনের বেশি নিখোঁজ হয়েছেন, মাসে গড়ে পাঁচজন করে। এদের মধ্য থেকে একটি অংশ ফিরে এসেছে, কিছু সংখ্যকের লাশ পাওয়া গেছে, বড় একটা অংশের আর খোঁজ মেলেনি। বিচারবহির্ভূত হত্যার সংখ্যাটা আরো বেশ বড়। ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ১২ বছরে দুই হাজার ৫৩৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন। গড়ে প্রতি বছর ২১১ জন করে প্রাণ গেছে, মাসে ১৭ জনের বেশি।

গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগ আমাদের সবগুলো বাহিনীর বিরুদ্ধে উঠেছে। র‍্যাব, পুলিশ, শিল্প পুলিশ এমনকি আনসারও বাদ যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর কয়েক মাস ধরে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যা শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। প্রতি মাসে পাঁচজন করে নিখোঁজ ও ১৭ জন করে বিচারবহির্ভূত হত্যা আর

ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার দরকার, এ উপলব্ধি সরকারি দলের মধ্যেও জেগেছে। অন্য দিকে যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব স্বার্থে কার্যক্রম চালাবে। চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার বাসনা তার রয়েছে। দেশটি তার বৈশ্বিক নেতৃত্বও ধরে রাখতে চায়। মনে রাখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের মানবাধিকার ও ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এগুলোতে আমাদের ঘাটতি শতভাগ প্রমাণিত। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের ত্রুটিবিচ্যুতি তুলে ধরা আমাদের জন্য শোভন হতে পারে না।

হচ্ছে না। আগের মতো চললে বিগত ছয় মাসে ৩০ জন নিখোঁজ ও ১০০ জন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হওয়ার কথা ছিল। একটি পরিবার যখন একজন সদস্যকে হারায় সেটি কতটা বেদনাদায়ক, ভুক্তভোগী মাত্রই সেটি বুঝতে পারেন। তার ওপর ঘটনাটি যদি এমন হয় যে, তার কোনো অপরাধ প্রমাণ হয়নি শুধু রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে- তা হলে পরিবারগুলোর জন্য তা মেনে নেয়া আরো কঠিন হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপে বৈশ্বিক কারণ যাই হোক না কেন, আমাদের জন্য তা এ কারণে স্বস্তির যে, আগের ধারবাহিকতায় গুম হচ্ছে না, হেফাজতে মৃত্যু ও এনকাউন্টার নেই।

২০২৩ সালে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা দুই বছর আগেই তার স্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশের মানুষও ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার চায়। এ ক্ষেত্রে অন্তত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এক কাতারে এসে গেছে। আজকে আমাদের ভোটব্যবস্থা হারিয়ে যাওয়ার পেছনের ইতিহাসটিও আমরা একটু তলিয়ে দেখতে পারি। ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বাংলাদেশের ভোট ব্যবস্থা অনেকটাই নির্বাসিত হয়। ওই নির্বাচনে অর্ধেকের বেশি ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যায়। বাকি ১৪৭টি আসনে আনুষ্ঠানিক নির্বাচন দেখানো হলেও সেখানে নানা ভৌতিক কাণ্ড ঘটে। বেশির ভাগ কেন্দ্র ছিল ভোটারশূন্য। সামান্য কিছু কেন্দ্রে কিছু ভোটার উপস্থিত থাকলেও কাগজ-কলমে ভোট পড়ার ভুতুড়ে হার উপস্থাপন করা হয়। বহু জায়গায় শতভাগ ভোট কাস্ট হয়। কোথাও কোথাও সেটি শতভাগও ছাড়িয়ে যায়। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশ নেয়নি। দেশের বেশির ভাগ মানুষ ওই নির্বাচনে ভোট দেয়া থেকে বঞ্চিত হয়। জনগণ পছন্দের প্রার্থী নির্বাচনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। এর পর থেকে স্থানীয় সব পর্যায়ের নির্বাচনেও একই পদ্ধতির অনুসরণ করতে দেখা গেছে ক্ষমতাসীনদের। এখন দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব ধরনের ভোটাধিকার নির্বাসনে চলে গেছে, বলা যায়। এমনকি বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নির্বাচনেও একই ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

২০১৪ সালের ওই নির্বাচনের ঠিক এক মাস আগে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়া ও জাতীয় পার্টি প্রধান এরশাদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর এরশাদ প্রকাশ্যে এক সংবাদ সম্মেলন করে জানান, সুজাতা সিং তার কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তিনি (এরশাদ) যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করেন তাহলে 'মৌলবাদী জামায়াত-শিবির' ক্ষমতায় এসে যাবে। ওই সময় সুজাতা নিজেও সরাসরি মন্তব্য করেন যে, ভারত চায় 'বেশির ভাগ' রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ। 'বেশির ভাগ' বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন সেটি কেউ আর স্পষ্ট করেনি। এ নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এমনকি ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন ব্যাখ্যা করে কিছু বলেনি। বাস্তবে বিএনপিসহ বেশির ভাগ দল নির্বাচনে অংশ না নিলেও ভারত এ নির্বাচনী ফলাফলকে স্বীকৃতি দেয়।

জামায়াত শিবিরের যে প্রসঙ্গটি এরশাদ সুজাতার মন্তব্য থেকে জানিয়েছেন, সে ব্যাপারটি দেশটির কোনো কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেনি, তা হলে ধরে নেয়া যায়- মন্তব্যটি তিনি করেছিলেন। প্রতিবেশী একটি দেশের রাজনৈতিক দলের ব্যাপারে এভাবে মন্তব্য করার অধিকার তিনি রাখেন কি না সেই প্রশ্ন থেকে গেল। আরো জোরালো প্রশ্ন হলো- অন্য একটি দলকে তিনি জামায়াতকে নিয়ে ভয় দেখাতে পারেন কি না। স্বাধীনতার পর থেকে দলটি এ দেশে রাজনীতি করে আসছে। দলটির মৌলবাদিতার কারণে জনগণ কিংবা কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না। অথচ ২০১৪ সালে ভারতে কট্টর মৌলবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এরপর সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অত্যাচার নিপীড়ন বহুগুণে বেড়ে গেছে। গো-রক্ষা আন্দোলন, লাভ জিহাদের নামে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মন্দির রক্ষার নামে মুসলমানদের বাড়িঘর, উপাসনালয় উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এতসব যুক্তিতর্ক থাকার পরও বাংলাদেশের কোনো সাংবাদিক ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের অসৌজন্যমূলক তৎপরতা নিয়ে কিছু বলেনি। কোনো সম্পাদকও কিছু লিখতে আগ্রহ বোধ করেননি। ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর আমরা ভোটাধিকার হারিয়েছি। এবার সেটি উদ্ধারে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সহযোগিতা থাকলে আমরা কিভাবে তার বিরোধিতা করি?

বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে একটি গোষ্ঠী এখন ছিনিমিনি খেলছে। ওয়ার্ড-ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি দলের নেতারা ভোটের নতুন নতুন নিয়ম তৈরি করছেন। তারা নতুন করে ভোটকে সংজ্ঞায়িত করছেন। তাদের নিয়ম ও সংজ্ঞা অনুযায়ী অনুশীলন হলে সেটিকে নির্বাচন হিসেবে গণ্য করে অন্য সবাইকে মেনে নিতে হবে। কেউ শেখাচ্ছেন ইভিএমে নির্বাচন মানে কী; এর অর্থ হলো- সরকারি দলের পদপ্রার্থীর একজন প্রতিনিধি বুথের মধ্যে থাকবেন। তিনি ভোটারের হয়ে বাটন টিপে দেবেন। এতে করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভোট হয়ে যাবে। আবার কেউ বলছেন, ভোটকেন্দ্রে কষ্ট করে আসার দরকার কী? তাদের পক্ষ থেকে ভোট দিয়ে দেয়া হবে। আবার কেউ দেখাচ্ছেন অস্ত্রের ভয়। নির্ধারিত প্রতীকে ভোট না দিলে এর প্রয়োগ করা হবে। এগুলোকেও অন্তত কিছুটা হলেও ভোটের অনুশীলন বলা যাবে, যেখানে ভোটার ও প্রার্থীরা প্রাসঙ্গিক থাকেন।

২০১৮ সালে এতে নতুন মাত্রাটি যোগ করা হলো। তাতে পুরো জাতিকে ফাঁকি দিয়ে আগের রাতেই ভোটবাক্স ভর্তি করে ফেলা হলো। দিনের বেলায় ভোট হলেও ওই নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে সরকারি দল জয়ী হতো। কারণ বিরোধীরা নির্বাচনের আগেই মাঠ থেকে ছিটকে পড়েছিল। সরকার, নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সরকারি দলের প্রার্থীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জোট কায়দা কানুন করে বিরোধী প্রায় সব প্রার্থীকে সম্পূর্ণ কাবু করে ফেলেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি দলের বিচ্ছিন্ন কয়েকজন সদস্যদের পক্ষ থেকে জানা যাচ্ছে, এভাবে সব আসনে জিতে যাওয়ার টার্গেট ২০১৮ সালে সরকারের ছিল না। তবে প্রার্থীরা সবাই নিজেদের বিজয় নিশ্চিত করতে গিয়ে বিরোধীদের একেবারে বঞ্চিত করে দেন; অর্থাৎ সরকারি দলের ৩০০ প্রার্থীর সবাই জিততে চেয়েছিলেন। মেম্বার-চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর-মেয়র সবাই এর পর থেকে এসব কৌশলের কোনো না কোনোটি অবলম্বন করছেন। ফলে আমাদের ভোটাধিকার লুণ্ঠিত হয়ে গেছে।

ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার দরকার, এ উপলব্ধি সরকারি দলের মধ্যেও জেগেছে। অন্য দিকে যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব স্বার্থে কার্যক্রম চালাবে। চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার বাসনা তার রয়েছে। দেশটি তার বৈশ্বিক নেতৃত্বও ধরে রাখতে চায়। মনে রাখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের মানবাধিকার ও ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এগুলোতে আমাদের ঘাটতি শতভাগ প্রমাণিত। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের ত্রুটিবিচ্যুতি তুলে ধরা আমাদের জন্য শোভন হতে পারে না। কারণ তাদের সেসব বিচ্যুতি ঠিক করার সামর্থ্য আমরা রাখি না। এ অবস্থায় দেশটির পক্ষ থেকে সুচিন্তিত মতামতও তুলে ধরা হচ্ছে। তারা দাবি করতে শুরু করেছেন, কেন তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে কথা বলার বা অবস্থান নেয়ার অধিকার রাখেন।

দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র সম্প্রতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন- আমাদের তারা আট বিলিয়ন ডলারের বেশি অনুদান দিয়েছেন। আমরা যদি সার্বিকভাবে পর্যবেক্ষণ করি, দেখতে পাব একমাত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্র যার ওপর আমাদের সর্বাধিক নির্ভরতা রয়েছে। তারা আমাদের সবচেয়ে বড় রফতানি বাজার। আমাদের সবচেয়ে বেশি পোশাক রফতানি হয় সেখানে। প্রবাসী আয়েরও দ্বিতীয় প্রধান উৎস দেশটি। জাতিসঙ্ঘে শান্তিরক্ষী মিশনে কাজ করে আমরা বিপুল অর্থ আয় করি। সেখানেও যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে প্রভাবশালী। দেশটি চাইলে তার হাতে থাকা 'টুল'গুলো দিয়ে আমাদের আরো উপকার করতে পারে। তাই তাদের সুপরামর্শগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি। ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের সহযোগিতা আমরা গ্রহণ করতে পারি।

ভালোবাসা সপ্তাহ

(১৭ পাতার পর)

আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। '(হে মুহাম্মদ) তোমার আগেও আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। আর তাদের জন্যও স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করেছি।' (আল কুরআন ১৩:৮) 'আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি সৃষ্টি করেছেন।' (আল কুরআন ১৬:৭২) রাসূল সা:ও এ ধারণা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন- 'তোমাদের দুনিয়া থেকে নারী ও সুগন্ধিকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে। আর নামাজ হচ্ছে আমার চক্ষু শীতলকারী।' তিনি আরো বলেন, 'বিয়ে করা আমার রীতি ও স্থায়ী কর্মপন্থা। অতএব যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নাত ও রীতি অনুযায়ী আমল করবে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (ইবনে মাজাহ)

রাসূল সা: আরো বলেন, 'যখন কেউ বিয়ে করে সে দ্বীনের অর্ধেক অংশ পূর্ণ করে।' এভাবে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা:) বিয়ে ও পারিবারিক জীবনকে উৎসাহিত করেছেন। দুঃখজনকভাবে সত্যি যে, পাশ্চাত্য জীবনধারায় বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অবজ্ঞা করে জাতিগুলো অস্তিত্বের সঙ্কটে নিপতিত হতে যাচ্ছে। ইসলামে নিষিদ্ধ জিনিসগুলো যেমন- মদ, ক্যাসিনো (জুয়া), অশ্লীল ছায়াছবি, পর্নোগ্রাফি, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, লিভ টুগেদার, লাগামহীন যৌনাচার, গর্ভপাত, পতিতাবৃত্তি, সমকামিতা, জটিল পারিবারিক আইন, ঘরের বাইরে মহিলাদের জীবিকার জন্য কঠোর পরিশ্রম ইত্যাদি পাশ্চাত্যে পরিবার গঠনে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। আমার এক খ্রিষ্টান সহপাঠী বলত, দোকানে যদি দুধ কিনতে পাওয়া যায়, তা হলে গরু কিনে লাভ কী! পাশ্চাত্যের ধ্বংসপ্রায় পারিবারিক ব্যবস্থায় হতাশ হয়ে মানুষ বিশেষ করে মহিলারা অধিক হারে বর্তমানে ইসলাম গ্রহণ করছে। তবে তাদের এ বোধোদয় হতে কয়েক শ' বছর লেগেছে বা এখনো লাগছে।

বিপরীত কথা হচ্ছে- আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অনেকে পাশ্চাত্য জীবনকে রঙিন চশমা দিয়ে দেখছে। এর প্রভাবে বিয়ে করা বর্তমানে আমাদের শহুরে সমাজে জটিল হয়ে যাচ্ছে আর ঠুনকো কারণে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে। এভাবে তারা একাকিত্বের জীবন বেছে নিয়ে নানা রকম মানসিক ও সামাজিক অস্থিরতার কারণ হচ্ছে। তাদের ভাবনায় হয়তো আছে 'প্রেম একবারই আসে হায়'। রাসূল সা: বলেছেন, 'যার স্ত্রী নেই সে দরিদ্র দরিদ্র দরিদ্র, যদিও সে বিরাট সম্পদশালী হয়ে থাকে। যে নারীর স্বামী নেই সে মিসকিন মিসকিন মিসকিন, যদিও সে সম্পদশালী হয়ে থাকে (গুনিয়াতুত তালেবিন, আবদুল কাদের জিলানি) রাসূল সা: আরো বলেন, 'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিয়ে দৃষ্টিকে নিচু করে এবং তার যৌন জীবনকে সংযমী করে আর যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা সিয়াম তার যৌন কামনা কমিয়ে দেয়।' (বুখারি) রাসূল সা: ও তাঁর সাহাবিরা ছিলেন আমাদের সময়ের চেয়ে অনেক বেশি প্রগতিশীল ও আধুনিক। ওই সময় কোনো মহিলা বা পুরুষকে একাকী থাকতে হতো না। অথচ বর্তমানে ইউরোপে ঝড়হংঃবৎ বা চিরকুমারী মেয়ের সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে বিচ্ছেদের হার হচ্ছে ৫০ শতাংশ।

সাহাবিদের সময় গায়ের রঙ, উচ্চতা, বয়স, কুমারিত্ব, সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি বিবেচনা করা হতো না। তাকওয়া বা পরহেজগারি ছিল তাদের মাপকাঠি। রাসূল সা:-এর সহধর্মিণীরা ছিলেন সবাই বিধবা শুধু একজন ছাড়া। জান্নাতি এ মহিলাকে বিয়ে কে করবে, রাসূল সা:-এর এ ঘোষণা শুনে জায়েদ রা: তার চেয়ে বয়সে বেশ বড় কৃষ্ণকায় দাসী বারাকা রা:কে বিয়ে করেন। তৎকালীন প্রভাবশালী খলিফা ওমর রা: সামাজিক মর্যাদা ভুলে গিয়ে গোয়ালিনীর এক দ্বীনদার মেয়ের সাথে তার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ওমর রা:-এর শাহাদতের পর তার স্ত্রী আতিকা রা: একাকী থাকা পছন্দ করেননি, বরং জুবায়ের রা:-এর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন তার আরো স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও। আনাস রা: তার ভাইবোনরা কিছুটা বড় হলে তার বিধবা মায়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

যে সময়ে অবাধ যৌনাচার, পতিতাবৃত্তি, মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া, মহিলাদের উলঙ্গ হয়ে কাবা তাওয়াফ করা, পিতার মৃত্যুর পর সৎমাকে বিয়ে করা, স্ত্রীর মর্যাদা ছিল ঘোড়ার চেয়ে কম, সেখানে ইসলাম অনেক সামাজিক সংস্কারের পাশাপাশি বিয়ের মাধ্যমে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হয়ে থাকবে।

লেখক: মেডিসিন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ

দখলদারি থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্তি দিন

এ কে এম শাহনাওয়াজ

আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনকে এখন আর জ্ঞানচর্চার মুক্তাঞ্চল বলা যাবে না। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূখন্ড যেন পদ্মায় জেগে ওঠা একেকটি নতুন চর। লাঠিয়ালরা লাঠি ঘুরিয়ে যার যার দখলে রাখতে চায়। চরের উর্বর মাটিতে কৃষকরা অনেক নৈপুণ্যে বপন করেন রবিশস্য।

কিন্তু দখলদাররা তা দেবে না। আফিম চাষে বাধ্য করে। ফলে বন্দি কৃষক সরষে, কলাই, তিসির ফুল ফোটাতে পারেন না। আসুরিক দাপট সব তছনছ করে দেয়। আইয়ুব খান পাকিস্তান আমলে ছাত্র আন্দোলন দমন করতে ক্যাম্পাসে এনএসএফ নামের দানব সৃষ্টি করেছিল। সেসব আসুরিক উন্মাদনার সময় থেকেই বাঙালি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখত। কামনা করত স্বাধীনতার। ভাবনা ছিল পাকিস্তানের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন দেশে ছাত্র-শিক্ষকরা ফুল ফোটাবেন ক্যাম্পাসে। জ্ঞানচর্চা আর জ্ঞানসৃষ্টির তীর্থ কেন্দ্র হবে ক্যাম্পাস।

এই লক্ষ্যে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে একটি অরাজক অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করেন। এই আইন প্রণয়নের পেছনে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত স্বাধীন জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রভূমি তৈরি করা। তাই শিক্ষকদের যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশে। কিন্তু ১৯৭৫-এর পটপরিবর্তনে নির্বাসিত হতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্থ ধারা। বনেদি সংগঠন আওয়ামী লীগ ও ভুঁইফোড় সংগঠন বিএনপি অদৃশ্য মনস্তত্ত্বে যেন একাকার হয়ে যায়। নতুন জোয়ার তোলা জিয়াউর রহমানের বিএনপি আদর্শের পথে না হাঁটা আওয়ামী লীগের নতুন নেতৃত্বের মনে অহেতুক হতাশা সৃষ্টি করেছিল। তখন থেকেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রাখতে এবং দখল করতে এই প্রধান দুই দলের নেতারা মরিয়া হয়ে ওঠেন। উভয় অঞ্চলে একধরনের স্খলন চলতে থাকায় জনমনোতুষ্টির লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথে না হেঁটে সব পক্ষ দখলদারির রাজনীতির দিকেই ছুটতে থাকে। জনবিচ্ছিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বিএনপির জন্য অমন আচরণ মানিয়ে গেলেও জনগণের ভেতর থেকে বেড়ে ওঠা দল আওয়ামী লীগের জনবিচ্ছিন্ন থাকার আচরণ দেখে আমাদের হোঁচট খেতে হয়েছে।

এই দুই বড় দলের নেতারাই রাষ্ট্রক্ষমতাকে মোক্ষ মেনে নিজ দলে বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন তৈরি করে নানা অঞ্চলে দখলদারি বজায় রাখার চেষ্টা করে। প্রতিটি দলের কাছেই 'জনগণ' উপলক্ষ মাত্র–ক্ষমতায় যাওয়া ও ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য পেশিশক্তির ওপর নির্ভরতা বাড়াতে হয়।

রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ গঠনের অনেক আগেই পাকিস্তানী শাসকদের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে তারুণ্যের শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগ গঠন করেছিলেন। ছাত্রলীগ গঠনের পর পুরো পাকিস্তানের সময়কালে ছাত্রলীগ এর আদর্শিক ধারা বজায় রাখতে পেরেছিল। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ ও বাম ধারার ছাত্র ইউনিয়ন বৃহত্তর ছাত্রসমাজের মুখপাত্র হিসেবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই ছাত্রলীগের সৌন্দর্য ভূলুণ্ঠিত হতে লাগল ১৯৭৫-পরবর্তী পর্ব থেকে।

জিয়াউর রহমান বিএনপি প্রতিষ্ঠার পর ছাত্রলীগের পাল্টা ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল গঠন করেন। ছাত্রদলের তরুণদের হাতে অর্থ আর অস্ত্র তুলে দিয়ে এক শ্রেণির নেতা ছাত্রদের নৈতিক আদর্শ ভেঙে পেশিশক্তিতে পরিণত করতে থাকেন। এভাবেই ক্যাম্পাসে শুরু হয়ে যায় অস্ত্রের মহড়া। অবশ্য এ ধারার মহড়া এর আগেই শুরু হয়েছিল আওয়ামী লীগের ভেতর থেকে জাসদ সৃষ্টি হওয়ার মধ্য দিয়ে। ছাত্রলীগ দুই ভাগ হয়ে যায়–মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগ। উভয়ের মধ্যেই সশস্ত্র সংঘাত হতো ক্যাম্পাসে। এভাবে গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ছাত্রলীগ জাতীয় দল আওয়ামী লীগ নেতাদের ক্রীড়নকে পরিণত হতে থাকে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে এরা। দল রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকলে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নেতারা সাধারণ শিক্ষার্থীর বন্ধু না হয়ে প্রভু হতে পছন্দ করে। বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে একই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকে। এবার শিক্ষার্থীদের প্রভু হয়ে যায় ছাত্রদলের নেতারা। একইভাবে তান্ডব চালায় ক্যাম্পাসে। ক্যাম্পাস দখলে রাখা উভয় দলের একমাত্র লক্ষ্য। এসব শিক্ষা জেনারেল এরশাদও গ্রহণ করেছিলেন। পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি ছাত্রদল, ছাত্রলীগের আদলে ছাত্রসমাজ গঠন করেছিলেন। বইয়ের বদলে জাতীয় পার্টির অনুসারী ছাত্রসমাজ ক্যাম্পাসে তান্ডব চালানোর একচ্ছত্র অধিকার পেয়ে যায়। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদীয় শাসনের অবসান ঘটলে রাজনীতির মঞ্চে আওয়ামী লীগ ও বিএন-পির লাঠিয়াল শক্তি হিসেবে যথাক্রমে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখে।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এখানে আত্মবিশ্বাস হারানো ক্ষমতাপ্রিয় এককালের ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগ ও ভুঁইফোড় দল বিএনপি অসম প্রতিযোগিতায় থাকার বদলে পরস্পর সবল প্রতিপক্ষ হয়ে গেল। একে সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের স্খলন ও বিএনপির সাফল্য হিসেবেই দেখা যেতে পারে। উভয় দলই ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছতে চায় বা স্থায়ী অবস্থান তৈরি করতে চায়। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার শোভন গণতান্ত্রিক পথ গণসমর্থন আদায়ের জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য কারো নেই। তাই উভয় দলই মনে করে ক্ষমতায় পৌঁছার সহজ পথ পেশিশক্তি প্রদর্শন ও অন্ধকারের পথে হাঁটা। উভয় দলই মনে করতে থাকে পেশিশক্তি তৈরির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্রভূমি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এ কারণে ক্যাম্পাসে ছাত্র, শিক্ষক, প্রশাসনে ছড়িয়ে দিতে থাকে রাজনীতির বিষাক্ত কণিকা। ক্ষমতাসীন সব দলই চেষ্টা করে যায় ক্যাম্পাস যেন নিজেদের দখলে থাকে। শিক্ষক রাজনীতির অসুস্থ জীবাণু শিক্ষকের কাম্য আদর্শ অচেনা করে দেয়। পান্ডিত্য বিচারে নয়, নিজ নিজ দলের প্রতি নতজানু কি না এই আমলনামা বিচারে নিযুক্ত হন উপাচার্য। তাই কমে যেতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমা। শিক্ষক রাজনীতিতে যুক্ত দলীয় শিক্ষকদের বড় অংশ জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানসৃষ্টির জায়গায় নিবেদিত থাকতে পারছেন না। দলীয় ভিসিদের পক্ষে নিয়োগদাতাদের নির্দেশনার বাইরে যাওয়া সাধারণত সম্ভব হয় না। দলীয় শিক্ষক-গ্রুপের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটাতে হয়। ভিন্ন রাজনীতির আদর্শের শিক্ষকই শুধু নন শিক্ষক রাজনীতি বিযুক্ত শিক্ষক যতই যোগ্য হোন না কেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কাছ থেকে প্রাপ্য অধিকারও আদায় করতে পারেন না। ক্যাম্পাসজুড়ে আসুরিক দাপটে তৎপর থাকে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা। সাধারণ শিক্ষার্থী জিম্মি এদের হাতে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হল পরিচালনায় একটি বড় বাজেট থাকে। হলের প্রশাসনিক অফিস ছাড়াও একজন প্রভোস্ট, অবস্থাভেদে একাধিক ওয়ার্ডেন ও বেশ কজন হাউস টিউটর থাকেন। তাঁদের ভাতা দিতে হয়, প্রায় ফ্রি বাসা পান তাঁরা, গ্যাস-বিদ্যুতেও ছাড় থাকে। হল ও ছাত্রকল্যাণ সংক্রান্ত নানা দায়িত্ব পালন করতে হয় তাঁদের। কিন্তু বেশির ভাগই কাগজে-কলমে। হলের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছাত্র-ছাত্রীদের সিট বণ্টন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সে দায়িত্ব অলিখিতভাবে নিয়ে নিয়েছেন রাষ্ট্রক্ষমতার অবস্থানভেদে ছাত্রলীগ বা ছাত্রদলের নেতারা। আগে মেধা বিচারে হলে সিট পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। এখন রাজনৈতিক ক্ষমতাধর ছাত্রদের দখলদারি থাকায় নাকি সিট পাওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে তাদের দলে যুক্ত থাকা, মিছিল-মিটিংয়ে অংশ নেওয়ার অঙ্গীকার থাকতে হয়। এমনকি দলীয় মিছিলে থাকা বাধ্যতামূলক হওয়ায় একই সময়ে পরীক্ষা থাকলেও মুক্তি মেলে না। কোনো শিক্ষার্থী নেতা-নেত্রীদের অবাধ্য হয়েছে জানলে তো রাতে 'গেস্টরুম শাস্তি'র বিধান রয়েছেই। হল প্রশাসনে শিক্ষকরা সাধারণত দর্শকের ভূমিকায়ই থাকেন বা থাকতে বাধ্য হন। এসব বাস্তবতায় তাহলে নানা পদবির শিক্ষকদের হলে যুক্ত থাকা কেন! এখানেও শিক্ষক রাজনীতির কু-প্রভাব। দলে টানা ও রাখার জন্য এবং দলের প্রতি আনুগত্যের প্রতিদানস্বরূপ এভাবে পুনর্বাসন করতে হয়। আমি দেখেছি ইউরোপের অধিকাংশ ছাত্র হল বা হোস্টেল পরিচালনায় এত বড় প্রশাসন নেই, শিক্ষকদের তো অংশগ্রহণই নেই। আমার মেয়ে ইংল্যান্ডে 'কুইন্স ইউ-নিভার্সিটি, বেলফাস্টে' পড়েছে। ওকে হোস্টেলে দিতে গিয়ে অবাক হলাম। হল চত্বরে কয়েকটি বিশাল চারতলা ভবন। প্রশাসন তো দূরের কথা, একজন সিকিউরিটির লোকও নেই। কার্ড পাঞ্চ করে প্রধান দরজা খুলে যার যার কক্ষে চলে যাওয়া। কলের লাইন নষ্ট থেকে যেকোনো সমস্যায় ইন্টারনেটে কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে জানালে দ্রুত এসে ঠিক করে দিয়ে যায়। প্রতিবেশী দেশ ভারতে দেখেছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে অফি-শিয়াল কাজ করার জন্য প্রশাসনের অফিস আছে বটে; কিন্তু প্রভোস্ট থেকে শুরু করে হাউস টিউটরের ছড়াছড়ি নেই। একটি মাত্র ওয়ার্ডেনের পদ রয়েছে। খুব কমই সেই পদটি শিক্ষক দিয়ে পূরণ করা হয়। এর বড় কারণ সেখানে শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিকসংশ্লিষ্টতা থাকলেও এর উৎকট প্রকাশ থাকে না বিশ্ববিদ্যালয়ে। অর্থাৎ বড় বড় জাতীয় রাজনৈতিক সংকট ছাড়া রাজনীতির কারণে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গবেষণা ব্যাহত হয় না। আমাদের দেশের মতো উপাচার্য নিয়োগেও উৎকট দলী-য়করণ দেখা যায় না।

জিয়াউর রহমান বিএনপি প্রতিষ্ঠার পর ছাত্রলীগের পাল্টা ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল গঠন করেন। ছাত্রদলের তরুণদের হাতে অর্থ আর অস্ত্র তুলে দিয়ে এক শ্রেণির নেতা ছাত্রদের নৈতিক আদর্শ ভেঙে পেশিশক্তিতে পরিণত করতে থাকেন। এভাবেই ক্যাম্পাসে শুরু হয়ে যায় অস্ত্রের মহড়া। অবশ্য এ ধারার মহড়া এর আগেই শুরু হয়েছিল আওয়ামী লীগের ভেতর থেকে জাসদ সৃষ্টি হওয়ার মধ্য দিয়ে। ছাত্রলীগ দুই ভাগ হয়ে যায়–মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগ।

এ দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গন এমন ভয়ংকর নষ্ট রাজনীতির দখলদারি থেকে মুক্তি পাক। আমরা মনে করি কল্যাণকামী সব মানুষেরই চাওয়া এটা। এ জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে আসা। অবশ্য বর্তমান বাস্তবতায় অমন সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হবে। কোনো দলই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখেনি এখনো। শক্ত পায়ে দাঁড়াতে হলে গণশক্তির ওপর আস্থাশীল হতে হয়। কিন্তু কার্যত গণশক্তির খোঁজ নেওয়ার সময় নেই আমাদের রাজ-নীতিকদের। দলীয় শক্তির দাপটেই তাঁরা নিজেদের শক্তিমান রাখতে চান। অচলায়তনে আটকে থাকে শিক্ষা গবেষণা। এসব নিয়ে ভাবার অবকাশ নেই আমাদের রাজনীতির বিধায়কদের। সুস্থ ক্যাম্পাস অর্থাৎ শিক্ষাঙ্গন ফিরে পাওয়াটা এখন স্বপ্নকল্পনাতেই আটকে আছে।

লেখক: অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ভালোবাসা সপ্তাহ ভালোবাসা মাস

প্রফেসর কর্নেল ডা: জেহাদ খান

অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলিম তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ের কার্ডে মহাগ্রন্থ আল কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতটি লিখে থাকেন- 'আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়ামায়া সৃষ্টি করেছেন । অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে।' (আল কুরআন ৩০:২১)

কুরআনের আধুনিক তাফসির তাহফিমুল কুরআনে এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে- 'ভালোবাসা বলতে এখানে কামসিক্ত ভালোবাসার (ঝর্বীধষ ষড়াব) কথা বলা হয়েছে । নারী ও পুরুষের এটি আকর্ষণের প্রাথমিক উদ্যোক্তায় পরিণত হয়। তারপর এটি তাদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বের এমন এক সম্পর্ক জুড়ে দেয়, যা দু'টি পৃথক পরিবেশে লালিত আগন্তুককে একসাথে মিলিয়ে গভী-রভাবে সংযুক্ত করে দেয়। আর রহমত তথা দয়া হচ্ছে এমন একটি আত্মিক সম্পর্ক, যা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে পর্যায়ক্রমে বিকাশ লাভ করে। এ কথা স্পষ্ট যে, কোটি কোটি মানুষ তাদের জীবনে এই ভালোবাসা ও দয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। একজন নারী ও পুরুষের শারীরিক গঠনে যেসব উপাদানের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করে যে, একজন প্রাজ্ঞ স্রষ্টা স্বেচ্ছাকৃতভাবে একটি উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যসহকারে তা সংস্থাপন করে দিয়েছেন (তাহফিমুল কুরআন, খন্ড-১১ পৃষ্ঠা : ৬৮-৬৯)

এই হচ্ছে বিয়ে পরবর্তী ভালোবাসার সুফল। আয়াতটির শুরুতে মহান আল্লাহ বিয়েকে তাঁর একটি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আয়াতটির শেষে তিনি বলেছেন, এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে। আমরা কি চিন্তা করে দেখেছি, একটি গাভীর যৌন আকাঙ্খা বছরে মাত্র একবার? তাও উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু সন্তান ধারণ করা। অথচ মানুষের যৌন আকাঙ্খা বছরে অসংখ্যবার। এর কারণ হচ্ছে, বিভিন্ন গৃহপালিত প্রাণীকে মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জন্য রতিক্রিয়াকে (সেক্স) বিনোদনের কোনো মাধ্যম বানানো হয়নি। তারও কারণ রয়েছে। গৃহপালিত প্রাণীদের বাচ্চাগুলো জন্মের পরে কিছু দিনের মধ্যেই স্বাবলম্বী হয়ে যায়। জন্মের এক বছর পর গরু তার সন্তানকে চিনতে পারে না। সন্তানও তার মাকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয় না। অথচ মানব শিশু তাদের চেয়ে খুবই দুর্বল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এ শিশুটি স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বাবা-মা উভয়ের দীর্ঘ দিনের অনেক শ্রমের প্রয়োজন হয়। এভাবেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র বিকশিত হয়ে থাকে। মা-বাবার দৃঢ় বন্ধন তথা মানব শিশুর বিকাশের জন্য কামসিক্ত ভালোবাসা বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থাৎ মা-বাবার সামাজিক দায়িত্ব পালনের পুরস্কার হিসেবে মহান আল্লাহ বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে শুধু মানুষের জন্য যৌনতাকে দীর্ঘস্থায়ী বিনোদনের মাধ্যম বানিয়েছেন।

প্রাণীদের যৌনমিলন হয় উন্মুক্ত স্থানে, তাতে কোনো ভালোবাসা নেই, নেই কোনো পূর্বপরিচিতি, প্রতিনিয়ত যৌন সাথী পরিবর্তিত হয় আর মিলন-পরবর্তীও আর কোনো বন্ধন থাকে না। তবে তাদের যৌনাচার কঠোর নিয়মে বাঁধা। মহান আল্লাহর দেয়া সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির বাইরে যাওয়ার কথা তারা চিন্তাও করতে পারে না। আর মানুষের যৌন মিলন অনেক দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। স্বামী-স্ত্রীকে একই বিছানায় শয়ন করতে হয়। সাধারণত মুখোমুখি অবস্থান করতে হয়, যৌন মিলনের জন্য রাতের অন্ধকার বা দিনের নির্জনতা বেছে নিতে হয় এবং দৈহিক মিলনের আগে ভালোবাসা (Foreplay) প্রদর্শন করতে হয়।

'আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি, তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিজিক। আর আমাদের বহুসংখ্যক সৃষ্টির ওপর তাদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য দান করেছি।' (আল কুর-আন ১৭:৭০) মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও বংশধারা বজায় রাখার জন্য মহান আল্লাহ এই কামসিক্ত ভালোবাসার ব্যবস্থা রেখেছেন। এর মাধ্যমে প্রাণিজগতে তাঁর সৃষ্টিধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে লাখ লাখ বছর ধরে বহাল রয়েছে। মানুষ হচ্ছে এর ব্যতিক্রম। এর যথোপযুক্ত ব্যবহার না করায় বিভিন্ন জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। লুত আ:-এর জাতির ধ্বংস ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে আজো লুত সাগরে। সমকামিতার কারণে মহান আল্লাহ তাদেরকে তিন ধরনের কঠোর শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসি বাহিনীতে যৌন রোগ এত ছড়িয়ে পড়ে যে, সহজেই তারা শত্রুবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এইচআইভি আফ্রিকার অনেক দেশে মহ-ামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে এবং কোনো কোনো দেশ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। শুধু ২০২০ সালে ছয় লাখ ৮০ হাজার মানুষ এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বর্তমানে পৃথিবীতে বিভিন্ন রোগের মধ্যে ২০ শতাংশ মহিলা ও ১৪ শতাংশ পুরুষ যৌন রোগে আক্রান্ত। যৌন স্বেচ্ছাচার ইউরোপের অনেক জাতিকে বিলীন করে দিচ্ছে। জার্মানিতে ১৯৭০ সাল থেকে জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে কম। প্রফেসর হান্টিংটন তার Clash of Civilizations বইয়ে উল্লেখ করেছেন, ইউরোপের উন্নত জাতিগুলো তাদের শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী, সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা, দক্ষ প্রশাসন, অত্যাধু-নিক যুদ্ধোপকরণ, ইন্টারনেট, বৈজ্ঞানিক উন্নতি সব কিছু থাকার পরও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে শুধু জনসংখ্যার অভাবে। আমি জার্মানিতে দেখেছি- বিয়ে, পরিবার, অধিক সন্তান নেয়া ইত্যাদির পক্ষে কত প্রচারণা ও প্রণোদনা। আধুনিক বিশ্ব কিভাবে কম্পিউটার, গাড়ি, মারণাস্ত্র ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করতে হয়, তা জানে কিন্তু মানুষ তৈরি করার ব্যাপারে তারা আজ অসহায়। তাই অস্তিত্বের জন্যই তাদের ইসলামের দিকে ফিরে আসতে হবে।

বিয়ে হচ্ছে মহান আল্লাহর দেয়া এমন এক উপহার, যা বেহেশত থেকে মানুষ এ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে। কোনো কোনো ধর্মে সাত ধরনের বিয়ে, যৌতুক প্রথা প্রবর্তন করে, বিধবা বিয়ে ও বিচ্ছেদকে নিষিদ্ধ করে সংসার জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনো কোনো ধর্ম আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি হিসেবে বিয়েকেই নিষিদ্ধ করে চিরকুমার ও চিরকুমারিত্বকে উৎসাহিত করেছে। এর প্রতিবাদে ভ্যালেন্টাইন নামক এক ধর্মযাজক অবৈধ যৌনাচার, ধর্ষণ ইত্যাদি শুরু করলে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। এখন আবার তারাই বছরে এক দিন ভ্যালেন্টাইন ডে বা ভালোবাসা দিবস পালন করছে। অথচ মহান আল্লাহ বিয়ের মাধ্যমে ভালোবাসা সপ্তাহ, ভালোবাসা মাস, ভালোবাসা বছর ও ভালোবাসা জীবন প্রবর্তন করে এটি তাঁর একটি নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

'আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি, তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিজিক। আর আমাদের বহুসংখ্যক সৃষ্টির ওপর তাদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য দান করেছি।' (আল কুর-আন ১৭:৭০) মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও বংশধারা বজায় রাখার জন্য মহান আল্লাহ এই কামসিক্ত ভালোবাসার ব্যবস্থা রেখেছেন।

ইসলামে পারিবারিক জীবনকে (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

আগামী নির্বাচন ও সম্ভাব্য সমীকরণ

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

বীজগণিতে 'সমীকরণ' শব্দটি আছে। সমীকরণের অর্থ হচ্ছে, 'সংখ্যা ও প্রতীক ব্যবহার করে লেখা এক ধরনের গাণিতিক বিবৃতি, যাতে দু'টি জিনিসকে গাণিতিকভাবে সমান বা সমতুল্য দেখানো হয়।' বীজগণিত থেকে এখন এই সংজ্ঞা রাজনীতিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সন্ধান করা হচ্ছে রাজনৈতিক মিল ও অমিলের। মিলের মধ্যে অমিল আছে, অমিলের মধ্যেও মিল আছে। মনে আছে, সমীকরণের সমাধান করতে গিয়ে আমরা কমন নেয়ার চেষ্টা করতাম। রাজনীতিতেও সেরকম। এই সময়ের বাংলাদেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে সমীকরণের জোরদার প্রক্রিয়া চলছে। উপলক্ষ ২০২৩ সালের জাতীয় নির্বাচন। উদ্দেশ্য ক্ষমতায় আরোহণ। এই নিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে যোগ-বিয়োগ পূরণ-ভাগ চলছে। বাংলাদেশের সমাজ শতধাবিভক্ত। এই বিভক্তির মাঝে ঐক্য সাধন বড়ই কঠিন কাজ। পাকিস্তান আমলে এই অঞ্চলে রাজনীতিতে আদর্শিক প্রবণতা প্রবল ছিল। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর আদর্শের রাজনীতির স্থান দখল করে ক্ষমতার রাজনীতি। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যা ইচ্ছা বলা হয়। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যা ইচ্ছা করা হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের পরও এই সমীকরণ বদলায়নি এতটুকু। 'পাওয়ার বিকামস অ্যান্ড ইন ইটসেলফ'। ক্ষমতায় যাওয়াটাই উদ্দেশ্য ও বিধেয় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালের বিজয়ের পর জাতীয় স্বার্থে 'জাতীয় সরকার' গঠনের আহ্বান জানানো হয়। পৃথিবীর অন্যত্র মুক্তিযুদ্ধের পর জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হতে দেখা যায়। বাংলাদেশে তা হয়নি। ক্ষমতাশ্রয়ী রাজনৈতিক দলটি এককভাবে সরকার গঠন করে। দুর্নীতি ও দুঃশাসনে শিগগিরই এ দলের জনপ্রিয়তা হিমাঙ্কে পৌঁছায়। প্রবল সরকারবিরোধী রাজনীতির প্লাবন বয়ে যায়। বাধ্য হয়ে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতার সমীকরণকে আদর্শিক লেবাস দেয়ার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি, মস্কো ধারার আরেকটি তাঁবেদার দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ নিয়ে গঠিত হয় তথাকথিত গণঐক্যজোট-গজ। এই 'গণঐক্যজোট' আসলে গণবিরোধী কাজ করে। তারা বঙ্গবন্ধুকে কুবুদ্ধি দেয়। 'ডান্ডা মেরে ঠান্ডা' করার নীতি গৃহীত হয়। গণতন্ত্রের কবর দিয়ে গঠিত হয় বাকশাল। গায়ের জোরে মুলুক দখলের প্রক্রিয়া সাধিত হয় সংসদীয় অভ্যুত্থানে। স্লোগান উত্থিত হয়, 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনায় নিঃশব্দে নিঃশেষ হয়ে যায় সব।

শুরু হয় সামরিক শাসন। নতুন রাজনীতি। নতুন সমীকরণ। জিয়াউর রহমান জাতীয় ঐক্যের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮১ সালে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বন্দুকের মুখে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটালেও 'জিয়াউর রহমান অনুসৃত আদর্শ' বহাল রাখেন ক্ষমতার স্বার্থে। ১৯৯১ সালে এ দেশের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের আদর্শ জয়লাভ করে। ১৯৯৬ সালে ওই আদর্শের বিপরীত শক্তি জয়লাভ করে। তারা এ সময় লেবাসে উচ্চারণে জিয়াউর রহমানের ভাবধারা ব্যবহার করে জনগণকে প্রতারিত করেছিল। ক্ষমতায় আসার পর তারা স্বরূপ ধারণ করে। ২০০১ সালে নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের আদর্শে পুষ্ট, ইসলামী মূল্যবোধসমৃদ্ধ চারদলীয় জোট ক্ষমতায় ফিরে আসে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী মূল্যবোধ এবং ধর্মনিরপেক্ষ ধারার বিভাজন তীব্রতর হয়ে উঠে। উভয় আদর্শের সপক্ষে এবং বিপক্ষে রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলোর স্পষ্ট সমীকরণ ঘটে। ২০০৮ সালের নির্বাচন- পরবর্তীকালে এক দিকে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির মহাজোটের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অপর দিকে ইসলামী ভাবধারার ২০টি দল একত্র হলো। ২০১৪ সালের নির্বাচনে বৃহত্তর অর্থে ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে দু'টি জোটের বিপরীত অবস্থান বা সমীকরণ স্পষ্ট হয়। ২০১৮ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে আবারো রাজনৈতিক সমীকরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট ২০ দলীয় জোটকে বহাল রেখে যুক্তফ্রন্ট নামে মিশ্র জোটের আবির্ভাব ঘটে। এ সময়ে আওয়ামী কর্তৃত্ববাদী সরকারকে পরাজিত করার স্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নমনীয় শক্তির সাথে ইসলামী মূল্যবোধের দুর্বল সমীকরণ লক্ষ করা যায়। নিশীথ রাতের নির্বাচনে জয়লাভের পর কার্যত যুক্তফ্রন্ট নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

এরূপ সমীকরণের পর আগামী ২০২৩ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে। বিরোধী ডান ও বাম ধারা নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দল ও পক্ষ ক্ষমতাসীন শক্তিকে অপসারণের লক্ষ্যে নতুন অধ্যায় রচিত করতে যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন জোটের বিপরীতে আরেকটি বড় ধরনের জোট কৌশলগতভাবে আত্মপ্রকাশ করছে না। ১৯৯০ সালে এরশাদ পতন আন্দোলনে তিনটি জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। আদর্শিকভাবে চিহ্নিত করলে তিনটি ধারা দৃশ্যমান হয়। এগুলো ছিল ক্ষমতাশ্রয়ী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট। দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদী জোট। তৃতীয়ত, বাম ধারার সাতদলীয় জোট। এরা আদর্শিকভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিপরীত ধারা অনুসরণ করলেও এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে একমত ছিল। যুগপৎ আন্দোলন ছিল তাদের রণকৌশল। এই মুহূর্তে জোটগত কৌশল সম্ভব হচ্ছে না, মূলত ক্ষমতাসীন সরকারের নিপীড়নের ভয়ে। দীর্ঘ আন্দোলন ও নির্বাচনী ব্যর্থতার পর প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নতুন করে নতুন কৌশলে রাজনৈতিক সমীকরণ ঘটাতে তৎপর হয়েছে। সরকারবিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বিএনপি সংলাপ শুরু করেছে। এই আন্দোলনে তারা ডান-বামসহ বিভিন্ন ও বিপরীত মতের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ এগিয়ে নিচ্ছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, এর মধ্য দিয়ে নতুন কোনো রাজনৈতিক জোট আত্মপ্রকাশ করছে না। বরং প্রতিটি রাজনৈতিক দল অভিন্ন লক্ষ্যে যুগপৎ আন্দোলন করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। বিএনপির রাজনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, চলমান সংলাপ শেষ হলে দাবিগুলো আরো সুনির্দিষ্ট করে একটি রূপরেখা ঘোষণা করা হবে। এর ভিত্তিতে সরকার পতন আন্দোলন পরিচালিত হবে। বিগত সময়ে নানা কারণে ২০ দলীয় জোট নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এর কারণের মধ্যে রয়েছে- ১. সরকারের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি; ২. নিপীড়ন কৌশল; ৩. নেতৃত্বের কোন্দল ও ৪. বিএনপির বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ। বিএনপি নেতৃত্ব এখন এসব 'ভুল বোঝাবুঝি' অবসানে তৎপর রয়েছে। বিএনপি জোটের বাইরে বিশেষত বাম-ধারার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপে গুরুত্ব দিচ্ছে। এসব রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ভূমিকা না থাকলেও বুদ্ধিবৃত্তিক ও গণমাধ্যমভিত্তিক ভূমিকা রয়েছে। অপর দিকে, ইসলামী শক্তির সাথেও বিএনপির সম্পর্ক জোরদার হচ্ছে। কৌশলগত কারণে বিএনপি ইসলামিক দলগুলোর সাথে যোগাযোগে সতর্কতা অবলম্বন করছে। বিশেষত প্রধান ইসলামিক দলটি নিয়ে বাম-ধারার বাধার সম্মুখীন হচ্ছে বিএনপি। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করে, ব্যক্তি নয় জনগণের সমর্থন যদি সম্পর্কের ভিত হয় তাহলে নির্বাচনী বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। ২০২৩ সালের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন দলও তাদের সমীকরণ শুরু করেছে। এক দিকে তারা মহাজোটের মাধ্যমেই নির্বাচনী জোট করার ঘোষণা দিচ্ছে। অপর দিকে, নিপীড়ন কৌশল হিসেবে ইসলামী শক্তি, গোষ্ঠী, দল ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক আচরণ অব্যাহত রেখেছে। অতিসম্প্রতি তথাকথিত গণকমিশন বা ঘাদানিক ১১৬ জন আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে শ্বেতসন্ত্রাস শুরু করেছে। এতে পরস্পরবিরোধী আলেম-ওলামারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। বিশেষ করে অগ্রসরমান দল চরমোনাই পীর সাহেবের ইসলামী আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আশা করা যায়, সব ইসলামী দলের সমন্বয়ে একটি জোট বা প্লাটফর্ম আত্মপ্রকাশ করবে। আল্টিমেটলি এটি বৃহত্তর ও জাতীয়তাবাদী শক্তির জন্য সহায়ক হবে। ওই দ্বিবিধ রাজনৈতিক সমীকরণের বাইরে রয়েছে একটি তৃতীয় শক্তি। এই তৃতীয় শক্তি হচ্ছে জাতীয় পার্টি। বর্তমান জাতীয় সংসদে তারা বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে। সংসদীয় বিতর্ক লক্ষ করলে বোঝা যায়, তারা অতীতের 'রাজকীয় বিরোধী দল' ভূমিকা নাকচ করে 'প্রকৃত' বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে চাচ্ছে। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের বর্তমান কর্তৃত্ববাদী সরকারের সমালোচনা করছেন। জাতীয় পার্টির অঞ্চলভিত্তিক প্রাধান্য রয়েছে। জিএম কাদেরের মতো প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব রয়েছে। কিন্তু এর নেতৃত্বের সঙ্কটও রয়েছে। রওশন এরশাদ ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির ভক্ত। এরশাদের এককালের পরিত্যক্তা স্ত্রী বিদিশা এরশাদ আরেকটি জাতীয় পার্টি খুলে বসেছেন। জিএম কাদেরের জন্য এগুলো বিব্রতকর। আগামী নির্বাচনকেন্দ্রিক সমীকরণ যদি গণআন্দোলনের দিকে ধাবমান হয় তাহলে আশা করা যায়, জিএম কাদের জনগণের সাথেই থাকবেন। সে ক্ষেত্রে সরকারি সমীকরণ অগ্রাহ্য করে তিনি বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এর বিপরীতে রওশন এরশাদ স্বাভাবিকভাবেই তাদের পুরনো মিত্র আওয়ামী লীগের দিকেই যাবেন। আর বিদিশা এরশাদ সরকারের ইঙ্গিতেই কলকাঠি নাড়ছেন বলে গুজব ছড়িয়েছে।

শুরু হয় সামরিক শাসন। নতুন রাজনীতি। নতুন সমীকরণ। জিয়াউর রহমান জাতীয় ঐক্যের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮১ সালে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বন্দুকের মুখে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটালেও 'জিয়াউর রহমান অনুসৃত আদর্শ' বহাল রাখেন ক্ষমতার স্বার্থে। ১৯৯১ সালে এ দেশের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের আদর্শ জয়লাভ করে।

আগামী নির্বাচন কেমন হবে, কিভাবে হবে এবং আদৌ হবে কি না! এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। সরকার নির্বাচন করতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে যদি তাদের ভরাডুবির আশঙ্কা তীব্রতর হয়ে উঠে তাহলে নির্বাচন হয়তো আদৌ হবে না। বিরোধী দলগুলো নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে নির্বাচনকালীন সরকার চাইছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে নামেই ডাকা হোক নির্বাচনের নিয়ামকে পরিণত হয়েছে এটা। আরেকটি প্রস্তাব এসেছে ডাক্তার জাফরুল্লাহর তরফ থেকে। জাতীয় সরকার নামে তিনি একটি বিশেষ সরকারের প্রস্তাব পেশ করেছেন। এই সরকার একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, সংস্কার ও কর্মসূচি নিয়ে সুনির্দিষ্ট সময় দেশ শাসন করবে। তিনি বেশ কিছু নামও প্রকাশ করেছেন। ডাক্তার জাফরুল্লাহর এই প্রস্তাব মহৎ কিন্তু অবাস্তব। যাই হোক, যেকোনো ব্যবস্থায় হোক রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। অপর দিকে, বিএনপি চেয়ারপারসন নির্বাচনের আগেই নির্বাচনকালীন সরকার এবং নির্বাচন পরবর্তীকালীন জাতীয় সরকারের প্রস্তাব দিয়েছেন। এই প্রস্তাবটি বাস্তব পরিকল্পনাসম্মত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনে হয়েছে। সব রাজনৈতিক দল যদি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সরকারের পতন নিশ্চিত করে তুলতে পারে তাহলেই জাতীয় লক্ষ্য অর্জিত হবে।

আগামী জাতীয় নির্বাচন ২০২৩ গোটা জাতির জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচন। এই নির্বাচনেই নির্ধারিত হবে গোটা জাতি গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করবে না বাকশাল স্বৈরতন্ত্রের দিকে ধাবিত হবে। সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমীকরণের ওপর এর ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং ইসলামী শক্তির কমবেশি ঐক্য সংহতি সহজ ও সম্ভব। কিন্তু এ সবই অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত থেকে যাবে এতে জাতীয় পার্টির মতো তৃতীয় শক্তির সংযোজনে। অতীতে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সংবেদনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতাসীন সরকার এবং তার পার্শ্বশক্তি সফলতা অর্জন করেছে। একই রণকৌশল অবলম্বন করে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধের মানুষ জাতীয় পার্টিকে তাদের সাথী করে নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে জিএম কাদের বা জাতীয় পার্টির অপরাপর নেতৃত্বকে যথার্থ সম্মান দিতে হবে। জাতির সঙ্কটময় মুহূর্তে জাতীয় নেতৃত্ব যদি সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারে, তাহলে তা হবে দুর্ভাগ্যজনক। প্রয়োজনে বিএনপি জাতীয় সরকারের রূপরেখা আরো স্পষ্ট করে ঘোষণা করতে পারে। প্রয়োজনে সমঝোতা ও প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা গঠিত হতে পারে। যারা এখনো সংশয় ও সন্দিহানে রয়েছেন তারা মন্ত্রিসভা গঠন দ্বারা যেন সাহসী ও বিশ্বস্ত হতে পারেন সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, গোটা জাতি একটি সঙ্কটকালীন সময় অতিক্রম করছে। প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোটকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, ক্ষমতার জন্য এই লড়াই নয়। মানুষ চায় গুণগত পরিবর্তন। এক ধরনের সন্ত্রাসী, লুটপাটকারী ও দুর্নীতিবাজদের তাড়িয়ে অন্য ধরনের সন্ত্রাসী, লুটপাটকারী ও দুর্নীতিবাজদের ক্ষমতায় বসাতে চায় না এ দেশের মানুষ। যদি সুশাসন নিশ্চিত হয়, যদি গণতন্ত্র গণতন্ত্রের অর্থেই কায়েম হয়, তাহলে মানুষ রক্তের বিনিময়ে হলেও তা অর্জন করবে। রাজনৈতিক শক্তির সমীকরণ যেন সেই অভীষ্ট লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে ঘন ঘন সন্ত্রাসী হামলার কারণ কি?

(১৯ পাতার পর)

নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কথা বলেছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রভাবশালী সিনেটর টেড ক্রোজ। তিনি বলেছেন, টেক্সাসের স্কুলে গুলির ঘটনা ভয়ংকর। কিন্তু আইন সংস্কার করে এ ধরনের ঘটনা এড়ানো সম্ভব নয়। এরই মধ্যে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাব করেন প্রত্যেক শিক্ষকের সাথে অস্ত্র রাখতে হবে। বাহবা, কি অদ্ভুত সমাধান? সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার শাসনামলে কংগ্রেসে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল এনেও রিপাবলিকানদের বাধার মুখে তা ব্যর্থ হয়। এবারও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল আনতে প্রস্তাব করেন কিন্তু রিপাবলিকানরা তা মানতে নারাজ। তাদের যুক্তি সংবিধানে নাগরিকদের অস্ত্র রাখার অধিকার নিশ্চিত করা আছে, নাগরিকদের নিরাপত্তা নাগরিকরাই করবে। অর্থাৎ বত্রিশ কোটি নাগরিকের মধ্যে একত্রিশ কোটি নাগরিকের বৈধ্য অস্ত্র আছে, তারাই নাগরিকের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। কি অদ্ভুত যুক্তি?

গত সপ্তাহে স্থানীয় সাপ্তাহিক " দ্য ব্রঙ্কস" পত্রিকায় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. কেলী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শিক্ষকদেও হাতে কলমের পরিবর্তে বন্দুক তুলে দেওয়ার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের হাতের কলমকে কিভাবে আরও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বা সমস্যার মূলে কাজে লাগানো যায় সেই দিকে মনোযোগ না দিয়ে সাথে অস্ত্র রাখা কোন গ্রহণযোগ্য সমাধান নয়।

তিনি আরও বলেন, এদেশে প্রাথমিক, জুনিয়র বা মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার সাথে প্রতিবন্ধী বা মানসিক বিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য পৃথক বিশেষ শিক্ষা (Special Education) এর ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার আরও উন্নতির পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের পারিবারিক শিক্ষা ও পারিবারিকবন্ধনের উপর জোর দেন। এদেশের পরিবারগুলো দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা নেই। অনেক পরিবারের সদস্যই জানে না কে পিতা বা কে মাতা। হয়তো দেখা গেছে মাকে ছেড়ে পিতা চলে গেছে বা পিতাকে ছেড়ে মা বয়ফ্রেন্ড ধওে চলে গেছে নিজের সুখের আশায়। সন্তানদেও দিকে ফিরেও তাকায়নি। অনেক ক্ষেত্রে খোজখবরও নেননি। এসকল ছেলেমেয়েরা পিতার কাছে অথবা মায়ের কাছে কিংবা স্টেপ মাদার বা ফাদার অথবা ডে-কেয়ারের তত্ত্বাবধানে বড় হয়।

বড় হয়ে হয়তো একদিন জানতে পারে কে বাবা, কে মা, তারা কোথায় থাকে? তার পর নাদিষ্ট ফাদার ডে কিংবা মাদার ডে-তে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মান জানিয়েই শেষ। আবার অনেক ছেলে মেয়ে তাদের পিতৃ-মাতৃ পরিচয় কোণ দিনই জানতে পারেনি। অবহেলা-অনাদরে বেড়ে উঠা এ সকল শিশুকিশোরের মাঝে অন্যের প্রতি স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসার পরিবর্তে স্বার্থপড়তা, উগ্রতা, হিংস্রতা স্থান পাবে এটাই স্বাভাবিক। তাছড়া বর্তমান শিশুকিশোর সমাজের এক বিরাট অংশ কাল্পনিক ভিডিও গেমস, মোবাইল, ইন্টারনেট, পূর্ণগ্রাফি, ফেসবুক তাদের মনোজগৎ দখল করে নিচ্ছে। তাদের প্রভাবিত করছে। ভিডিও গেমসে গ্রুপ বানিয়ে মারামারি করছে। হার জিত নিয়ে উত্তেজিত হচ্ছে। কম্পিউটার নেট নিয়ে সারা দিন ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ফলে তাদের মধ্যে সহনশিলতা একেবারেই কমে যাচ্ছে। অল্প বয়সেই তারা হিংস হয়ে উঠছে। পিতামাতার অগোচরে বা তাদের দুর্বলতার সুযোগে অনেক সন্তান মাদক, হিরোইন, সেবনে অভ্যস্ত হয়ে অপরাধ কর্মে জড়িয়ে পড়ছে।

পাশাপাশি, টিভি চ্যানেলের সিরিয়ালগুলোতে হিংসতা, সন্ত্রাসবাদ ও আধিপত্যবাদ দেখানো হচ্ছে। সেখানে মানুষকে তুচ্ছ কারণে হত্যা করা দেখানো হচ্ছে সেই সব সিরিয়ালগুলোতে। যেহেতু শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হয়, সেহেতু এই সব সিরিয়াল দেখে শিশুকিশোররা এডভেঞ্চার অনুভব করে। তারা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠে। হয়ে উঠে আত্মকেন্দ্রিক, উচ্চভিলাষ, বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিহীন। তারা নীতি নৈতিকতাকে পুরনো বলে মনে করে। বড়রা বিত্ত বাড়াতে বেপরোয়া জীবনযাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ছে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক গুলিতে আসক্ত ও প্রীতি উঠে যাচ্ছে। কোথাও স্বস্থি নেই, জীবনে, পরিবারে, ঐতিহ্যে, উত্তরাধিকার, মূল্যবোধ ইত্যাদির। এই সকল বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতা বা অভিবাবকদের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ছে। তাই, শিশুকিশোর, যুবকরা জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধ কান্ডে। সুতরাং, প্রেসিডেন্টের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে রাশ টানা বা শিক্ষকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া মানব অঙ্গে ক্ষত বা ফোঁড়ার স্থানে মলম লাগানোর মতই সামিল। মলম উপর থেকে ঘষলেও ভিতরের ঘা থেকেই যায়। প্রেসিডেন্টের পদক্ষেপে হয়তো সন্ত্রাস প্রতিরোধে বাইর থেকে কিছুটা সাফল্য পাওয়া গেলেও আমেরিকান সমাজের ভিতরের ঘাতিনী কিভাবে সারাবেন?

নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

মুহাম্মদ সা: তাঁর সৃষ্টিকর্তার দ্বারাই প্রশংসিত



জাফর আহ্‌মাদ

কে হে তুমি নিশাব্ধ নির্বোধ ক্ষুদ্রাশয়
কটুক্তি করিস সৃষ্টির সেরা
সাহস তো তোর বড় অতিশয় ।
তিনি তিমিরপুঞ্জের তিমিরনাশক
নিশ্চল নিস্পন্দ পৃথিবীর উদ্ভাসক ।
তিনি রাহমাতুল লিল আলামীন
বিশ্ব চরাচরে তিনি বিশ্বজনীন ।
অবয়বে তিনি অনিন্দ্যকান্তি
নয়নমণি তিনি নয়নে প্রশান্তি ।
তিনি বহুনন্দিত সংশোধক
নিপীড়িত বঞ্চিতের নিবর্তক ।
তিনি বহু প্রশংসিত আহমাদ
সর্বশক্তিমান কহেন নহেন তিনি উন্মাদ ।
পঙ্কিলতাশূন্য তাঁর মন ও মনন
চর্চিত চরিত উচ্চ শিখরে যিনি মহাসীন ।

আহমাদ শব্দের অর্থ 'অধিক প্রশংশিত' । আরবী রূপান্তর প্রক্রিয়ায় এটি 'ইসমে তাফযীল' এর শব্দ । যাকে ইংলিশে সুপারলেটিভ ডিগ্রি বলা হয় । অর্থাৎ অধিক প্রশংসিত । আরো সম্মানের বিষয় হলো, 'মুহাম্মাদ' তাঁর পরিবারের হলেও 'আহমাদ' নামটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দেয়া অত্যন্ত সম্মানসূচক একটি নাম । আল্লাহ বলেন," আর স্মরণ করো, ঈসা ইবনে মারয়ামের সেই কথা যা তিনি বলেছিলেন, হে বনী ইসরাইল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল । আমি সেই তাওরাতের সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা আমার পূর্বে এসেছে এবং একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যা নাম 'আহমাদ' ।"(সুরা সফ:৬) নবী সা: বলেন "আমার নাম মুহাম্মাদ, আমার নাম আহমাদ, আমার নাম মাহী, যার উসিলায় কুফর, শিরক নিশ্চিহ্ন হচ্ছে । আমার নাম হাশির, আমার নাম আকিব । (মুসলিম)

ক্লান্ত পাখিরা দিন শেষে ফিরে আসে আপন নীড়ে, নদীর পানি কল কল রবে বয়ে যায় সমুদ্রের পানে, দিন ঢুকে পড়ে রাতের অন্ধকারে, রাত দূরীভূত হয় দিনের আলোয়- এভাবে সকলেই ফিরে যায় ফিরে আসে তার আসল ঠিকানায় । পৃথিবীও ঘুরে ফিরে বার বার আশ্রয় নেয় মহান এক চরিতের কাছে, তিনি হলেন মানবতার মহান বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তিনি খুলুকে আজিম বা বিশাল চরিত্রের অধিকারী মুহাম্মদ (সা:) । তিনিই মানুষের আসল ঠিকানা । সুতরাং তাকে ফিরে আসতেই হবে । কারণ এ যে এক মহান চরিত । অন্য কোথায়ও এমন চরিত পাবেন না । পেলেও পেতে পারেন তবে তা একান্তই আংশিক বা অপূর্ণাঙ্গ ।

মুহাম্মদ সা: সমগ্র মানব জাতির নবী । আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর (হে নবী) আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদাদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে পাঠিয়েছি কিন্তু বেশীর ভাগ লোক জানে না ।" (সুরা সাবা:২৮) অর্থাৎ কেবল এ শহর, এ দেশ বা এ যুগের লোকদের জন্য নয় বরং সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য তোমাকে চিরন্তন নবী হিসেবে পাঠান হয়েছে । এ কথা আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে । "হে নবী! উলে দাও, হে মানবজাতি, আমি হচ্ছি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসুল ।"(সুরা আল আরাফ:১৫৮) "আর হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সমগ্র বিশ্ববাসীর রহমত হিসেবে ।" (সুরা আল আম্বিয়া" ১০৭) নবী নিজেও একই বক্তব্য বলেছেন । "আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা: থেকে বর্ণিত । নবী সা: বলেছেন,"আমাকে ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে । অথচ আমার আগে যে নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাকে তার জাতির কাছে পাঠানো হত ।"(মুসনাদে আহমাদ) আবু মুসা আশআরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "আমাকে সাদা কালো সবার কাছে পাঠান হয়েছে ।" (মুসনাদে আহমাদ) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী (সা:) বলেছেন,"প্রথমে নবীকে বিশেষভাবে তার জাতির কাছে পাঠান হত আর আমাকে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠান হয়েছে ।" (বুখারী ও মুসলিম) যেই নির্বোধ মুর্খ কটুক্তি করেছে মুহাম্মদ (সা:) তারও নবী. তার জাতিরও নবী এবং সমগ্র মানব জাতির নবী । কেউ মানুক আর নাই মানুক তিনি মানব জাতির নবী ।

"ওয়া ইন্নাকা লা'আলা খুলুকিন আজিম" অর্থাৎ এবং নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী (সুরা কলম-৪) । বলেছেন স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন যিনি নিজে 'রাব্বিয়াল আজিম' । আয়াতে ব্যবহৃত "আজিম" শব্দটি আল্লাহর গুণবাচক নাম সমুহের একটি । অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এমন মহান বা বিশাল সত্ত্বা যার মহানত্ব ও বিশালতার সীমা পরিসীমা আমাদের কল্পনা, চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনেক বাইরে । অর্থাৎ তিনি সীমা বা আয়ত্বের দূর্বলতা থেকে পবিত্র । এমন কি কেউ তার বড়ত্বের একটা আন্দাজ করেছেন তিনি সেই আন্দাজ-অনুমান থেকেও পবিত্র । রাসুলুল্লাহ (সা:) এর নৈতিক চরিত্রের মহানত্ব প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা 'আজিম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন । এর দ্বারা এই কথাই বুঝানো হয়েছে যে, তাঁর চরিত্রের বিশালতাও সীমাহীন । আমাদের কল্পনা, চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিরও বাইরে ।

'আজিম' শব্দটি সম্পর্কে শুরুতেই বলা হয়েছে যে, এটি এমন বিশালতার প্রকাশ ঘটায় যার সীমা পরিসীমা আমাদের কল্পনা, চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে । যার বিশালতাকে কোন পরিমাপক যন্ত্রও আয়ত্ব করতে পারে না । যার দৈর্ঘ, প্রস্ত ও উচ্চতা আয়ত্ব করা মানুষের সাধ্যের বাইরে । মানুষ গ্রহ-নক্ষত্র, চাঁদ-সুর্য ও সৌরজগত সম্পর্কে আনুমানিক বা মোটামুটি একটি ধারণা আয়ত্ব করতে পারে । বিশাল সৌরজগতে বা বিশাল সৃষ্টি জগতে সুর্য হলো, আল্লাহর একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী সৃষ্টি । আধুনিক আকাশ বিজ্ঞানীরা সুর্য সম্পর্কে সঠিক হোক আর বেঠিক হোক একটি পরিমাপ তারা করতে পেরেছে যে, সুর্য সমগ্র সৌরজগত নিয়ে প্রতি সেকেন্টে ২০ কিলোমিটার গতিতে এগিয়ে চলছে । পৃথিবী থেকে সুর্যের দুরত্ব ১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ মাইল । কিন্তু 'আজিম' এর পরিমাপ করা কোন বিশেষজ্ঞের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয়নি আর হবেও না ।

আহমাদ শব্দের অর্থ 'অধিক প্রশংশিত' । আরবী রূপান্তর প্রক্রিয়ায় এটি 'ইসমে তাফযীল' এর শব্দ । যাকে ইংলিশে সুপারলেটিভ ডিগ্রি বলা হয় । অর্থাৎ অধিক প্রশংসিত । আরো সম্মানের বিষয় হলো, 'মুহাম্মাদ' তাঁর পরিবারের হলেও 'আহমাদ' নামটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দেয়া অত্যন্ত সম্মানসূচক একটি নাম । আল্লাহ বলেন," আর স্মরণ করো, ঈসা ইবনে মারয়ামের সেই কথা যা তিনি বলেছিলেন, হে বনী ইসরাইল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল ।

যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন জীবন্ত কুরআন সেহেতু তাঁর চরিত্রও ছিল মহান । তাঁর চরিত্র বা সুন্নাহ সকল কালের জন্য প্রযোজ্য । তাঁর চরিত্র বা সুন্নাহ কখনো সেকেলে বা পুরাতন হয় না । বরং সকল যুগে সকল কালে রাসুলের চরিত্র ও সুন্নাহ নতুনভাবে কার্যকরী প্রতিষেধক । তাই তাঁর মহান চরিত্র চীর আধুনিক এবং যে কোন যুগ বা কালের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে । আর এটিই 'খুলুকে আজিম' এর প্রধান বৈশিষ্ট্য । অর্থাৎ পৃথিবী যখন যেই সমস্যার সম্মুখীন হবে, রাসুলের (সা:) চরিত্র ও সুন্নাহ তখন কার্যকরী প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করবে । আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল? তাহলে আমি আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করবো যে, আচ্ছা আপনি পৃথিবীর দ্রব্য সামগ্রীর একটা বর্ণনা পেশ করুন তো? আপনি বলবেন, তা কি আদৌ সম্ভব হতে পারে? তখন আমি বলবো, আল কুরআনে দুনিয়ার দ্রব্য সামগ্রীকে মহান আল্লাহ 'কালীলা' বা স্বল্প বা অতিশয় নগন্য বলে আখ্যায়িত করেছেন, অথচ এই স্বল্পের বর্ণনা আপনি দিতে পারছেন না । তাহলে আমি কি করে রাসুলুল্লাহ (সা:) এর চরিত্রের বর্ণনা দিবো যার সম্পর্কে একই কুরআন বলছে "আজিম" মানে বিশাল চরিত্রে অধিকারী । অর্থাৎ তিনি বিশাল বা মহান চরিত্রের অধিকারী । একই কুরআন বলছে, দুনিয়ার সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রীকে "কালীলা" বা যতসামান্য স্বল্প আর রাসুলের চরিত্রকে বলেছে "আজিম" বা মহান । আপনি যদি স্বল্পের উত্তর না দিতে পারেন তবে আমি কি করে আজিম এর উত্তর দিবো?

মানবতার পরম সহৃদ সবুজ গম্বুজের নিবীড় ছায়ায় শুয়ে আছেন । উচ্চাংগের মেধাবী ও বুদ্ধিমান, সাহসী বীর, ধৈর্যশীল, আদর্শে অবিচল, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, উদার ও মহানুভব, দাতা, দায়িত্ব সচেতন, বিনয়ী ও ভাবগম্ভীর এবং প্রিয়ভাষী ও শুদ্ধভাষী চরিত্র মাধুর্য ও আবিলতামুক্ত জীবনধারার আলোক রশ্মি মদীনার সবুজ গম্বুজের চূড়া থেকে অবিরত বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবীর প্রতিটি দেশ, প্রতিটি জনপদকে আলোকিত করে চলেছে । এর সুরভিত পবিত্র ঘ্রান পৃথিবীকে মোহিত করে চলেছে । পৃথিবীর শেষ অবদি এই আবহ চলবে । যেন সতত প্রবাহিত কোন এক নির্ঝর, যার স্বচ্ছ নিরমল পানি সারা পৃথিবীকে সিক্ত করে চলেছে । তাঁরই রূপের মহিমায় প্রকৃতি বার বার নতুন সাজে আবির্ভূত হয়, পৃথিবী ঢেকে যায় সবুজ বন-বনানীতে, ফুলে-ফলে সুশোভিত হয় মন ও মানস ।

সুতরাং কোন সেই নির্বোধ ও মুর্খ তাঁর ব্যঙ্গচিত্র অংকন করলো, কোন সে সংকীর্ণমনা তাঁর প্রতি অপমান ও অসম্মানজনক বাক্য ছুড়ে দিল তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না । ঔ নির্বোধেরা! শোনো, তুমি যাঁর সম্পর্কে কটু বাক্য ছুড়ে দিলে, তিনি তোমাদের সম্পর্কে কি বলে গেছেন, তিনি বলে গেছেন,"জেনে রেখ, কোন মুসলিম যদি অমুসলিম নাগরিকের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন করে,তান কোন অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে,তার কোন জিনিস বা সহায় সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নেয়; তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় আমি তাদের বিপক্ষে অমুসলিমদের পক্ষে অবস্থান করবো ।"(আবু দাউদ)

হে মুর্খ! আরো শোনো. স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জাতিকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন."আর (হে ঈমানদারগণ) এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না । কেননা, এরা শিরক থেকে আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে অজ্ঞাতবশত যেন আল্লাহকে গালি দিয়ে না বসে ।"(সুরা আনআম:১০৮)

যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে ঘন ঘন সন্ত্রাসী হামলার কারণ কি?

প্রদীপ মালাকার

আবারও যুক্তরাষ্ট্রের মাটি সন্ত্রাসী হামলায় রক্তাত্ব হল । এবার গত ১০ মে নিউইয়র্ক ষ্টেটের বাফালোর একটি সুপার মার্কেটে ঢুকে ১৮বছরের এক তরুণ বেলাগাম গুলি চালিয়েছিল । ঘটনায় আহত হন ১৩ জন । যার মধ্যে ১১ জনই কৃষ্ণাঙ্গ । এরমধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে । যে অঞ্চলের সুপারমার্কেটে ওই তরুণ ডুকেছিল, সেই অঞ্চলটি কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত । বোঝাই যায়, ওই তরুণ বর্ণবাদী । হোয়াইট সুপ্রিমেসি মাথায় রেখেই সে ওই কাজ করেছে । পরে তার সোশ্যাল নেটওয়ার্ক পোস্ট থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে । গত বৎসর ফ্লোরিডা রাজ্যে ভা-লবাসা (ভ্যালেন্টাইনডে) দিবসের দিনেও ফ্লোরিডার একটি হাই স্কুলে বহিষ্কৃত এক ছাত্র হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে এবং তাতে অন্তত নিহত হয়েছে ১৭জন, আহত হয়েছে বহুজন । যুক্তরাষ্ট্রেও বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, চার্চে পরিবারে কিংবা উন্মুক্ত স্থানে সন্ত্রাসী হামলা হচ্ছে এবং সন্ত্রাসীরা নির্বিচাওে নিরীহ লোকজনদের মারছে । অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাও আত্নহত্যা করেছে ।

এই লেখা যখন শেষ করি, তখনোও যুক্তরাষ্ট্রেও টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুলি করে অন্তত ১৯ শিক্ষার্থী ও দুই শিক্ষকসহ ২১ জনকে হত্যা করেছেন ১৮ বছরের এক বন্দুকধারী । গত ১৭ মে লাতিনো অধ্যুষিত ছোট শহর ইউভালাদের রব এলিমেনটারি স্কুলে নির্বিচারে এ মানুষ হত্যা গত এক দশকের মধ্যে বিদ্যালয়ে বন্দুক হামলার ঘটনাগুলোর মধ্যে এটিই ছিল সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী । কিন্তু এই সন্ত্রাসী হামলা কারা করছে? কেনইবা করছে? এই আলোচনায় যাওয়ার আগে পৃথিবীর সব দেশে সব সমাজে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাসী ঘটনা কমবেশী আছে । ইউরোপ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা লোকজনের মিশ্র সংস্কৃতির এই আমেরিকান সমাজেও চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি আছে, আছে সাদা-কালোর বর্ণবাদী দাঙ্গা বা সন্ত্রাস কিন্তু তার উপরও আছে ৯/১১-এর মত জঙ্গিবাদীদের হামলা বা সন্ত্রাস । কিন্তু যে সন্ত্রাস অন্য সকল সন্ত্রাসকে ছাপিয়ে হাতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে আমেরিকান সমাজকে কোঁকরে খাচ্ছেকিংবা অন্তসার শূন্য সমাজের অবয়বটা ।

গত ২০ বৎসর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলোয় বড় ধরণের গুলিবর্ষণের ঘটনাগুলো নিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স গত বৎসরের জানুয়ারীতে একটি প্রতিবেদন করেছে । ওই প্রতিবেদন থেকে গত পাঁচ বছরের ঘটনাগুলো তুলে ধরা হলো । গত বৎসর যুক্তরাষ্ট্রেও সেন্ট্রাল মিশিগান ইউ-নিভার্সিটির এক ছাত্রাবাসে ১৯ বছরের এক বন্দুকধারী গুলিতে দুই ছাত্র নিহত হয় । ২৩ জানুয়ারী, ২০১৮; বেনটনের মার্শাল কাউন্টি হাইস্কুলে ১৫ বছর বয়সী এক ছাত্র পিস্তল দিয়ে গুলি করে তার দুই সহপাঠীকে হত্যা করে । ৭ ডিসেম্বর, ২০১৭; নিউ মেক্সিকোর অ্যাজটেকে এক যুবক স্কুল ছাত্রের ছদ্মবেশে ডুকে দুই শিক্ষার্থীকে হত্যা করে । পরে নিজেও আত্মহত্যা করে । ১ অক্টোবর ২০১৫; অরেগনের আম্পকুয়া কমিউনিটি কলেজের ক্যাম্পাসে পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার আগে এক ব্যক্তি গুলি করে ৯ জনকে হত্যা করে । ২৪ অক্টোবর, ২০১৪; ওয়াশিংটনের ম্যারিসভিল, পিলচাক হাইস্কুলের ক্যাফেটেরিয়ায় এক নবীন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করার আগে গুলি চালিয়ে চারজনকে গুরুতর আহত করে ।

৭ জুন, ২০১৩; ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তামনিকায় এক শিক্ষার্থী বাবা ও ভাইকে গুলি করে আহত করার পর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয় । এরপর সান্তা মণিকা কলেজে গিয়ে তিনজনকে হত্যা করে । পরে নিজেও আত্মহত্যা করে । ১৪ ডিসেম্বর, ২০১২; কানেকটিকায় এক ব্যক্তি মায়ের ওপর গুলি চালানোর পর আত্মহত্যার আগে সান্দ্রিহুক এলিমেনটারি স্কুলে ঢুকে ২০ টি শিশু সহ ২৬ জনকে গুলি করে হত্যা করে । ২ এপ্রিল ২০১২; ক্যালিফোর্নিয়ায় সাবেক এক নার্সিং শিক্ষার্থী ওইকস বিশ্ববিদ্যালয়ের কোরিয়ান খ্রিস্টান কলেজে ৭ জনকে হত্যা ও তিন জনকে জখম করে সন্ত্রাস করে? সন্ত্রাসের শুরুটা হয় অসহিষ্ণুতা, হীনমন্যতা, ভারসাম্যহীন প্রেরনা,অসুস্থ বা বিকৃত মানসিক চিন্তা এবং নষ্ট ইলুশনের মধ্যদিয়ে । এই নষ্ট বা বিকৃত মাইন্ডসেট উদ্ভূত চিন্তা-চেতনা সন্ত্রাসীর মনোজগতে এমন ক্রোধ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ইচ্ছা সৃষ্টি করে যা তা কেটে নিয়ে নেয় হত্যা ও ধ্বংস যজ্ঞের মধ্যে । পৃথিবীতে কোন মানব সন্তানই সন্ত্রাসী হয়ে জন্মায়নি । সমাজ ও মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, সন্ত্রাসের কারন সমাজের অভ্যন্তরে গভীর ভারসাম্যহীনতা ও বিত্তের বৈষম্য, আপন সত্ত্বার সংগে নিজের এবং নিজের সংগে পরিবারের ও সমাজের অমোচনীয় দ্বন্দ্ব, প্রত্যক্ষ সামাজিক যোগাযোগের অভাব, পারিবারিক তথা সামাজিক integration এ ব্যর্থতা, আত্মপরিচয়ের সংকট এবং পরিবার ও সামাজিক বৈষম্য ইত্যাদি । পাঠক, উপরিউল্লেখিত হত্যাকান্ডগুলোর বেশীরভাগ পুলিশ ও কাউন্টি শেরিফ প্রদত্ত রিপোর্টে থেকে জানা যায়, হত্যাকারী অবহেলা, অনাদরে বেড়ে উঠা, পারিবারিক অশান্তি এবং সেই সাথে দীর্ঘদিন যাবত মানসিক বিকারগ্রস্থ ছিল । পুলিশ সন্ত্রাসীর চাওয়া-পাওয়ার সাথে সুলভে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করে ।

গত ১৭ মে টেক্সাসের এলিমেনটারি স্কুলের হত্যাকান্ড নিয়ে সারা দেশ শোকে মুয্যমান । চলছে গান কন্ট্রোল নিয়ে আলোচনা- সমালোচনা । যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীতে নাগরিকদের অস্ত্র রাখার অধিকার নিশ্চিত করা আছে । এ অধিকার নিয়ে আমেরিকান সমাজ রাজনীতি ব্যাপকভাবে বিভক্ত । ১৭ মে'র গুলির ঘটনার পর সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আগ্নেয়াস্ত্র সহিংসতা বন্ধ করতে না পারার জন্য বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টিও দিকে আগুল তুলেছেন । ওবামা বলেছেন, এমন গুলির ঘটনা বন্ধের পদক্ষেপ নিতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র একটি জায়গায় গিয়ে থমকে আছে । এটা ভয় থেকে নয়, একটি রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি একদল লবিষ্টের কারণে এমনটা হচ্ছে । এমন বিয়োগান্তক ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেজন্য পদক্ষেপ নিতে চায় না তারা । যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়নে কংগ্রেসের প্রতি বার বার আহবান জানিয়ে আসছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন । কিন্তু রিপাবলিকান পার্টি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে । গত ২০ মে আগ্নেয়াস্ত্র **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

গত ১৭ মে টেক্সাসের এলিমেনটরি স্কুলের হত্যাকান্ড নিয়ে সারা দেশ শোকে মুয্যমান । চলছে গান কন্ট্রোল নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা । যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীতে নাগরিকদের অস্ত্র রাখার অধিকার নিশ্চিত করা আছে । এ অধিকার নিয়ে আমেরিকান সমাজ রাজনীতি ব্যাপকভাবে বিভক্ত । ১৭ মে'র গুলির ঘটনার পর সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আগ্নেয়াস্ত্র সহিংসতা বন্ধ করতে না পারার জন্য বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টিও দিকে আগুল তুলেছেন ।



শারীরিক অবস্থার অবনতি, সিসিইউতে খালেদা জিয়া

(প্রথম পাতার পর)

(সিসিইউ)তে নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (১০ জুন) দিবাগত রাত ২টা ৫০ মিনিটে চেয়ারপারসনের প্রেস উইংয়ের সদস্য শামসুদ্দিন দিদার গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সরকারের নির্বাহী আদেশে কারাগারের বাইরে থাকা খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা ফিরোজায় অবস্থান করছিলেন।

জনাব শামসুদ্দিন দিদার গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, রাত ৩টা ১২ মিনিটে হাসপাতালে পৌঁছেছেন খালেদা জিয়া। তার সঙ্গে আছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন।

২০২১ সালে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তার 'পরিপাকতন্ত্রে' রক্ষক্ষরণ এবং লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানান চিকিৎসকরা। খালেদা জিয়া বহু বছর ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন। এর আগে গত ৬ এপ্রিল রাজধানীর বেসরকারি হাসপাতাল এভারকেয়ারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে এদিনই গুলশানের বাসায় ফিরেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

গত ১ ফেব্রুয়ারী রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ৮০ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া। গত বছরের ১৩ নভেম্বর অসুস্থ হয়ে পড়লে খালেদা জিয়াকে হাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি করানো হয়। এরপর দীর্ঘদিন সিসিইউতে চিকিৎসাধীন থাকার পর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি তাকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়। এভারকেয়ার হাসপাতালের হৃদ্ রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ডের অধীন চিকিৎসাধীন ছিলেন খালেদা জিয়া।

দুর্নীতির মামলায় দন্ডিত হয়ে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী কারাগারে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর ২০২০ সালের ২৫ মার্চ 'দ্য কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর'-এর ধারা-৪০১ (১)-এর ক্ষমতাবলে সরকারের নির্বাহী আদেশে প্রথমবারের মতো শর্তসাপেক্ষে ছয় মাসের অন্তবর্তীকালীন মুক্তি পান খালেদা জিয়া।

ওই বছরের সেপ্টেম্বরে তার মুক্তির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানো হয়। এরপর দফায় দফায় বাড়ে তার মুক্তির মেয়াদ। সবশেষ গত মার্চ মাসে শর্ত অপরিবর্তিত রেখে আরও এক দফা তার দন্ড স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়।

নিজেকে পিটার দ্য গ্রেটের সঙ্গে তুলনা পুতিনের

(প্রথম পাতার পর)

অঞ্চলকে সুইডেন বলে মনে করা হতো। পিটারের গুণগান করতে গিয়ে এক সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, তিনিও পিটারের মতোই দেশের জমি পুনর্দখলের কাজে নেমেছেন। পিটার দ্য গ্রেট পরবর্তীকালে নিজের নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ রাখেন। তার নামেই নামকরণ হয়েছে পুটিনের জন্মস্থান সেন্টপিটার্সবার্গ।

পুতিনের এই বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে সরব হয়েছে ইউক্রেন। তাদের বক্তব্য, এ কথা বলে পুতিন দখল করা অঞ্চলকে বৈধতা দিতে চাইছেন। কিন্তু বিশ্ব কূটনীতি তা মানতে পারে না। কূটনীতিকদের ঠিক করে নিতে হবে, কোথায় তারা সীমান্ত চিহ্নিত করবেন। রাশিয়ার দাবি এভাবে মুখ বুজে মেনে নেওয়া ঠিক হবে না।

বার্নিকাট এখন মার্কিন ফরেন সার্ভিসের ডিজি

(প্রথম পাতার পর)

রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রিন্সিপাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এবং গত বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জ্বালানি ও পরিবেশবিষয়ক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের মহাসাগর, আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলেন।

সংসদে ঋণনির্ভর বাজেট

(প্রথম পাতার পর)

নানামুখী পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারি ব্যয় সংকোচন, চাহিদার প্রবৃদ্ধি হ্রাসের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের মূল কৌশল হবে বিদ্যমান চাহিদার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরবরাহ বাড়ানো। প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশে ধরে রাখার লক্ষ্য ধরা হয়েছে। যদিও বিদ্যমান



মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তুলনা করে অর্থনীতিবিদরা বলছেন মূল্যস্ফীতির এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সরকারকে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। ব্যাপক মূল্যস্ফীতির কারণে জনজীবন চাপে পড়লেও করমুক্ত আয়সীমা আগের মতো তিন লাখ টাকাই রাখা হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে চাপে থাকা সাধারণ মানুষের জন্য বাজেটে বড় কোনো সুখবর নেই। বরং অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সারের দাম ধাপে ধাপে বাড়ানোর কথা বলেছেন। এসব সেবা ও পণ্যে মূল্যবৃদ্ধি হলে নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষ নতুন করে চাপে পড়বে। এছাড়া মূল্যবৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষ যে অসহনীয় পরিস্থিতিতে রয়েছে তা থেকে উত্তরণেও তেমন কোনো নির্দেশনা নেই প্রস্তাবিত বাজেটে। চাহিদার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থমন্ত্রী যে কথা বলেছেন এটি বাস্তবসম্মত নয় বলে মনে করা হচ্ছে। বাজেট ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যে রেকর্ড পরিমাণ ঋণ নেয়ার কথা বলা হয়েছে এতে বেসরকারি খাতের ওপর চাপ বাড়বে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন।

নানা চ্যালেঞ্জের বাজেটে অর্থমন্ত্রী সব কর্মজীবীকে অবশ্য আশার বাণী শুনিয়েছেন। বাজেটে সার্বজনীন পেনশন সুবিধা চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ কর দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনার সুযোগ দেয়ার কথাও বলা হয়েছে বাজেট প্রস্তাবে। যদিও এই অর্থের বিষয়ে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে দ্বিমত করেছেন অর্থনীতিবিদরা। অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশের পর সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, যে লক্ষ্যে বাজেটে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছে সেগুলো অপরিপূর্ণ। বাজেটে অন্তত ৭টি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলেও মনে করে সংস্থাটি।

বৃহস্পতিবার উপস্থাপিত বাজেট বাংলাদেশের ৫১তম এবং অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম মুস্তফা কামালের চতুর্থ বাজেট। নতুন অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট বিদায়ী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের (৫ লাখ ৯৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা) চেয়ে ১৪.২৪ শতাংশ বেশি। টাকার ওই অংক বাংলাদেশের মোট জিডিপি'র ১৫.২৩ শতাংশের সমান। বিদায়ী অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটের ১২ শতাংশ বেশি এবং জিডিপি'র ১৭.৪ শতাংশের সমান।

বৃহস্পতিবার বিকালে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদে প্রায় দুই ঘণ্টা সময়ে উপস্থাপিত বাজেটের বিভিন্ন দিক ভিজ্যুয়ালি উপস্থাপন করা হয়। এর আগে সংসদ ভবনে মন্ত্রিসভার বিশেষ সভায় বাজেট অনুমোদনের পর ওই প্রস্তাবে সই করেন প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদ।

অর্থমন্ত্রী পৌনে সাত লাখ কোটি টাকার যে বাজেট প্রস্তাব করেছেন তার ১৫.৭ শতাংশ যোগাড় করতে হবে ব্যাংক ঋণ থেকে। বাজেটের ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব খাত থেকে যোগান দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। চলতি বাজেটের চেয়ে রাজস্ব খাতে বাড়তি ১২ শতাংশের মতো আয় করতে হবে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় এই আয় বাড়ানোকে বড় চ্যালেঞ্জ মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতি থাকবে ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকার বেশি, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এই ঘাটতি মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তুলনায় ৫.৫ শতাংশ। করোনা মহামারির আগে প্রায় এক যুগ এই ঘাটতির পরিমাণ জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে ছিল। মহামারি শুরুর পর থেকে বাড়তি টাকা যোগানোর চাপে গত দুই বছরের বাজেটে ঘাটতি জিডিপি'র ৬ শতাংশ ছাড়ায়। প্রস্তাবিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাতের মধ্যে ব্যাংকিং খাত থেকে রেকর্ড ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার লক্ষ্য ধরা হয়েছে। যা মোট ব্যয়ের ১৫.৭ শতাংশ। এ ছাড়া সঞ্চয়পত্র থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত থেকে আরও ৫ হাজার কোটি টাকা নেয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বাজেটে সম্ভাব্য বৈদেশিক অনুদান পাওয়ার পরিমাণ ধরা হয়েছে সোয়া ৩ হাজার কোটি টাকা। এবার দেশি-বিদেশি ঋণের জন্য ৮০ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকা খরচ হবে বলে বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে। যা মোট অনুন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ২০ শতাংশ।

বাজেটে অর্থায়নের উৎস হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর থেকে ৫৪.৬ শতাংশ, অভ্যন্তরীণ ঋণ থেকে ২১.৬ শতাংশ, বৈদেশিক ঋণ থেকে ১৪.১ শতাংশ, কর ব্যতিত প্রাপ্তি থেকে ৬.৬ শতাংশ আহরণের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর থেকে ৩৮.২ শতাংশ, আয়কর থেকে ৩২.৭ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক থেকে ১৫.৮ শতাংশ, আমদানি শুল্ক থেকে ১১.৯ শতাংশ আয় করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বাজেটে।

নতুন অর্থবছরের বাজেটে বেশ কিছু পণ্য ও সেবার ওপর কর ও শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। কমানো হয়েছে কিছু পণ্যের। এর মধ্যে মুড়ি, চিনি আর গমের মতো খাদ্যপণ্যের উপর থেকে কর ও শুল্ক কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের পরীক্ষা ও সুরক্ষা সরঞ্জামের ওপর থেকে তুলে নেয়া হয়েছে শুল্ক কর মওকুফের সুবিধা। তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে মোবাইল ফোনের ব্যাটারি, চার্জার ও ইন্টারেকটিভ ডিসপ্লে-এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। তাই এসব পণ্যের দাম কমতে পারে। রডের ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রতি মে. টন ৫০০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাই রডের দাম কিছুটা কমতে পারে। পরিবেশবাদীদের আপত্তি থাকলেও এবার বাজেটে পলিথিন ও প্লাস্টিক ব্যাগ, মোড়ক সামগ্রীর ওপর বিদ্যমান ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। এতে পলিথিন ও প্লাস্টিক ব্যাগের দাম কমতে পারে। নিবন্ধিত হাঁস-মুরগির খামারের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির আগাম কর অব্যাহতির প্রস্তাব করা হয়েছে। গোখাদ্যের উৎপাদন ব্যয় কমাতে সুগারকেইন মোলাসেস'র ওপর আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে এই শিল্পের সুবিধা হতে পারে।

প্রস্তাবিত বাজেটে মোবাইল টেলিফোন সেটের ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিদ্যমান ৫ শতাংশ মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। এতে এই পণ্যের দাম বাড়বে। কোভিড-১৯ এর টেস্ট কিট, প্রটেকটিভ গার্মেন্টস, ফেইস শিল্ড, মেডিকেল প্রটেকটিভ গিয়ার, প্রটেকটিভ চশমা এবং মাস্ক এর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। এতে করোনা সুরক্ষা সামগ্রীর দাম বাড়বে। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো ও রাজস্ব আয় বাড়ানোর কথা বলে বাজেটে সিগারেটের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী।

প্রবাসে ৮ লাখ কর্মী পাঠানোর লক্ষ্য

(প্রথম পাতার পর)

৮ লাখ ১০ হাজার বাংলাদেশি কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার এবং ৫ লাখ ২০ হাজার জনকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন, সরকার প্রবাসী ও প্রবাস হতে প্রত্যাগত কর্মীদের কল্যাণে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকির ফলে অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চিত হয়েছে। কর্মী নিয়োগে পেশাভিত্তিক ডাটাবেজ, মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ভিসা যাচাই, অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য পৃথক পোর্টাল, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর কার্যক্রম অটোমেশন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে এ খাতকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। প্রত্যাগত কর্মীদের রিইন্টিগ্রেশন ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে 'বিনিয়োগ ঋণ, প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, অক্ষম প্রবাসী কর্মী দেশে ফেরত আসার পর চিকিৎসা সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাজেট বক্তৃতায় তিনি আরো উলেখ করেন, আগামীদিনে অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সমগ্র দেশ থেকে অধিকহারে অভিবাসনে উত্সাহী করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকাজ আরম্ভ করা হবে। এছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮ লাখ ১০ হাজার বাংলাদেশী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার এবং ৫ লাখ ২০ হাজার জনকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে 'অভ্যুত্থান চেষ্টা'র অভিযোগ

(প্রথম পাতার পর)

সংকটাপন্ন করে তুলেছিল। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ওই হামলা চালিয়েছিলো ট্রাম্প সমর্থকরা। তখন কংগ্রেস সদস্যরা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জয়কে আনুষ্ঠানিক করার প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছিলেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রায় এক বছর তদন্তের পর ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি পরিষদের সিলেক্ট কমিটি কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতেই ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ যারা ছিলেন তাদের সাক্ষাৎকারের ভিডিও ক্লিপ দেখানো হয় সেখানে। কমিটির সামনে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল বিল বার যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে নির্বাচনে কারচুপির যে অভিযোগ ট্রাম্প করেছিলেন, তা ভিত্তিহীন।

সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'আমরা এমন বিশ্বে বাস করতে পারি না যেখানে ক্ষমতায় থাকা প্রশাসন তাদের মতের ভিত্তিতেই ক্ষমতায় থাকবে, যার সমর্থনে কোনো প্রমাণাদি নেই যে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। শুনানিতে ট্রাম্পের কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্পের সাক্ষ্যও দেখানো হয়। সেখানেও তিনিও তার বাবার 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' সম্পর্কে বারের মতামত গ্রহণ করে নেন।

তবে বৃহস্পতিবার এ শুনানি শুরুর আগে ট্রাম্প একে 'রাজনৈতিক ভাঁওতাবাজি' আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সাবেক এই প্রেসিডেন্ট ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও অংশ নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন রাজনৈতিক মহলে। একই সঙ্গে তিনি গত নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অসমর্থিত দাবি করেই যাচ্ছেন।

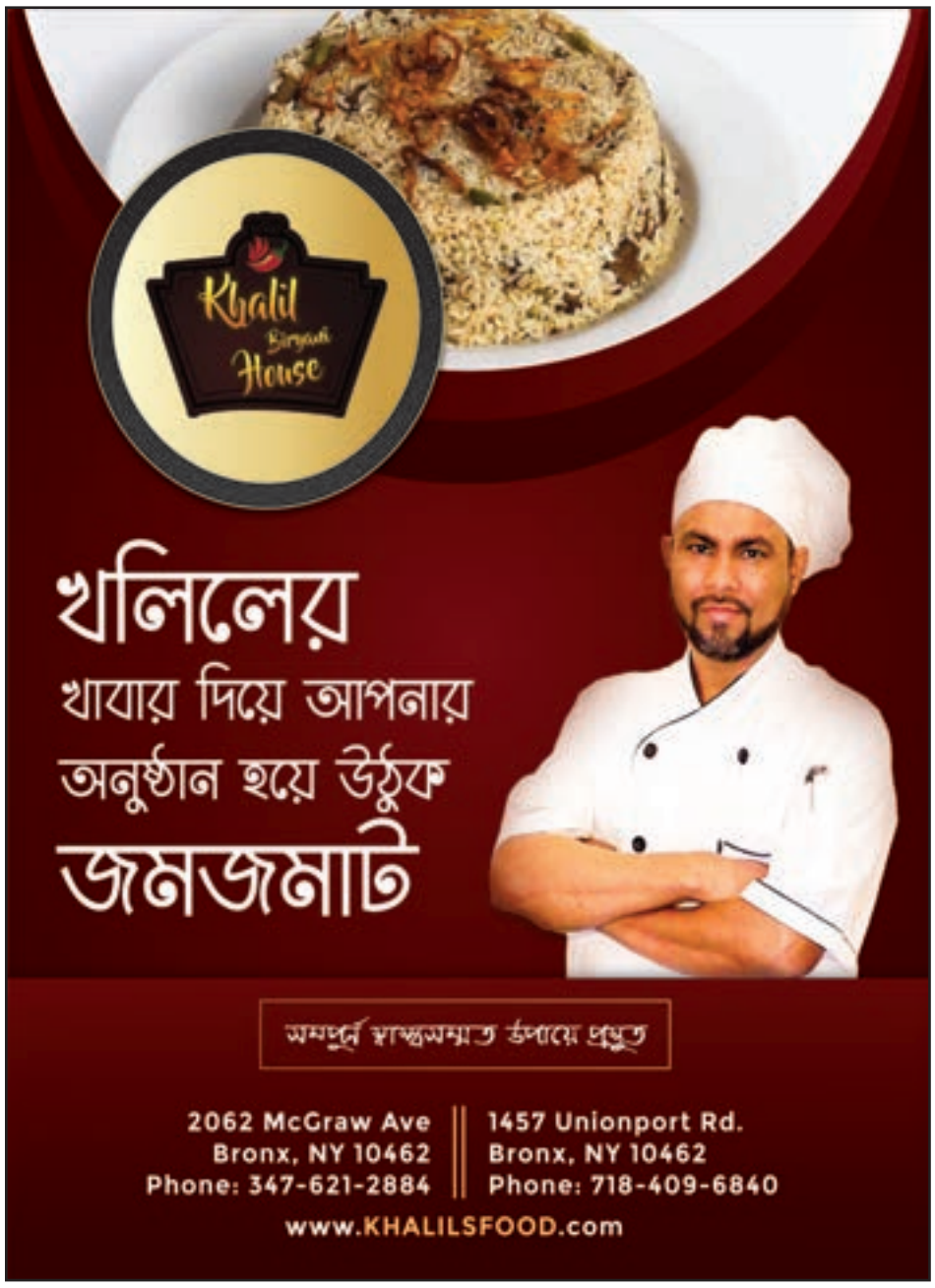
মিসিসিপির আইন প্রণেতা ও কমিটির চেয়ারম্যান থম্পসন শুনানিতে বলেছেন, ৬ জানুয়ারী ছিল একটি অভ্যুত্থানের সর্বোচ্চ চেষ্টা। সরকার উৎখাতের একটি নির্লজ্জ চেষ্টা। সহিংসতা কোনো দুর্ঘটনা ছিল না। এটা ছিল ট্রাম্পের শেষ চেষ্টা।

লিজ চেনি বলেন, যারা ক্যাপিটল হিলে আগ্রাসন চালিয়েছিল ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছিল, তারা ছিলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কর্তৃক অনুপ্রাণিত। তাদেরকে সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন যে নির্বাচনে চুরি হয়েছে এবং তিনিই বৈধ প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হাঙ্গামাকারীদের ডেকেছেন, জমায়েত করেছেন এবং হামলায় আগুনে ঘি ঢেলেছেন।

ওই হামলায় প্রথম আহত হয়েছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা ক্যারোলিন এডওয়ার্ডস। নিজের সাক্ষ্যে তিনি বলেছেন যে, জ্ঞান হারানোর আগেও দাঙ্গাকারীরা তাকে 'বিশ্বাসঘাতক ও কুকুর' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গায় প্রায় একশ পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছিলেন, যার মধ্যে চার জন পরে আত্মহত্যা করেন। রিপাবলিকানরা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এই শুনানিকে প্রত্যাখ্যান করে একে আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গি সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচন থেকে সরানোর চেষ্টা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

জনমত জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে, নভেম্বরের ওই নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেস ও সিনেটে নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। সোমবার শুনানি আবার অনুষ্ঠিত হবে।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


টিকা আমাদের নিকটে নিয়ে আসে
টিকাকরণ আপনাকে COVID-19 এর ফলে অত্যন্ত অসুস্থ্য হওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখে।
টিকা নিন এবং আপনার বুস্টার সম্পর্কে হালনাগাদ থাকুন।
একটি টিকাদান সাইট খুঁজে পেতে, nyc.gov/vaccinefinder এ যান বা 877-829-4692 নম্বরে ফোন করুন।
NYC VACCINE FOR ALL: SAFE, FREE, EASY
NYC Health
Eric L. Adams মেয়র
Ashwin Vasan, MD, PhD কমিশনার

আমেরিকায় স্বপ্ন পূরণ করতে হলে ক্রেডিট লাইন ভাল হতেই হবে।



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

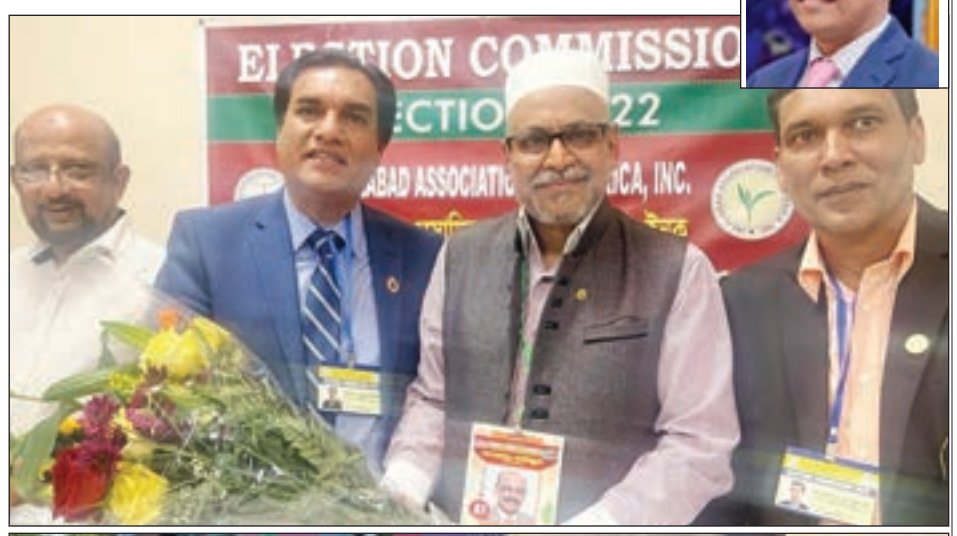


জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন-২০২২

বদরুল-মঈনুল প্যানেল জয়ী























নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর সিলেট বিভাগবাসীদের সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নির্বাচনে 'বদরুল-মঈনুল' প্যানেল জয়ী হয়েছেন। এই প্যানেল থেকে সভাপতি পদে বদরুল হোসেন খান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মঈনুল হোসেন বিজয়ী হয়েছেন। রোববার (৫ জুন) এসোসিয়েশনের দ্বি-বার্ষিক (২০২২-২০২৪) এই নির্বাচনে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গ্রহণ শেষে নির্বাচন কমিশন রোববার রাত পৌনে ১১টার দিকে বেসরকারী ফলাফল ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের ১৯টি পদের মধ্যে ৫টি পদে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বাকী ১৪টি পদে 'বদরুল-মঈনুল' প্যানেলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। খবর ইউএনএ'র।

ইসি সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলো ১১ হাজার ৯২জন। এর মধ্যে আজীবন সদস্য ৪৪৪জন আর ১০ হাজার ৬৪৮জন সাধারণ ভোটার। নির্বাচনে ৩,৭১৫ জন ভোটার তাদেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নিউইয়র্ক ছাড়াও ট্রাইস্টেট রাজ্য মিলে ৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রগুলো ছিলো– কুইন্স সেন্টার (সাউন্ট ভিউ ভবন), ওজনপার্ক কেন্দ্র (দেশী সিনিয়র সেন্টার), ব্রঙ্কস সেন্টার (নিরব রেষ্টুরেন্ট), নিউজার্সী সেন্টার (ফিরিম্যান হল) এবং ফিলাডেলফিয়া সেন্টার (আল-শ্যাম রেষ্টুরেন্ট)।

কুইন্স সেন্টারে চুড়ান্তভাবে ভোট গণনার পর নির্বাচন কমিশের অন্যতম সদস্য মিনহাজ আহমেদ ৫টি কেন্দ্রের ফলাফল পৃথক পৃথকভাবে ঘোষণার পর চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আতাউর রহমান সেলিম। এসময় কমিশনের অন্যান্য সদস্য মোশাররফ হোসেন, সাব্বির হোসেন ও আহমেদ এ হাকিম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম এ আজিজ, সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সকল প্রার্থী, এসোসিয়েশনের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা ও আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিজয়ী বদরুল হোসেন খান ও সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম-কে কমিউনিটি নেতা ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার সহ অনেকেই ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

'বদরুল-মঈনুল' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- বদরুল হোসেন খান, সহ সভাপতি (সিলেট)- মো: লোকমান হোসেন লুকু, সহ সভাপতি (সুনামগঞ্জ)- মোহাম্মদ শাহীন কামালী, সহ সভাপতি (হবিগঞ্জ)- মো: শফি উদ্দিন তালুকদার, সহ সভাপতি মৌলভীবাজার)- বশির খান, সাধারণ সম্পাক- মইনুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক- রোকন হাকিম, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আলীম, সাংগঠনিক সম্পাদক- ইফজাল আহমেদ চৌধুরী, সাহিত্য (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

— মানুষ মানুষের জন্য —
ফিরে দাঁড়াও বাংলাদেশ

দুর্যোগে জয় করোনা
ধরো হাত একসাথে



BANGLA CDPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.

বাঁচতে হলে লড়তে হয়
যে লড়াই বাঁচার লড়াই
সে লড়াইয়ে জিততে হবে

সিলেটের আকস্মিক বণ্যায়
ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে
আমরা দাঁড়িয়েছি,
আপনারাও দাঁড়ান।





ABU ZAFAR MAHMOOD
CEO & President
646-769-0966
ceo@banglacdpap.com



info@banglacdpap.com
888-212-3237 (Toll Free)
www.banglacdpap.com

সিলেটে যোগাযোগ
কবির মিঞা
০১৭১৯৩২৭৬৪০(বিকাশ)
লেইক সিটি
আখালি, সিলেট শহর

Location

Corporate Office
72-26 Broadway, 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237 (Toll Free)

Brooklyn Office
544 Mcdonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-675-0209, 646-769-0966

Jackson Heights Office
72-28 Broadway, 1st Floor,
Jackson Heights, NY 11372
718-708-9751, 646-769-0966

সাহিত্য সাময়িকী

অদৃশ্য শত্রু
খসরু পারভেজ

মগ্ন টেবিলে উপুড় করে দিয়েছো ঘৃণার গ্লাস
বসন্তে লেখা কবিতাগুলো ভিজে গেছে বিষজলে
কে তোমরা হে! জুকারবার্গের জগতে রক্তচোষা
গিরগিটি হয়ে লুকিয়ে আছো প্রিয় বন্ধুর বেশে?

অস্থির আলোর খেলায় ঘুরছে জীবনসার্কাস
একমাত্র পাপের পৃথিবী তার অবাক দর্শক
দৈব দুর্বিপাকে বেঁচে থাকা আমার কবিতাগুলো
সূক্ষ্ম সুতার ওপর গুটি গুটি পায়ে হেঁটে যায়
ওরা ক্লাউন হয়ে ওদের সাথে হাসে আর খেলে
ওদের পেইন্ট করা মুখ দেখে চিনতে পারি না
কবিতার দেহ থেকে যখন চুইয়ে পড়ে রক্ত
তখনই বুঝি অদৃশ্য শত্রুর বন্ধু বন্ধু খেলা।

অদৃশ্য শত্রুর চেয়ে দৃশ্যমান দুশমন শ্রেয়
প্রকাশ্য তিরের চেয়ে গোপন ছুরি বেশি ধারালো।

শত্রুকে যদি চিনতে পারো, তার বুকে বুক রেখো
তার জন্য পেতে দিও বিশ্বস্ত বিছানা, নক্সি পিঁড়ি
নদীজলে পা ধুইয়ে মুছে দিও লাল গামছায়।
প্রার্থনা করো শত্রুরা যেন বেঁচে থাকে দীর্ঘদিন।

ভোর
নয়ন আহমেদ

আজ দেখি হিজলের ফুলে লাল-
তার প্রাসঙ্গিক উঠে পড়া, প্রাত্যহিকতার ধারাপাতা।
এতো রঙ কোথা থেকে এলো?
অরোরা, অরোরা এই ঊষা বুঝি তাকে উপহার পাঠিয়েছে
জীবন-কুসুম?
আমি তার পাঁজরের হাড় হয়ে আছি বহুকাল।
মিশে যাবো রোদ হয়ে-
শাশ্বত শরীরে। মননে।

দ্যুতিময় উপকথা-শরীর যাপন।
পৃথক রৌদ্র আর চাবো না কখনও।
থইথই অদিন্দ্য ঠিকানা।

অরোরার ঘাসফড়িঙের মতো উচ্ছল ডানায় নাচছে দ্যাখো ভোর।
এই ফাঁকে আমি তার সাংসার দেখি-
যেন একটা লাল চিরুনিতে বাঁধা সমূহ উৎসব-
স্থির হয়ে আছে চিরকাল।

দুঃসময়ের চিৎকার
আতাউর রহমান মিলাদ

আমাদের সাজানো জীবন চুরি করে তুমিও মহান
সেজে বসে আছো উচ্চাসনে, সমাজে মর্যাদা মান
প্রতিপত্তি কুড়িয়ে নিচ্ছো চোখের ধূলোয়। ভয়ভীতি
যত প্রতারণা নিন্দার ভয় না ভেবে শেষ পরিণতি

যা দেখি সবকিছু সত্য নয়, মেনে নিয়ে চুপচাপ
মিথ্যার বেসাতি, কাঁকর বিছানো পথ, সত্যের পাপ
ছায়ায় হারানো মুখ, ভুলেই গেছি নিজের ওজন
প্রতিগৃহে জ্বলে উঠলে বাতি থেমে যাবে রক্তক্ষরণ

দীর্ঘদিনে গৃহকোণে যে আঁধার, কেরোসিন বাতি
জ্বেলে ঘুচবেনা কোনদিন। দিনের কাছে হাত পাতি
ধার করে আলোর কুশল, সময়ের গতি প্রকৃতি
চিনে বের হোক পকেটের হাত, ভেঙ্গে সব রীতিনীতি

পুরাতন চশমাটা বদলাও। অন্যের চশমায়
দেখোনা রঙিন প্রহর বিমূর্ত খেয়ালে, এ যে অন্যায়
দৃষ্টির গভীরে ফেলো নিশ্চিদ্র জাল, দৃশ্যমান হও
সমধিকারের নুয়ে পড়া দরজায় সটান দাঁড়িয়ে রও।

আটক
এইচ বি রিতা

শিকল আটকে রাখে ফুসফুস, যকৃৎ
অসীম আকাশ বুকে ডাকে-ক্যাসোওয়ারী
চ্যাপ্টা স্তন-
বোধহীন হাড়ে নোঙর ফেলে না পেশী
উড়ন্ত জীবন বড্ড ছোট।

করাত কলে কাটা কাঁঠের গোলাকার টুকরো
ব্যাহত করে চলাচল
ভাঙা কাচের মত সাদা কুয়াশার আস্তরণ
ঘিরে রেখেছে তাকে-
যাকে আজ আমায় ভীষণ প্রয়োজন।

শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার
মুস্তফা হাবীব

'শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার'। না, বন্ধুরা
এ কথাটি আমার নয়, দিল্লির এক মৌলবীর কথা-
যা কবি কাজী কাদের নওয়াজের কবিতায় সাক্ষী;
তবে আমিও বিশ্বাস করি শিক্ষকই সবার সেরা।

হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হল,
ব্যাংকে গচ্ছিত সোনা রূপান্তর হলো তামা- দস্তায়
ব্যাংকের পাঁজরে ডিজিটাল জোঁকের অদৃশ্য চুমুক,
নিশীথে গায়েব হওয়া নিরন্নদের প্রাপ্য গম-চাল
পাওয়া গেল লক্ষ দেশসেবকদের উগরতলায়,
সাধু সন্ন্যাসিরা জোট করে নিত্যপণ্যের মূল্য বাড়ায়
ভাঙে নিম্নবিত্তের শিড়দাঁড়া, আশা ও ভাষা।

অফিসের সাহেবী ছারপোকাগুলো মানুষের স্বপ্ন
ফাইলবন্দী করে কামড় মারে কুটুস কুটুস,
ছল ছুতায় মানুষকে ফাঁদে ফেলে তুলে নেয় মুদ্রা।

এসবের একটি কর্মযজ্ঞেও শিক্ষকদের ভূমিকা নেই,
একমাত্র শিক্ষকই সনাতন ধ্যানে মশগুল থেকে
সত্য অন্বষণে, জীবন জিজ্ঞাসায় নিজকে বিলায়;
কষ্টে কাটায় দিন, তবু ভ্রষ্ট হয় না লৌকিক ঠিকানায়।

উই ওয়ান্ট পিস, নট ওয়ার
সালেহীন সাজু

গতরাতে ঘুমের ঘোরে, স্বপ্নে ঘুরতে যাই টাইম স্কয়ারে
এর আগেও বহুদিন, বহুবার গিয়েছি দিবসের আলোয়,
বিশাল বিশাল দালান, দালানের পুরো দেহ জুড়ে বিশাল
বিশাল বিলবোর্ড; বিলবোর্ডে নানান পণ্যের বিজ্ঞাপন
রেড কার্পেটে উৎসুক দর্শনার্থীদের অবাক, বিস্মিত নয়ন;

কিন্তু গতরাতে আমি আবিষ্কার করি এক ভিন্ন টাইম স্কয়ার
বড় বড় দালান কিংবা বিলবোর্ডগুলো ঠিকই আছে
শুধু বদলে গেছে বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপনের ধরণ;
দেখি, দালানে-দালানে, বিলবোর্ডে-বিলবোর্ডে পণ্য নয়
বরং চলছে মারণাস্ত্রের নগ্ন, নির্লজ্জ প্রদর্শন!

এলইডি স্ক্রিনের ডিসপ্লেগুলোতে ড্রাগনের ডানায়
ভর করে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে ফিফথ জেনারেশনের স্টিলথ
বোমারু বিমান, কখনো কখনো মাল্টিব্যারেলের রকেটলঞ্চার
কিংবা আন্ত:মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, মিসাইল, ড্রোন;

ভয়ংকর সব মরণাস্ত্রের বিকট শব্দে থেমে থেমে কেঁপে উঠছে বুক
উৎসুক জনতারও নেই সেই আগের মতন মুগ্ধ, বিস্মিত চোখ
আছে চোখে-মুখে অজানা ভয়, সংশয়; হঠাৎ দেখি ভীড়ের ভেতর
থেকে শুভ্র স্বপ্ন চোখে একটি শিশু দীপ্ত পায়ে এগিয়ে এসে শহরের
দেয়ালে দেয়ালে সহস্র বিজ্ঞাপনের ভীড়ে ছোট্ট করে লিখে দিয়েছে-
'উই ওয়ান্ট পিস, নট ওয়ার'! 'নট ওয়ার, উই ওয়ান্ট পিস!



২৮ জুনের নির্বাচন ভোট দেওয়ার আহ্বান

(শেষের পাতার পর)

নির্বাচত করা এবং তাদের জন্য কাজ করার জন্য কমিউনিটির প্রতি উদ্বাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ এর জুডিশিয়াল ডেলিগেট পদপ্রার্থী আনাফ আলম-এর উপস্থাপনায় ব্যতিক্রমী এই মতবিনিময় সভায় প্রার্থীরা বলেন, আমরা সকলেই ডেমোক্র্যাট পার্টির মনোনীত প্রার্থী। আমাদের বাইরেও আরো প্রার্থী রয়েছেন, তবে তারা পার্টি সমর্থিত নন, তারা স্বতন্ত্র। যেজন্য আমরা চাই ডেমোক্র্যাট হিসেবে ২৮ জুনের নির্বাচনে আমাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করুন। তারা প্রয়োজনে আগ্রীম ভোট দেওয়ারও আহবান জানান। বিশেষ করে তারা আসন্ন নির্বাচনে বাংলাদেশী কমিউনটির ভোটারদের ঐক্য কামনা করেন। তাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটির সকল ভোটার যদি ভোট কেন্দ্রে যায় এবং ভোট দেয় তবে তাদের জয় নিশ্চিত। সভায় পাঁচ প্রার্থী ছাড়াও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, আস্যার-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবা উদ্দিন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) পরিচালনা কমিটির সহ সভাপতি মনজুর আহমেদ চৌধুরী, বাগ-এর সভাপতি জয়নাল আবেদীন, এডভোকেট মজিবুর রহমান, মূলধারার রাজনীতিক ও বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট জুলফিকার হায়দার, রাব্বী সাঈদ এবং নতুন প্রজন্মের আইটি বিশেষজ্ঞ গালিব রহমান বক্তব্য রাখেন।

সভায় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশী-আমেরিকান নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনাময় প্রার্থীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, এই প্রার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিপূর্বে নির্বাচিত হয়েছেন এবং অনেকদিন ধরে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি নতুন প্রার্থী হয়েছেন। ডেমোক্র্যাট হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হবে তাদের সমর্থণ করা, পাশে দাঁড়ানো এবং ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা। তারা শুধু বাংলাদেশী কমিউনিটি নয় অন্যান্য কমিউনিটির ভোট লাভের জন্য তাদের মন জয় করার জন্যও প্রার্থীদের প্রতি পরামর্শ দেন।

সভায় ডেমোক্র্যাট দলীয় চার প্রার্থী উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তাদের লক্ষ্য তুলে ধরেন। সভায় সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ)-এর নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, বার্তা সংস্থা ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, বিমিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, জেএমসি'র কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ বাবুল মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।



২০২২
সালের প্রাথমিক নির্বাচন

এই বছর, নিউ ইয়র্ক শহরে দুইটি
প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে:
জুন এবং অগাস্ট, ২০২২

নির্বাচনের দিন ভোট দেয়ার জন্য অপেক্ষা না করে,
অগ্রিম ভোট দিন!
- ভোট দেয়ার জন্য আরও নয়টি দিন রয়েছে
- ভোট দেয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতেও ভোট দিতে পারবেন
- দ্রুত চেক ইন করার জন্য আপনার ফাস্ট পাস ট্যাগটি সাথে করে নিয়ে আসুন

আপনার ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা এবং ভোট দেয়ার সময়সূচী জানার জন্য
VOTE.NYC দেখুন অথবা **866-VOTE-NYC** নম্বরে কল করুন

জুন মাসের প্রাথমিক নির্বাচন

অগ্রিম ভোট: ১৮ জুন থেকে ২৬ জুন, ২০২২

নির্বাচনের দিন: ২৮ জুন, ২০২২

যে সকল পদ এবং অফিসের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে:
- গভর্নর
- লেফটেন্যান্ট গভর্নর
- স্টেট অ্যাসেম্বলি
- বিচারক
- দলীয় পদ

অগাস্ট মাসের প্রাথমিক নির্বাচন

অগ্রিম ভোট: ১৩ অগাস্ট থেকে ২১ অগাস্ট, ২০২২

নির্বাচনের দিন: ২৩ অগাস্ট, ২০২২

যে সকল পদ এবং অফিসের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে:
- কংগ্রেস প্রতিনিধি
- স্টেট সিনেটর

VOTE NYC Board of Elections City of New York



হজরত ফাতেমা (রা.) নিয়ে নির্মিত ছবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

বিনোদন ডেস্ক: হজরত ফাতেমা (রা.)-কে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বাতিল করেছে ব্রিটিশ সিনেমা কোম্পানি সিনেওয়ার্ল্ড। কয়েকটি সিনেমা হলের বাইরে প্রচন্ড প্রতিবাদের পর শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা হজরত ফাতেমা (রা.)-কে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বাতিল করেছে ব্রিটিশ সিনেমা কোম্পানি সিনেওয়ার্ল্ড।

কোম্পানিটি জানিয়েছে, কর্মী ও দর্শকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এ সিদ্ধান্ত। ১ লাখ ২০ হাজারের বেশি লোকের গণস্বাক্ষরে ব্রিটেনের সিনেমা হল থেকে 'লেডি অব হ্যাভেন' ছবিটি নামিয়ে ফেলার আবেদন জানানো হয়েছিল।' বোল্টন কাউন্সিল অব মস্ক-এর চেয়ারম্যান আসিফ প্যাটেল জানিয়েছেন, 'ছবিটি একটি সাম্প্রদায়িক মতাদর্শে দুষ্ট এবং ঐতিহাসিক বর্ণনাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদের অসম্মান করেছে।'

গত ৩ জুন মুক্তির পর বার্মিংহাম, বোল্টনসহ কয়েকটি শহরে সিনেমাটির প্রদর্শন শুরুর পর সিনেমাহলের সামনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয়। মুসলিম নিউজ সাইট ফাইভ পিলার টুইটারে একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছে-২০০ জন মুসলমান রোববার সিনেওয়ার্ল্ডের বার্মিংহাম শাখার বাইরে ছবিটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে।

সালমান খানকে হুমকির ঘটনায় গ্রেফতার ১

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডে ভাইজানখ্যাত সালমান খান ও তার বাবা সেলিম খানকে হত্যার হুমকি দেওয়ার ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশের একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, বলিউড সুপারস্টার সালমান খান ও তার বাবা সেলিম খানকে হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানোর ঘটনার তদন্তে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। সূত্রের খবর, পুলিশ মহাকাল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। সালমানকে হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানোর ব্যাপারে সে অনেক কিছু পুলিশকে জানিয়েছে।



পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, এ ঘটনায় গ্যাংস্টার লওরেন্স বিষ্ণোইয়ের যোগসাজশ রয়েছে। মুম্বাই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি টিম গ্যাংস্টার লওরেন্স বিষ্ণোইকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য দিল্লি পৌঁছেছে। সেলিম খান ও সালমান খানকে হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানোর ঘটনায় তার ভূমিকা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে খবর।

এদিকে সেলিম খান ও সালমান খানের জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। সালমান খানের বান্দ্রার বাড়ির নিরাপত্তাও অনেকটা বাড়ানো হয়েছে বলে খবর। সালমানের দুই নিরাপত্তারক্ষীর জবানবন্দিও রেকর্ড করা হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, মুম্বাই পুলিশের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে বলিউডের ভাইজান জানিয়েছেন, সম্প্রতি তিনি কোনোরকম হুমকি ফোন বা চিঠি পাননি। বরং অনেক দিন আগেই হুমকি চিঠি পেয়েছেন তিনি।

২৮ বছরের তরুণ গায়ক সিধু মুসেওয়ালার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে সালমান খান ও সেলিম খানের সঙ্গে একই ঘটনা ঘটবে। এমন একটি হুমকি চিঠি এসেছিল বলে খবর পাওয়া যায়। কিন্তু ভাইজানের জবান অনুযায়ী, বর্তমানে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি।



যে কারণে টেকেনি জয়া-ফয়সালের ১৩ বছরের সংসার

বিনোদন ডেস্ক: ২০১৩ সালে কলকাতায় অভিনয়ে হাতেখড়ি হওয়ার পর জয়া আহসানের জনপ্রিয়তা তর তর করে বেড়ে যায়। অনেকের মতে, কলকাতায় এই অভিনেত্রীর জনপ্রিয়তা বাংলাদেশের চেয়েও বেশি। বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই, কিন্তু বয়সকে সংখ্যা বানিয়ে রূপে, অভিনয়ে মুগ্ধ করে রেখেছেন দুই বাংলার সিনেপ্রেমীদের। এই বয়সেও গ্ল্যামার ছড়িয়ে যাচ্ছেন ঝর্ণাধারার ন্যায়। একটার পর একটা পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছেন এই সুদর্শনী। তবে হঠাৎ করেই জয়ার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন সিনেপ্রেমীরা। কলকাতা ও বাংলাদেশ- তার দুই বাংলার অনুরাগীরাই জানতে চান, কী কারণে টেকেনি অভিনেত্রীর সংসার? আর বিচ্ছেদের পর এতোদিন ধরে কেন সিঙ্গেলই রয়ে গেলেন!



এ কথা সবারই জানা, জয়ার প্রথম স্বামী মডেল-অভিনেতা ফয়সাল মাসুদ। ফয়সালকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন জয়া। বাংলাদেশের জমিদার পরিবারের ছেলে ফয়সাল ছিলেন বিত্তবান। জয়ার সঙ্গে ফয়সালের দেখা হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। সেই প্রথম দেখার কথা ফয়সাল বলেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে। কিভাবে তিক্ত সম্পর্ক প্রেমে রূপ নিয়েছিল সে গল্পটাও জানা অনেকের।

ফয়সাল ও জয়া দুজনেই বলেছিলেন, একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন জয়া ও ফয়সাল। সেখানেই প্রথম দেখা। এক ঘণ্টা দেরি করে আসেন ফয়সাল। মেক-আপের পর অপেক্ষা করতে হয়েছিল জয়াকে। রেগে গিয়ে ফয়সালের ওপর ক্ষোভ ঝাড়েন জয়া, নানান তিক্ত কথা শুনিয়ে দেন। এই রাগই আবার অনুরাগে বদলাতে বেশি সময় নেয়নি। ফোনে কথা বলতে বলতেই একে অপরের গভীর প্রেমে পড়েন। প্রেমের পরিণতি টানেন বিয়ের মাধ্যমে। এরপর দুজনে সংসার করেন ১৩ বছর। সেই ১৩ বছরের সংসার কেন ভাঙল তা এতোদিন রহস্যাবৃতই ছিল। এত দিন পর তার পর্দা ফাঁস করলেন ফয়সাল নিজেই।

কলকাতার গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা বলছে, বিয়ের পরেও একসঙ্গে কাজ করছিলেন জয়া-ফয়সাল। জনপ্রিয় তারকা জুটিও হয়ে উঠেছিলেন। এরপরই ছন্দপতন। জনপ্রিয়তা বাড়ছিল জয়ার। সে তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে ছিলেন ফয়সাল। এই সাফল্যই হয়তো তাদের দাম্পত্যে ফাটল ধরিয়ে দেয়। মনোমালিন্য বাড়তে থাকে। এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বাড়তেই থাকে। ফয়সাল চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু সেই দুরত্ব আর কমাতে পারেনি। ফাটল বড় হতে হতে যা বিচ্ছিন্নতায় রূপ নেয়। অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তাদের। ২০১১ সালে পাকাপাকিভাবে আলাদা হয়ে যান তারা। তবে বিচ্ছেদের বিষয়ে জয়ার পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য আসেনি।

শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'অবিনশ্বর'

বিনোদন ডেস্ক: ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে বলা হয় ভাষা আন্দোলনের প্রথম সৈনিক। তিনি ছিলেন একাধারে আইনজীবী, সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ। তার জীবন ছিল বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্রময়।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে বলা হয় ভাষা আন্দোলনের প্রথম সৈনিক। তিনি ছিলেন একাধারে আইনজীবী, সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ। তার জীবন ছিল বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্রময়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে বাংলা ভাষা নিয়ে সর্বপ্রথম সরব হয়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা পুত্র দিলীপকুমার দত্তসহ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেফতার করে এবং তাদের কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অমানবিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।

দেশ বরেণ্য এই সূর্যসন্তানকে নিয়ে এবারে নির্মিত হলো প্রামাণ্য চলচ্চিত্র। নাম অবিনশ্বর। এটি পরিচালনা করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী নির্মাতা ফাখরুল আরেফিন খান। তিনি এর আগে ভুবনমাঝি ও গন্ডি নামের দুটি পূন্যদৈঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

সম্প্রতি কুষ্টিয়া, কুমারখালি ও ঢাকার বেশ কয়েকটি স্থানে এর দৃশ্যধারণ হয়েছে। ২০১৯-২০ সালের সরকারি অনুদানে নির্মিত এই প্রামাণ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন নওফেল জিসান, আতিক রহমান, যশ জায়েদী, আমিরুল ইসলাম, শাহীন সরকার, আসলাম আলী, আনোয়ার বাবু, হালিম স্বপন প্রমুখ।

এটি নির্মাণ প্রসঙ্গে ফাখরুল আরেফীন খান বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে ক'জন মানুষকে নিয়ে আমরা সর্বময় আলোচনার মধ্যে থাকি, সেখানে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অনুপস্থিত। তাকে আমরা কখনও আলোচনার মধ্যে আনি না। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল সুতিকাগার ভাষা আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তিনি। আর সে কারণেই শেষ পর্যন্ত তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল ১৯৭১ সালে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবন ও কর্মের উপর নির্মিতব্য প্রামাণ্যচিত্রের মূল উদ্দেশ্য হল বাংলা ভাষার এই মহান সৈনিককে তরুণ প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষার আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনাকে পৌঁছে দেয়া।' গড়াই ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি আগামী ২ নভেম্বর ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকীতে মুক্তি পাবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা।

হাসপাতালে হায়দার

বিনোদন ডেস্ক: হার্ট অ্যাটাক করায় জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী হায়দার হোসেনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত ৮ জুন বুধবার বিকেলে তাঁর স্ত্রী নুসরাত জাহান বলেন, 'মঙ্গলবার দুপুরে হায়দার হোসেনের বুকে ব্যথা শুরু হয়। দুপুরের পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করানো হয়। সেদিন রাতেই তার হার্ট অ্যাটাক হয়, এমন ধারণা চিকিৎসকদের। বৃহস্পতিবার দুপুরে হায়দারের হার্টে একটি রিং পরানো হয়েছে'



এর আগে ২০১৬ সালে প্রথমবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল এই গীতিকার-সুরকার ও গায়কের। নুসরাত জাহান জানান, তখন হায়দার ছিলেন আমেরিকায়। সঙ্গে সঙ্গে দুটি রিং পরানো হয় তাঁর হার্টে। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ভালোই ছিলেন এত দিন। ডায়াবেটিসজনিত সমস্যায়ও ভুগছেন হায়দার। স্ত্রী নুসরাত জাহান আরো বলেন, 'এখন আগের চেয়ে সুস্থ আছে। তবে ডায়াবেটিস থাকার কারণে ভয় হচ্ছে। সবার কাছে আমার স্বামীর জন্য দোয়া চাই।'

ক্যাপিটল হিলে হামলা নিয়ে শুনানি

(ছবি আছে ইন্টার পিকচার নং-০৯)
ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানচেষ্টার অভিযোগ

ঢাকা ডেস্ক, ১০ জুন : যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে। কংগ্রেসের এক শুনানিতে বলা হয়েছে যে, তিনিই অভ্যুত্থানচেষ্টার অংশ হিসেবে ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গা সংগঠিত করেন।

কমিটির রিপাবলিকান দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান লিজ চেনি বলেছেন, ট্রাম্প ওই হামলার ঘটনায় 'আগুনে ঘি' ঢেলেছিলেন।

অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট দলীয় সদস্য বেনি থম্পসন বলেছেন, ওই দাঙ্গা যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে সংকটাপন্ন করে তুলেছিল।

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ওই হামলা চালিয়েছিল ট্রাম্প সমর্থকরা। তখন কংগ্রেস সদস্যরা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জয়কে অনুমোদন করার প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছিলেন।



প্রায় এক বছর তদন্তের পর ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি পরিষদের সিলেক্ট কমিটি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতেই ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ যারা ছিলেন তাদের সাক্ষাতকারের ভিডিও ক্লিপ দেখানো হয় সেখানে।

কমিটির সামনে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল বিল বার যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেন, নির্বাচনে কারচুপির যে অভিযোগ ডোনাল্ড ট্রাম্প করেছিলেন, তা ভিত্তিহীন। 'আমরা এমন বিশ্বে বাস করতে পারি না যেখানে ক্ষমতায় থাকা প্রশাসন তাদের মতের ভিত্তিতেই ক্ষমতায় থাকবে, যার সমর্থনে কোনো প্রমাণাদি নেই যে, নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে,' বলেন সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেল।

শুনানিতে ট্রাম্পের কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্পের সাক্ষ্যও দেখানো হয়। সেখানে তিনিও তার বাবার 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' সম্পর্কে বিল বারের মতামত গ্রহণ করে নেন।

তবে বৃহস্পতিবার এ শুনানি শুরুর আগে ট্রাম্প একে 'রাজনৈতিক ভাওতাবাজি' আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সাবেক এই প্রেসিডেন্ট ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও অংশ নেয়ার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন রাজনৈতিক মহলে। একইসাথে তিনি গত নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অসমর্থিত দাবি করেই যাচ্ছেন।

মিসিসিপি'র আইন প্রণেতা ও কমিটির চেয়ারম্যান থম্পসন শুনানিতে বলেছেন, ৬ জানুয়ারি ছিল একটি অভ্যুত্থানের সর্বোচ্চ চেষ্টা। সরকার উৎখাতের একটি নির্লজ্জ চেষ্টা।

চেনি বলেন, যারা ক্যাপিটল হিলে আগ্রাসন চালিয়েছিল এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে লড়াই করেছিল, তারা ছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাদেরকে সাবেক এই প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন যে, নির্বাচনে চুরি হয়েছে এবং তিনিই বৈধ প্রেসিডেন্ট।

ওই হামলায় প্রথম আহত হয়েছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা ক্যারোলিন অ্যাডওয়ার্ডস।

নিজের সাক্ষ্যে তিনি বলেছেন যে, জ্ঞান হারানোর আগেও দাঙ্গাকারীরা তাকে 'বিশ্বাসঘাতক ও কুকুর' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গায় প্রায় ১০০ পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছিলেন, যার মধ্যে চার জন পরে আত্মহত্যা করেন।

এদিকে রিপাবলিকানরা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এই শুনানিকে প্রত্যাখ্যান করে একে মার্কিনীদের দৃষ্টিভঙ্গি সামনের মধ্যবর্তী নির্বাচন থেকে সরানোর চেষ্টা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

জনমত জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে, নভেম্বরের ওই নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেস ও সিনেটে নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। সোমবার আবারো শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।



ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান চেষ্টার অভিযোগ ডেমোক্র্যাট এমপির

ঢাকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবনে ২০২০ সালের ৬ জানুয়ারি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের সহিংস হামলা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তদন্ত কমিটির শুনানি হয়েছে।

জো বাইডেনের জয়কে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য গত বছর যখন যৌথ অধিবেশন চলছিল, তখনই ট্রাম্পের উচ্ছৃঙ্খল সমর্থকরা এ হামলা চালায়। খবর বিবিসির।

সেই ঘটনা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিদের দিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেন ডেমোক্র্যাট দলের এমপি বেনি থম্পসন।

তিনি বলেন, এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নজির-বিহীন। এ হামলাকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা হিসেবে অভিহিত করেন এ মার্কিন এমপি।

এ সময় তিনি তদন্ত কমিটিকে ক্যাপিটল হিলে ভয়াবহ হামলার কয়েকটি ভিডিও ক্লিপও দেখান।

গত বছরের ৬ জানুয়ারি নির্বাচনের ফল উল্টে দেওয়ার দাবি জানিয়ে ট্রাম্পের ব্যতিক্রমী সমাবেশের কিছু সময় পরেই পতাকা হাতে একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক ব্যারিকেড ভেঙে ক্যাপিটল হিলে ঢুকে পড়ে।

তারা ভেতরে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালায়। ভবনের ভেতরে গোলাগুলি হয়। এ সময়ে পুলিশ ও এক নারীসহ ৫ জন প্রাণ হারান। অনেকেই আহত হন। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। আইনপ্রণেতাদের সুরক্ষা মাস্ক সরবরাহ করে পুলিশ তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়।

কমিটির রিপাবলিকান সদস্য লিজ চেনিও ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করে বলেন, ট্রাম্প বিক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছেন।

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ক্যাপিটল হিলে হামলার শুনানি,ট্রাম্পের বিরুদ্ধে 'অভ্যুত্থান চেষ্টার অভিযোগ



ঢাকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের এক শুনানিতে দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলা হয়েছে, তিনি 'অভ্যুত্থান চেষ্টা' করেছেন। এরই অংশ হিসেবে ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গা সংগঠিত করেছিলেন তিনি।

শুক্রবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

কমিটির রিপাবলিকান দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান লিজ চেনি বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ওই হামলার ঘটনায় 'আগুনে ঘি ঢেলেছিলেন'।

অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট দলীয় সদস্য বেনি থম্পসন বলেছেন, ওই দাঙ্গা আমেরিকার গণতন্ত্রকে সংকটাপন্ন করে তুলেছিল।

২০২১ সালের ৬ই জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ওই হামলা চালিয়েছিল ট্রাম্প সমর্থকরা। তখন কংগ্রেস সদস্যরা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জয়কে আনুষ্ঠানিক করার প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছিলেন।

প্রায় এক বছর তদন্তের পর ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি পরিষদের সিলেক্ট কমিটি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতেই ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ যারা ছিলেন তাদের সাক্ষাতকারের ভিডিও ক্লিপ দেখানো হয় সেখানে।

কমিটির সামনে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল বিল বার যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে নির্বাচনে কারচুপির যে অভিযোগ ট্রাম্প করেছিলেন, তা ভিত্তিহীন। 'আমরা এমন বিশ্বে বাস করতে পারি না যেখানে ক্ষমতায় থাকা প্রশাসন তাদের মতের ভিত্তিতেই ক্ষমতায় থাকবে, যার সমর্থনে কোনো প্রমাণাদি নেই যে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে,' বলছিলেন সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেল।

শুনানিতে ট্রাম্পের কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্পের সাক্ষ্যও দেখানো হয়। সেখানেও তিনিও তার বাবার 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' সম্পর্কে বারের মতামত গ্রহণ করে নেন।

তবে বৃহস্পতিবার এ শুনানি শুরুর আগে ট্রাম্প একে 'রাজনৈতিক ভাঁওতাবাজি' আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সাবেক এই প্রেসিডেন্ট ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও অংশ নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন রাজনৈতিক মহলে। একই সঙ্গে তিনি গত নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অসমর্থিত দাবি করেই যাচ্ছেন।

মিসিসিপির আইন প্রণেতা ও কমিটির চেয়ারম্যান থম্পসন শুনানিতে বলেছেন, ৬ জানুয়ারি ছিল একটি অভ্যুত্থানের সর্বোচ্চ চেষ্টা। সরকার উৎখাতের একটি নির্লজ্জ চেষ্টা। সহিংসতা কোনো দুর্ঘটনা ছিল না। এটা ছিলো ট্রাম্পের শেষ চেষ্টা।

লিজ চেনি বলেন, যারা ক্যাপিটল হিলে আগ্রাসন চালিয়েছিল ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছিল, তারা ছিলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কর্তৃক অনুপ্রাণিত। তাদেরকে সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন যে নির্বাচনে চুরি হয়েছে এবং তিনিই বৈধ প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হাঙ্গামাকারীদের ডেকেছেন, জমায়েত করেছেন এবং হামলায় আগুনে ঘি ঢেলেছেন।

ওই হামলায় প্রথম আহত হয়েছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা ক্যারোলিন এডওয়ার্ডস। নিজের সাক্ষ্যে তিনি বলেছেন যে, জ্ঞান হারানোর আগেও দাঙ্গাকারীরা তাকে 'বিশ্বাস-ঘাতক ও কুকুর' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গায় প্রায় একশ পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছিলেন, যার মধ্যে চার জন পরে আত্মহত্যা করেন।

রিপাবলিকানরা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এই শুনানিকে প্রত্যাখ্যান করে একে আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গি সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচন থেকে সরানোর চেষ্টা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

জনমত জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে, নভেম্বরের ওই নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেস ও সিনেটে নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। সোমবার শুনানি আবার অনুষ্ঠিত হবে।

মহানবিকে নিয়ে কটূক্তির বিরুদ্ধে কঠোর বিজেপি



ঢাকা ডেস্কঃ মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্যে এবার কঠোর হচ্ছে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর নেপথ্যনায়ক বিজেপির বরখাস্তকৃত মুখপাত্র নূপুর শর্মা এবং দিল্লির গণমাধ্যম শাখার বহিষ্কার হওয়া প্রধান নবীন কুমার জিন্দালের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার মামলা দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। পাশাপাশি পিস পার্টির প্রধান মুখ-পাত্র শাদাব চৌহান, সাংবাদিক সাবা নাকভি, হিন্দু মহ-াসভার অফিসকর্মী পূজা শকুন পান্ডে, রাজস্থানের মাওলানা মুফতি নাদিম, আবদুর রহমান, অনিল কুমার মীনা, গুলজার আনসারি, অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুলের (এআইএমএম) প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াসির নামও নথিভুক্ত করা হয়েছে। ঘৃণামূলক বক্তৃতা, উসকানি, শান্তি-সম্প্রীতি বিঘ্নিত করে এমন পরিস্থিতি তৈরির অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছে পুলিশ। হিন্দুস্তান টাইমস।

দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের 'ইন্টেলিজেন্স ফিউশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অপারেশন (আইএফএসও) ইউনিট'-এর ডেপুটি কমিশনার কেপিএস মালহোত্র জানিয়েছেন, পয়গম্বর সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য নূপুরের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর করা হয়েছে। দ্বিতীয় এফআইআরে নাম রয়েছে নবীন, শাবাসহ আটজনের।

দলটির পক্ষ থেকে এরই মধ্যেই জানানো হয়েছে, ভারত বহু ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গত ৫ জুন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দলটি জানিয়েছে, সব ধর্মের প্রতি সম্মানে বিশ্বাসী বিজেপি। যে কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অবমাননার নিন্দা জানায় তারা। দলটি কোনো সম্প্রদায় কিংবা ধর্মকে অবমাননার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এ কারণে মহানবির সঙ্গে সম্পর্কিত আপত্তিকর টুইট এবং মন্তব্যগুলো ভারত সরকার বা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দলের মতামতকে প্রতিফলিত করে না। বিজেপির পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছে, ভারত সরকার এবং ভারতের শাসকদল উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্পষ্টভাষায় লিখিতভাবে নিন্দা জানিয়েছে। তদুপরি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতিসংঘে হাই রিপ্রেজেন্টিটিভ হলেন রাবাব ফাতিমা



ঢাকা ডেস্ক, ১০ জুন : জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমাকে 'হাই রিপ্রেজেন্টিটিভ' বা উচ্চ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস।

বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ফাতিমা স্বল্পোন্নত দেশ, স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ দেশগুলোর হাই রিপ্রেজেন্টিটিভ হিসেবে কাজ করবেন।

রাবাব ফাতিমা এখন নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন।

সেখানে দায়িত্বে যাওয়ার আগে জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি ফাতিমা জ্যামাইকার কোর্তেনায় রাত্রের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব ক্যানবেরা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানে স্নাতকের পর যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের টাফটস ইউ-নিভার্সিটি থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনীতিতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে ১৯৮৯ সালে কূটনৈতিক পেশা শুরু করেন ফাতিমা। নিউইয়র্ক-টোকিওর আগে তিনি কলকাতা, জেনেভা এবং বেইজিংয়েও দায়িত্ব পালন করেছেন।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্পর্কীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিং প্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

চ্যালেঞ্জগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো হলো বহির্বিশ্বসংক্রান্ত এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়সম্পর্কিত। এগুলো মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়াটাই হবে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ২০২২-২৩ ঘোষণা করা হয়েছে মাত্র। তবে এর আকার, বরাদ্দ ও কৌশল সম্পর্কে মতামত দেওয়া যেতে পারে।

বাজেটের শিরোনাম হলো 'কভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন'। দুটি বিষয়ের ওপর আমার প্রশ্ন–প্রথমত, কভিডের অভিঘাত থেকে আমাদের দেশ কি সম্পূর্ণ নিরাপদে পৌঁছেছে? দ্বিতীয়ত, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা মানে কি আগের কৌশল ও লক্ষ্যগুলোই অনুসরণ করা হবে?

মোটা দাগে আমার অভিমত হলো, এবারের বাজেট গতানুগতিক এবং পুরনো চ্যালেঞ্জগুলোর সঙ্গে নতুন চ্যালেঞ্জ (রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ) এবং কভিডের নতুন সংক্রমণের আশঙ্কা যথাযথভাবে আমলে নেওয়া হয়নি। চ্যালেঞ্জগুলো কী? সেগুলো হলো–বাণিজ্য ঘাটতি, মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের হ্রাস ও টাকার অব্যাহত অবমূল্যায়ন, কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা, আয় ও সম্পদের বৈষম্য এবং আর্থিক খাতে দুর্নীতি (অর্থপাচার, ব্যাংকিং খাতে সুশাসনের অভাব)। বাজেট হয়েছে ৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকার, যা ২০২১-২২-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় প্রায় ৭৪,০০০ কোটি টাকা বেশি। এই বৃদ্ধি এবং ঘাটতির পরিমাণও খুব বেশি নয়, তবে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, অর্থ জোগানের উপায়, ব্যয়ের খাত ও বরাদ্দের পরিমাণ নিয়ে। জোগান বা প্রাপ্তির মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্য হচ্ছে ৩,৭০,০০০ কোটি টাকা।

গত অর্থবছরে এই খাতে জুন থেকে মার্চ–৯ মাসে আদায় হয়েছে ২,০৪,০০০ কোটি টাকা। যে টার্গেট দেওয়া হয়েছে সেটা উচ্চাভিলাষী এবং অর্জন করা কঠিন। এর ফলে ঘাটতি বাড়ছে, যেটা ২,৪৫,০৬৪ কোটি টাকা, মোট দেশজ উৎপাদনের ৫.৫ শতাংশ। মূল সমস্যা হলো দুটি, ঘাটতি পূরণের উৎস এবং ঋণ পরিশোধের সুদের পরিমাণ। ঋণ নেওয়ার ভারটি বইতে হবে ব্যাংককে, ১,০০,০০০ কোটি টাকার ওপরে। কভিড-উত্তর অর্থনীতির পুনরুদ্ধারকল্পে বেসরকারি খাতে ব্যাংকঋণের প্রবাহ বাড়াতে হবেই। সরকারি ঋণ বেশি হলে বেসরকারি খাত বঞ্চিত হতে পারে, এমনকি ঋণের ওপর প্রদেয় সুদের হারও বেড়ে যেতে পারে। এতে শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ঋণ সংকটে পড়বে। কারণ ব্যাংক সাধারণত বড় শিল্প ও পোশাক খাতে বেশি মনোনিবেশ করে। ঋণের সুদ পরিশোধ করা হবে বিশাল অঙ্ক দিয়ে। অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি ঋণের সুদ হবে প্রায় ৮০,০০০ কোটি টাকা। এটি যোগ করলে মোট পরিচালন ব্যয় হবে ৪,০০,০০০ কোটি টাকার বেশি। অর্থাৎ উন্নয়ন ব্যয় এবং সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে, যেগুলো প্রান্তিক, এমনকি মধ্যবিত্ত স্তরের জনগণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন, বাজেটে এর বরাদ্দ অত্যন্ত অপ্রতুল।

ব্যয়ের দিকটা দেখলে সেই গতানুগতিক ধারাই দেখি। পরিচালন ব্যয় ভর্তুকি ও সুদ পরিশোধের সঙ্গে যোগ করলে মোট ব্যয় হবে বাজেটের প্রায় ৫৭ শতাংশ। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান, বৈষম্য প্রশমন, দারিদ্র্য প্রশমন–এগুলো বাজেটের মধ্যে বিশেষ অগ্রাধিকার পায়নি। মূল্যস্ফীতি রোধে, মূল কারণ সরবরাহজনিত বিষয়গুলো প্রাধান্য তেমন পায়নি। অর্থাৎ কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা–এগুলো হওয়া উচিত ছিল অগ্রাধিকার। একই সঙ্গে রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ছিল। উন্নয়ন প্রকল্প কমসংখ্যক রেখে সেগুলো সময়মতো শেষ করা বিশেষ জরুরি। বিশেষ করে মেগাপ্রকল্পে খরচ বেড়ে যাবে যদি সময়মতো সমাপ্ত না হয়। সব ক্ষেত্রেই বাজেট বাস্তবায়ন আমাদের দেশে অত্যন্ত দুর্বল। এই দিকটা দেখা অত্যন্ত জরুরি। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি, দুর্নীতি দমন, অর্থপাচার, সরকারি অর্থের অপচয়, সরকারের প্রশাসনে দক্ষতা ও জবাবদিহি–সর্বোপরি সব ক্ষেত্রেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা আবশ্যকীয়। এক বছরের বাজেটে সব কিছু অর্জন সম্ভব নয়, তবে স্বল্পমেয়াদি, মধ্য মেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো ধারাবাহিকতার সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। কিছুদিনের মধ্যে মুদ্রানীতি ঘোষণা করবে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাজেট ও মুদ্রানীতির সঙ্গে সমন্বয় সাধন একান্ত দরকার, তবেই উন্নয়নের সর্বজনীন মূল উদ্দেশ্যগুলো পূরণের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

সেরা ৮০০ তালিকায় বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কোয়াককোয়ারেল সাইমন্ডস (কিউএস) বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিং ২০২৩ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটির ওয়েবসাইটে বুধবার বিশ্বসেরা এক হাজার ৪০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এবারও প্রথম ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) স্থান হয়নি। গত বছরের মতো এই বছরের তালিকাতেও দেশের শীর্ষ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৮০১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে রয়েছে। কিউএস তাদের তালিকায় ৫০০ এর পরে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেনি। একাডেমিক খ্যাতি, চাকরির বাজারে সুনাম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, শিক্ষকপ্রতি গবেষণা-উদ্ধৃতি, আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাতের ভিত্তিতে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিং করে প্রতিষ্ঠানটি।

২০১২ সালে কিউএস'র তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল ৬০১ এর মধ্যে। ২০১৪ সালে তা পিছিয়ে ৭০১তম অবস্থানের পরে চলে যায়। ২০১৯ সালে তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান আরও পেছনের দিকে চলে যায়। দেশের শীর্ষ দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি কিউএস'র তালিকায় দ্বিতীয়বারের মতো ১০০১ থেকে ১২০০তম অবস্থানের মধ্যে রয়েছে। 'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ২০২৩'-এ শীর্ষ ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় প্রতিবেশী দেশ ভারতের ৯টি ও পাকিস্তানের তিনটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিশ্বসেরার তালিকায় সেরা দশ যারা : এবার বিশ্বসেরা দশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে পাঁচটি। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের চারটি ছাড়াও এ তালিকায় রয়েছে সুইজারল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়। তালিকার এক নম্বরে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি), গতবারও এটি তালিকার এক নম্বরে ছিল। এরপর রয়েছে যথাক্রমে যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (ক্যালটেক), লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন, সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ইউনিভার্সিটি।

বদরুল-মঈনুল প্যানেল

(২৪ পাতার পর)

ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- হোসেন আহমদ, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক- ফয়ছল আলম, ক্রীড়া সম্পাদক- মান্না মুনতাসির, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- বুরহান উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জাহিদ আহমেদ খান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- সুতিপা চৌধুরী, কার্যকরী সদস্য (সিলেট)- হেলিম উদ্দিন, কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ)- শামীম আহমেদ, কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ)- দেলোয়ার হোসেন মানিক, কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার)- মিজানুর রহমান।

ইসি ঘোষিত ফলাফলে রোববারের নির্বাচনে যে ৫টি পদে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে সভাপতি পদে বদরুল হোসেন খান ২,৬৬৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি মাসুদুল হক ছানুর প্রাপ্ত ভোট ৯৮০।

সহ সভাপতি (সিলেট জেলা) পদে বিজয়ী লোকমান হোসেন লুকু'র প্রাপ্ত ভোট ২৫৮৯। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি শাহ মিজান-এর প্রাপ্ত ভোট ৮০৮।

সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী মঈনুল ইসলাম-এর প্রাপ্ত ভোট ২,৩৫৯। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি সাইকুল ইসলামের প্রাপ্ত ভোট ১,২১৪।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিজয়ী ইফজাল চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট ২,৪৭১। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি এফ আই রাসেল-এর প্রাপ্ত ভোট ১০২৬।

কোষাধ্যক্ষ পদে বিজয়ী মোহাম্দ আলীম-এর প্রাপ্ত ভোট ২৩৮৬। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি মিসবাহ উদ্দিন আহমদ-এর প্রাপ্ত ভোট ১১৬৩।

ফলাফল ঘোষণার পর বেসরকারীভাবে নির্বাচিত মঈনুল ইসলাম তার বিজয়ী বক্তব্যে বলেন, আমরা আপনাদের (ভোটার) সম্মান রাখবো, আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করবো। তিনি ঘোষণা দেন যে, জালালাবাদ ভবন এস্টোরিয়াতেই হবে।

বদরুল হোসেন খান তার বিজয়ী বক্তব্যে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিস্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, প্রবাসী সকল জালালাবাদবাসী এক একজন অ্যাম্বাসেডর। তিনি অতীতের মতো আগামীতেও সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি ১০০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

সভপতি পদে বিজিত মাসুদুল হক সানু তার বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমি মনে করি আমি বিজয়ী হয়েছি। কেননা, বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচনে বিগত দিনে আমার বন্ধু বদরুল হোসেন খান দুই পরাজিত হওয়ার পর তৃতীয়বাবের নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হন। আর আমি জালালাবাদে এবার প্রথম অংশ নিয়েছি। তিনি আগামী দিনে সবাইকে সাথে নিয়ে নির্বাচন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
গোল্ডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেগুলার স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
অরগানিক স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
অরগানিক স্যালমনেলেস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্মোকড স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
স্মোকলেস স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

পাচারের অর্থ ফেরালে অপরাধ মাফ

যত খুশি ডলার আনা যাবে

ঢাকা ডেস্ক: বিদেশে পাচার করা অর্থ দেশে ফেরাতে বিশেষ ঘোষণা দিয়েছে সরকার। তাই আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে প্রথমবারের মতো পাচারকারীদের ট্যাক্স অ্যামনেস্টি (আয়কর দিলে দন্ড মাফ) সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এ পন্থায় কেউ অর্থ ফেরত আনলে দেশের অন্য কোনো আইনেও এ নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না। এক্ষেত্রে পরিশোধ করতে হবে নির্ধারিত কর। এ সুবিধা এক বছরের জন্য দেওয়া হচ্ছে।

সূত্র জানায়, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই হোক বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করলে বা বিদেশ থেকে রপ্তানির অর্থ দেশে না আনলে বিদ্যমান আইনে সেটি অর্থ পাচার হিসাবে বিবেচিত হয়। অনিচ্ছাকৃতভাবে বা আইনের ভয়ে যে অর্থ বিদেশে রাখা হচ্ছে, তা দেশে আনতে অনেকেই ভয় পেয়ে থাকেন।

এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্যই মূলত আগামী বাজেটে ট্যাক্স অ্যামনেস্টি দেওয়া হচ্ছে। নির্দিষ্ট অঙ্ক কর দিয়ে যে কেউ তার আয়কর রিটার্নে ওই অর্থসম্পদ প্রদর্শন করতে পারবেন। এই অর্থসম্পদের বিষয়ে সরকারের অন্য কোনো সংস্থা প্রশ্ন করবে না এবং প্রচলিত আইনে বিচারের আওতার বাইরে থাকবেন।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি অর্থ পাচার করলে অথবা অর্থ পাচারের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করলে সর্বনিম্ন ৪ বছর ও সর্বোচ্চ ১২ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন। এছাড়াও অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ লাখ টাকার মধ্যে যেটি বেশি, সেই অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন। অর্থদন্ড পরিশোধে ব্যর্থ হলে অপরিশোধিত অর্থদন্ডের পরিমাণ বিবেচনায় অতিরিক্ত কারাদন্ড দেওয়ার বিধান আছে। পাশাপাশি আদালত অর্থদন্ড বা দন্ডের অতিরিক্ত হিসাবে দন্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।

প্রস্তাবিত বাজেটে তিনভাবে ট্যাক্স অ্যামনেস্টি দেওয়া হচ্ছে। প্রথমত, বিদেশে স্থাবর সম্পত্তি থাকলে সেই সম্পত্তি দেশের আয়কর রিটার্নে দেখাতে চাইলে ১৫ শতাংশ আয়কর দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, অস্থাবর সম্পত্তির ওপর ১০ শতাংশ কর দিতে হবে।

তৃতীয়ত, কেউ বিদেশ থেকে টাকা দেশে আনলে সেই টাকার ওপর ৭ শতাংশ কর দিয়ে আয়কর রিটার্নে দেখাতে পারবেন। এক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাবে টাকা যোগ হওয়ার আগেই কর পরিশোধ করতে হবে। সব ক্ষেত্রেই অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না। এমনকি আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া হবে না।

স্থাবর সম্পত্তি হচ্ছে এমন সম্পদ, যা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় না। যেমন: জমি, ফ্ল্যাট, আবাসিক ভবন, শিল্পকারখানা বা জমিতে অবস্থানরত সম্পদ (গাছপালা)। আর অস্থাবর সম্পত্তি হচ্ছে স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ। যেমন: অর্থ, অলংকার, ঘড়ি বা অন্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ। যেগুলো সহজেই স্থানান্তর করা যায়।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, এখন পর্যন্ত ১৭টি দেশ ট্যাক্স অ্যামনেস্টি সুবিধা দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, বেলজিয়াম, ইতালি, গ্রিস, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, মালয়েশিয়া, নরওয়ে, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, পর্তুগাল, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন ও আমেরিকার কয়েকটি রাজ্য এ সুবিধা দিয়েছে। করের স্বর্গরাজ্য থেকে অর্থ ফেরাতে ২০১৬ সালে ইন্দোনেশিয়া সরকার ট্যাক্স অ্যামনেস্টি সুবিধা দেয়। এ সুবিধা দিয়ে ৯ মাসে দেশটি ৯৬১ কোটি ডলার কর আদায় করে।

এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়। এটা অনৈতিক কাজকে আরও উৎসাহিত করবে। যদি কেউ বুঝতে পারে বিদেশে টাকা পাচারের পর তা দেশে আনতে কর ট্যাক্স দিয়েও বৈধ করা যাবে, তাহলে মানুষ কেন ২৫-৩০ শতাংশ হারে ট্যাক্স দেবে। আর অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েও কালোটাকা সাদা করা যায়নি। নতুন নিয়মে কেউ টাকা দেশে আনবে বলে মনে হয় না।

এদিকে ডলার সংকট কাটাতে বিদেশ থেকে ডলার আনার প্রক্রিয়াও সহজ করেছে সরকার। ফলে প্রবাসী আয় বাবদ দেশে যত পরিমাণ ডলার পাঠানো হোক না কেন, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করবে না এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো। আবার এর বিপরীতে আড়াই শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনাও দেওয়া হবে।

এর আগে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার বা পাঁচ লাখ টাকার বেশি আয় পাঠাতে আয়ের নথিপত্র জমা দিতে হতো। যে কারণে এর চেয়ে বেশি অর্থ একবারে পাঠাতে পারতেন না বিদেশে থাকা বাংলাদেশিরা। নতুন সিদ্ধান্তের ফলে বিদেশ থেকে তাদের অবাধে টাকা আনতে আর কোনো বাধা থাকবে না। এ নিয়ে বিদেশেও কেউ প্রশ্ন করবে না, আর দেশে তো করবেই না। সরকারের সিদ্ধান্তে গত ২৩ মে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এ নিয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মইনুল ইসলাম বলেন, 'এর ফলে দেশে প্রবাসী আয় বাড়বে। কিন্তু প্রকৃত উপকার পাবেন দুর্নীতিবাজ আমলা, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ। তারা অবৈধ টাকা বিদেশে পাঠিয়ে বৈধ চ্যানেলে তা দেশে নিয়ে আসবেন। এতে তাদের কালোটাকা সাদা হয়ে যাবে। তবে সংকট কাটাতে এই অর্থ দেশের জন্য উপকারে আসবে। কারণ, ডলারের ওপর যে চাপ তৈরি হয়েছে, তা কাটাতে ডলার প্রয়োজন।'

দাম বাড়বে

ঢাকা ডেস্ক: মোবাইল ফোন : ব্যবসা পর্যায়ে মোবাইল ফোনের ওপর ৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। এতে মোবাইল ফোনের দাম বাড়তে পারে।

বিড়ি-সিগারেট: সব ধরনের বিড়ি ও সিগারেটের মূল্যস্তর বাড়ানো হয়েছে। এতে বিড়ি ও সিগারেটের দাম বাড়তে পারে। এছাড়া ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের দাম বৃদ্ধিরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

ফ্রিজ: দেশীয় ফ্রিজ উৎপাদনে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার এবং আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করায় সব ধরনের ফ্রিজের দাম বাড়তে পারে।

গাড়ি : ২০০০ সিসির বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ির সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। বিধায় গাড়ির দাম বাড়বে।

কম্পিউটার প্রিন্টার: ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহার করায় কম্পিউটার প্রিন্টারের দাম বাড়তে পারে। একই কারণে বাড়তে পারে টোনার কার্টিজের দামও।

ল্যাপটপ: দেশীয় শিল্পের স্বার্থে ল্যাপটপ আমদানিতে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে।

দাম কমবে

ঢাকা ডেস্ক: কীটনাশক : কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক, বালাইনাশক ও ছত্রাকনাশক উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে আগাম কর অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এতে কীটনাশকের দাম কমতে পারে।

মুড়ি-চিনি: মুড়ি-চিনির ব্যবসা পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাই বাজারে এ দুটি নিত্যপণ্যের দাম কমতে পারে।

কেক: হাতে বা মেশিনে তৈরি ১৫০ টাকা মূল্যমানের কেকের ওপর বর্তমানে ভ্যাট দিতে হয় না। বাজেটে এটি ২৫০ টাকা করা হয়েছে। এতে কম দামি কেকের দাম কমতে পারে।

ইট : ইটভাটায় ব্যবহৃত মাটিকে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই ইটের দাম কমতে পারে।

হুইলচেয়ার: অসুস্থ ব্যক্তিদের বহনে ব্যবহৃত হুইলচেয়ার আমদানিতে

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাড়ল বরাদ্দ

ঢাকা ডেস্ক: ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে বরাদ্দ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এ খাতে নতুন অর্থবছরে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা বাজেটের ১৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ ও জিডিপির ২ দশমিক ৫৫ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১ লাখ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা। এ হিসাবে বরাদ্দ বেড়েছে ৫ হাজার ৯৬২ কোটি টাকা। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১১ লাখ উপকারভোগী বাড়ানো হচ্ছে।

দেশে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী খাতের আওতায় ১২৩টি কর্মসূচি বা বিষয় রয়েছে। এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে ২৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। এগুলোর মধ্যে ৮টি কর্মসূচি হচ্ছে নগদ ভাতা, আর ১১টি খাদ্য সহায়তা।

নতুন বাজেটে খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক কল্যাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসৃজন, অবসর ও পারিবারিক ভাতা এবং অন্যান্য এই মোট ছয় খাতে ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। আগামী বাজেটে খাদ্য নিরাপত্তায় ১৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি বাজেটে এ খাতে ১৮ হাজার ৪৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সে হিসাবে বরাদ্দ বাড়ছে ৫৭০ কোটি টাকা।

খাদ্য নিরাপত্তায় ওএমএস, ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি রয়েছে। নতুন বাজেটে সামাজিক কল্যাণ খাতে ৩৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

চলতি বাজেটে ৩২ হাজার ৭৬০ কোটি টাকা রয়েছে। এ খাতের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, বেদে, হিজড়া, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা হয়। আগামী বছরের বাজেটে মানবসম্পদ উন্নয়নে ৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি বাজেটে রয়েছে ৫ হাজার ৯২১ কোটি টাকা। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রাথমিক ছাত্রছাত্রী উপবৃত্তি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তিতে এ টাকা খরচ করা হবে।

কর্মসৃজন খাতে আগামী বছরের নতুন বাজেটে ১৯ হাজার ৭০০ কোটি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ রয়েছে ১৮ হাজার ৮৪৩ কোটি টাকা। কাবিখা, উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচিতে এই বরাদ্দের টাকা ব্যয় হয়। অবসর ও পারিবারিক ভাতায় নতুন বাজেটে ২৭ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হচ্ছে। চলতি বাজেটে রয়েছে ২৬ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা।

বয়স্ক, বিধবা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি দিতে এ টাকা ব্যয় করা হবে। এছাড়া নতুন বাজেটে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ৬ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি বাজেটে এ খাতে ৪ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

আগামী অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে আওতা বাড়ছে শুধু বয়স্ক ও বিধবাদের ক্ষেত্রে। এই কর্মসূচির আওতায় নতুন করে আরও ১০০ উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এতে যুক্ত হবে ১১ লাখ নতুন উপকারভোগী। সব মিলিয়ে নতুন বাজেটে এর সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৮ লাখ। তবে ভাতার পরিমাণ বাড়বে না। এ কর্মসূচির আওতায় গত তিন অর্থবছর ধরে উপকারভোগীরা প্রতি মাসে ৫০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন, যা আগামী বছরেও অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

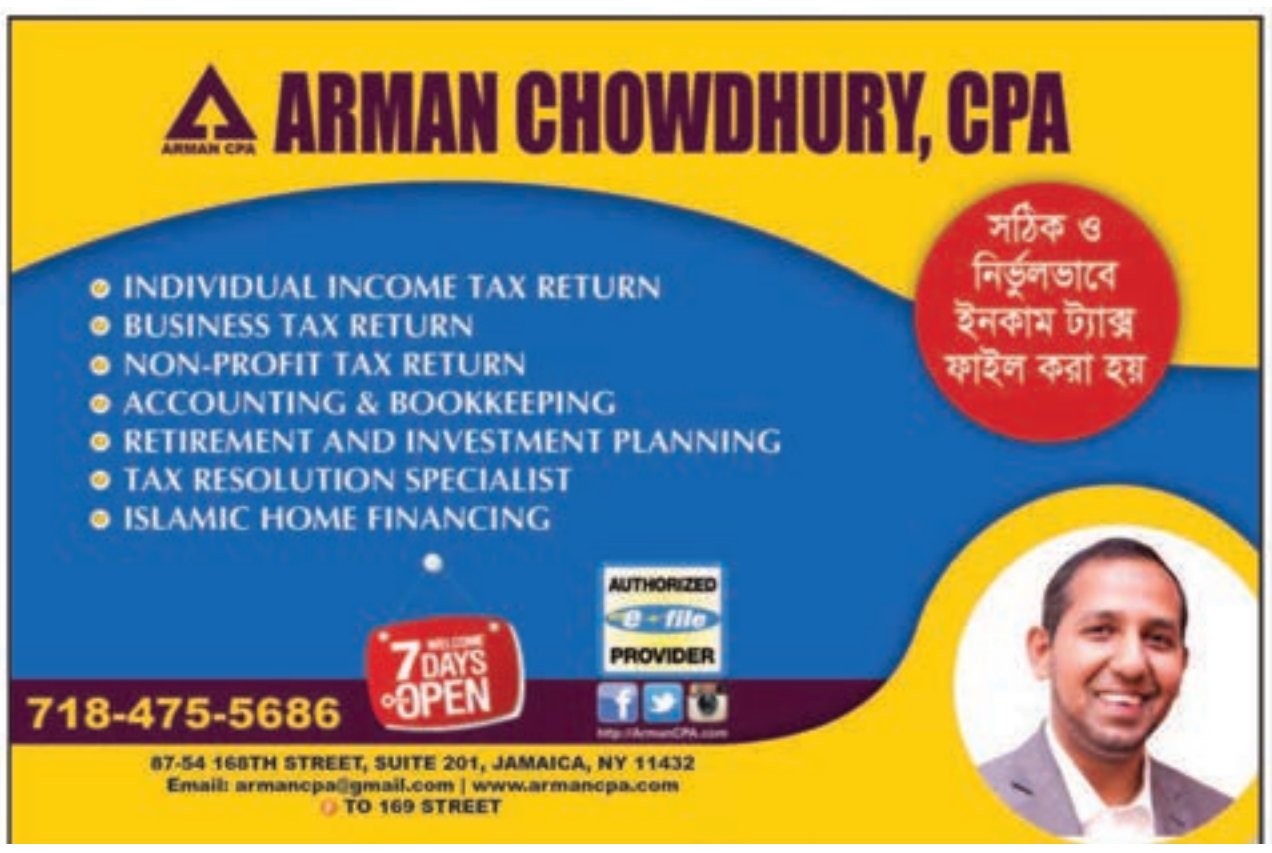
প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়ল ১০০ টাকা : প্রতিবন্ধীদের জন্য ৭৫০ টাকা করে ভাতা রয়েছে বর্তমানে। আগামী অর্থবছর থেকে এটা ১০০ টাকা বাড়িয়ে ৮৫০ টাকা করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ২০ লাখ ৮ হাজার প্রতিবন্ধীর জন্য ভাতা বরাদ্দ ছিল। উপকারভোগীর সংখ্যা আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩ লাখ ৫৭ হাজার বাড়িয়ে ২৩ লাখ ৬৫ হাজারে উন্নীত করা হবে। নতুন অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ভাতা বাবদ ২ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মা ও শিশুসহায়তা কর্মসূচি : এ ছাড়া শহর ও গ্রাম মিলিয়ে ৭ লাখ ৭০ হাজার দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং ২ লাখ ৭৫ হাজার কর্মজীবী মায়ের জন্য ভাতা দিয়ে আসছে সরকার। দুটি কর্মসূচিকে এক করে আগামী অর্থবছর থেকে নতুন নাম দেওয়া হচ্ছে 'মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি'। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে মোট উপকারভোগীর ১০ লাখ ৪৫ হাজার থেকে ২ লাখ ৯ হাজার বৃদ্ধি করে আগামী অর্থবছরে ১২ লাখ ৫৪ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। এ খাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ১ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা।

মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বাড়ছে না: নতুন বাজেটে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বাড়ানো হয়নি। ২০২১-২২ অর্থবছর হতে সব শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানি ভাতা নূনতম ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংবলিত ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) ও সমন্বিত তালিকা করা হয়েছে।

এছাড়া, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচিতি নিশ্চিত করতে তাদের অনুকূলে স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল সনদপত্র প্রদান কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের সব জেলা-উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।







স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা সোনালি ট্রফি : ঢাকা ঘুরে গেলো ফুটবল বিশ্বকাপের ট্রফি

স্পোর্টস ডেস্ক: ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ সামনে রেখে গত ১২ মে দুবাই থেকে বিশ্বকাপ ট্রফির বিশ্ব পরিভ্রমণ শুরু হয়েছে। ৫৬টি দেশ ঘোরার পর গত ৮ জুন বুধবার ৩৬ ঘণ্টার সফরে বাংলাদেশে এসেছিল স্বপ্নের সোনালি ট্রফিটি।

বিশ্বকাপ ফুটবল জ্বরে এরই মধ্যে কাঁপছে বাংলাদেশ। এই উন্মাদনা আরো বাড়াতে বুধবার বাংলাদেশ সময় বেলা পৌনে এগারোটায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফি। বাণিজ্যিক ফ্লাইটের বদলে কোকাকোলার চার্টার্ড বিমানে নিয়ে আসা হয় ৬ দশমিক ১ কেজি ওজনের সোনায় মোড়ানো ট্রফিটি। এবারের বাংলাদেশ সফরে ৩৬ ঘণ্টা ছিলো বিশ্বকাপ ট্রফি।



বিমানে ট্রফির সঙ্গে এসেছিলেন ফিফার সাত কর্মকর্তা। তাদের একজন ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ক্রিশ্চিয়ান কারেম্বু। আরও ছিলেন ফিফার অফিসিয়াল পার্টনার কোকাকোলার কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনসহ নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কোকাকোলার কর্মকর্তারা ট্রফিটি গ্রহণ করেন। এদিকে ৮ জুন বুধবার বিকেলে রাষ্ট্রপতির বাসভবন ও সন্ধ্যার পর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে নেওয়া হয় এই ট্রফি।

এই ট্রফি ঘিরে বুধবার রাতে আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ নৈশভোজের। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে হোটেল র‍্যাডিসনে একটি বিশেষ সেশন ছিলো ফুটবল অঙ্গনের জন্য। সেই সেশনের পর বিকেলে রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে কনসার্টে উন্মুক্ত করা হয় ট্রফি। এর আগে পাকিস্তান ছিল ট্রফিটি। মূলত ৫১টি দেশে যাবে এ ট্রফি। ঢাকা থেকে ট্রফিটির পরবর্তী গন্তব্য পূর্ব তিমুর।

একনজরে দেখে নেওয়া যাক ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির ইতিহাস-

বিশ্বকাপ ফুটবলের পথচলা শুরু হয় ১৯৩০ সালে, উরুগুয়েতে। বর্তমান ট্রফিটি বিশ্বকাপজয়ী দলকে দেওয়া হয় ১৯৭৪ সালে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ থেকে। এর আগে যে কাপটি বিজয়ীদের দেওয়া হতো তা প্রথমে পরিচিত ছিল 'ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রফি' নামে। ১৯৪৬ সালে ফিফার সাবেক সভাপতি স্যার জুলে রিমের নামে ট্রফির নতুন নাম করা হয় 'জুলে রিমে ট্রফি'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ট্রফিটি ছিল ১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপজয়ী ইতালী দলের কাছে। নাৎসি বাহিনীর হাত থেকে ট্রফিটি রক্ষা করার জন্য ফিফার সহসভাপতি ইতালির অত্তেরিনো বারোসি সন্তর্পণে এটিকে একটি ব্যাংক থেকে তুলে রোমে নিয়ে যান এবং একটি জুতার বাক্সের ভেতরে ভরে তার নিজের বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখেন।

ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ১৯৬৬ বিশ্বকাপের চার মাস আগে ওয়েস্টমিনিস্টার সেন্ট্রাল হলে আয়োজিত একটি উন্মুক্ত প্রদর্শনী থেকে ট্রফিটি চুরি হয়ে যায়। মাত্র সাতদিন পর খবরের কাগজে মোড়ানো অবস্থায় এটি পিকেলস নামের একটি কুকুর দক্ষিণ লন্ডনের আপার নরউড অঞ্চলের শহরতলির বাগান থেকে উদ্ধার করে।

ব্রাজিল ১৯৭০ সালে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জয়ের পর এটি তাদের স্থায়ীভাবে দিয়ে দেওয়া হয়। ট্রফিটি রিও ডি জেনিরোতে অবস্থিত ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সদর দপ্তরে সাজিয়ে রাখা হয়। ১৯৮৩ সালে ট্রফিটি ফের চুরি হয়ে যায়। ট্রফিটি আর পাওয়া যায়নি। পরে ব্রাজিল জুলে রিমে ট্রফির একটি রেপ্লিকা তৈরি করেছে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে ১৯৮৪ সালে একটি রেপ্লিকা উপহার দেওয়া হয়। জুলে রিমে ট্রফি ব্রাজিলকে স্থায়ীভাবে দিয়ে দেওয়ার পর ইতালির ভাস্কর সিলভিও গাজ্জানিগার তৈরি ডিজাইনে ইতালির বিখ্যাত ট্রফি তৈরির কারখানা বার্তোনিতে বানানো হয় বর্তমান ট্রফিটি।



কাতার বিশ্বকাপ ২০২২ উপলক্ষে উপলক্ষে বিশ্বভ্রমণের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদকে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি প্রদর্শন করা হয়েছে।

বঙ্গভবনে বিশ্বকাপ ট্রফি

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) একটি প্রতিনিধি দল বুধবার (৮ জুন) বিকালে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি হামিদের সঙ্গে দেখা করেন এবং সেখানে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ট্রফি প্রদর্শন করেন। এ বছর কাতার বিশ্বকাপ সামনে রেখে ৫৬টি দেশ ঘোরার পথে ফিফার প্রতিনিধি দল ও ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী তারকা ক্রিস্তিয়ঁ কাহেম্বুর সঙ্গে ট্রফি ঢাকায় পৌঁছায়।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন গণমাধ্যমকে বলেন, বিশ্বকাপ ফুটবল ট্রফি বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য আনায় ফিফাসহ সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রপতি। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এর ফলে খেলোয়াড়, সংগঠক ও সমর্থকরা ফুটবলের প্রতি আরও উৎসাহিত হবে এবং বাংলাদেশের ফুটবল আগামীতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও এগিয়ে যাবে।

পরে রাষ্ট্রপতি ফটোসেশনে অংশ নেন। রাষ্ট্রপতির স্ত্রী রাশিদা খানম, তার পরিবারের সদস্য এবং বঙ্গভবনের কর্মকর্তারাও ট্রফির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন। এ সময় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, সংসদ সদস্য রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক, বাফুফে সভাপতি কাজী মো. সালাউদ্দিনসহ ফিফার প্রতিনিধি, রাষ্ট্রপতির সচিবরা এবং যুব ও ক্রীড়া সচিব উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বকাপ জয়ী দুই তারকা স্পেনের ইকের কাসিয়াস ও ব্রাজিলের কাকার উপস্থিতিতে গত ১২ মে দুবাইয়ে বিশ্বকাপ ট্রফির বিশ্ব ভ্রমণ শুরু হয়। এই আয়োজনের গ্লোবাল পার্টনার কোকা কোলা। বৃহস্পতিবার (৯ জুন) আর্মি স্টেডিয়ামে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য ট্রফি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কাতার বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া ৩২ দেশসহ মোট ৫১টি দেশে ভ্রমণ করবে এই ট্রফি। ফিফা ও কোকা কোলার সঙ্গে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন উদ্যোগী হয়ে ট্রফি ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করে।

আমার ঘোষণা আমি দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না: তামিম

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল আপাতত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে ছয় মাসের বিরতিতে আছেন। এই বিরতির পর টি-টোয়েন্টিতে নিজের ভবিষ্যত নিয়ে বলতে গিয়ে তামিম অভিযোগ করেই বলেছিলেন, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নাকি কথা বলারই সুযোগ পাচ্ছেন না তিনি।

তামিমের এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। এমনকি বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন তামিমের ওপর মিথ্যাচারের অভিযোগও করেছেন। এমন মন্তব্যের পর নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে ফেসবুকে বিবৃতি দিয়েছেন তামিম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তিনি জানিয়েছেন, বিশ্রামের ছয় মাস শেষ হওয়ার পরই এ বিষয়ে কথা বলবেন তিনি।



সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে তামিম বলেন, 'আমার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি কথার সূত্র ধরে অনেকে বিভ্রান্ত হচ্ছেন বা মিডিয়ায় কিছু বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে দেখতে পাচ্ছি। দুই দিন আগে একটি অনুষ্ঠানে আমি স্পষ্ট করে বলেছি, আমার ঘোষণা আমি দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না, অন্যরাই নানা কিছু বলে দিচ্ছে। এখানে বোর্ড কমিউনিকেট করেনি বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি, এরকম কোনো কথা আমি একবারও বলিনি। বোর্ড থেকে কয়েকবারই আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে টি-টোয়েন্টি নিয়ে। আমি ৬ মাসের বিরতি নিয়েছি বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে। এরপরও বোর্ডের সঙ্গে কথা হয়েছে কয়েক দফায়। এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আমি কখনোই তুলিনি।'

তিনি আরো বলেন, 'আমি সেদিন অনুষ্ঠানে যা বলেছি, আজকে আবার বলছি, 'টি-টোয়েন্টি নিয়ে আমার যে প্ল্যান, সেটা তো আমাকে বলার সুযোগই দেওয়া হয় না। হয় আপনারা (মিডিয়া) বলে দেন, নয়তো অন্য কেউ বলে দেয়। তো এভাবেই চলতে থাকুক। আমাকে তো বলার সুযোগ দেওয়া হয় না। এতদিন ধরে আমি ক্রিকেট খেলি, এটা ডিজার্ভ করি যে আমি কী চিন্তা করি না করি, এটা আমার মুখ থেকে শোনা। কিন্তু হয় আপনারা কোনো ধারণা দিয়ে দেন, নয়তো অন্য কেউ এসে বলে দেয়। যখন বলেই দেয়, তখন আমার তো কিছু বলার নেই।' এটুকুই বলেছিলাম।'

তামিম ইকবাল বলেন, 'এখানে কি উল্লেখ আছে যে কেউ যোগাযোগ করেনি? এরকম কোনো শব্দ বা ইঙ্গিত আছে? খুবই সাধারণ ভাষায় বলেছি, আমার কথা আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না। ৬ মাসের বিরতি নিয়েছি, এর মধ্যেও মিডিয়া নানা কথা লিখে বা বলে যাচ্ছে, অন্যরাও কথা বলেই যাচ্ছেন। বোর্ডের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নিয়মিতই আছে এবং তারা খুব ভালোভাবেই জানে, টি-টোয়েন্টি নিয়ে আমার ভাবনা কোনটি। আমি স্রেফ নিজে সেই কথাটুকু বলতে চাই, সেই সময়টুকু চাই। সময় হলে আমার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই আমি জানাব। ৬ মাস হতে তো এখনও দেড় মাসের বেশি বাকি। কিন্তু সেই সময়টার অপেক্ষা কেউ করছে না। এটাই দুঃখজনক।'





ব্রিটনি স্পিয়ার্সের বিয়েতে এসে সাবেক স্বামী গ্রেপ্তার

(শেষের পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের পপ তারকা ব্রিটনি স্পিয়ার্স। বৃহস্পতিবার (৯ জুন) বিয়ে করেছেন তারা। তবে আলোচিত এই বিয়েতে বিনা দাওয়াতে হাজির হন সাবেক স্বামী জেসন আলেকজান্ডার। এতে পার্টি ভন্ডুল হওয়ার জোগাড় হয়! পরে পুলিশ এসে জেসনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

বিয়ের আসরে হঠাৎই শোরগোল পড়ে জেসনকে দেখে। এই জেসনের সঙ্গেই ২০০৪ সালে মাত্র ৫৫ ঘণ্টার জন্য বিয়ে হয়েছিল ব্রিটনির। সেই বিয়ে ভাঙার ১৬ বছর পর তৃতীয়বার বিয়ে করলেন এই পপ তারকা।

৪০ বছর বয়সি ব্রিটনি এবার বিয়ে করলেন ২৮ বছরের ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক অভিনেতা স্যাম আসগারিকে। কিন্তু স্যাম-ব্রিটনির বিয়েতে নিমন্ত্রণ না পেয়েও কেন এলেন জেসন? এ নিয়ে জেসনের দাবি, নিমন্ত্রণ পেয়েই এসেছেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, বিয়ের আসরে এসে দরাজ গলায় জেসন বলছেন, ব্রিটনি কোথায়? তার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ডেকে তাকে বিয়ের আসর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

২০২১-এর সেপ্টেম্বর মাসেই বিয়ের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন স্যাম-ব্রিটনি। বেশ কয়েক বছর একসঙ্গে রয়েছেন তারা। ইতোমধ্যে সন্তানসম্ভবাও হয়ে পড়েছিলেন ব্রিটনি, তবে গর্ভপাত হয়ে যায়।

জেসনের সঙ্গে বিচ্ছেদের কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় বিয়ে করেন ব্রিটনি। সাবেক গায়ক তথা ডিজে মাস্টার কেভিন আর্ল ফেডারলাইনের সঙ্গে দুই পুত্রসন্তান রয়েছে ব্রিটনির। তবে সে বিয়েও ভেঙে যায়।

কনসাল জেনারেল ড. মনিরুলের সোনালী এক্সচেঞ্জ পরিদর্শন

(শেষের পাতার পর)

তিনি সোনালী এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মি. দেবশ্রী মিত্র এর সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে কনস্যুলেটের প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান মিজ ইসরাত জাহান উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের শুরুতেই মি. দেবশ্রী মিত্র বাংলাদেশ সোনালী এক্সচেঞ্জ এর কার্যপরিধি ও পদ্ধতি কনসাল জেনারেল-কে অবহিত করেন এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। এ সময় কনসাল জেনারেল বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের এ প্রচেষ্টার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো অর্থনৈতিক কূটনৈতিক কার্যক্রমকে আরও অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করা। এ কার্যক্রম অধিকতর বেগবান করার লক্ষ্যে কনসাল জেনারেল যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করে নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও সহজতর করার বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ ও উপায় নিয়ে জনাব দেবশ্রী মিত্রের সাথে মতবিনময় করেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্জিত অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে কনসাল জেনারেল এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় প্রবাসীদের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এ আলোচনাকালে প্রবাসীদেরকে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সাথে অধিকতর সম্পৃক্ত করার উপর কনসাল জেনারেল জোর গুরুত্ব আরোপ

বর্ষসেরা পুরস্কার জিতলেন সালাহ

(শেষের পাতার পর)

সালাহ। বৃহস্পতিবার রাতে দ্বিতীয়বারের মতো এ পুরস্কার জিতে নেন মিসরের এই মুসলিম সুপারস্টার। এর আগে ২০১৮ সালে বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেন তিনি।

সমর্থক ও সাংবাদিকদের ভোটে মৌসুম সেরার স্বীকৃতি পেয়েছেন আগেই। এবার ইংল্যান্ডে খেলা সব পেশাদার ফুটবলারের ভোটেও বর্ষসেরা নির্বাচিত হলেন লিভারপুলের মিসরীয় ফরোয়ার্ড। গত মৌসুমে লিভারপুলকে এফএ কাপ ও লিগ কাপ জেতানোর পাশাপাশি দলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে তুলেছিলেন সালাহ। এছাড়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রানার্সআপ হয় অলরেডরা।

পথমেলাত্তোর সংবাদ সম্মেলনে যা বললেন পল খান

(শেষের পাতার পর)

মেলা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই মূল আয়োজক নাসির আলী খান পল সংবাদ সম্মেরন করেছেন। গত ২৯ মে রোববার এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন ৪ জুন শনিবার। জ্যামাইকা বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইনক'র ব্যানারে এই মেলার আয়োজন করা হয়। পল খান এই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং মেলার আহ্বায়ক ছিলেন।

জ্যামাইকার একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নাসির আলী খান পল তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, পথমেলার মাত্র ৬ দিনের মাথার প্রেস এর সামনে কিছুটা হিসাব নিয়ে হাজির হতে পেরে আমরা আনন্দিত। নিউইয়র্কে এই রীতিটা একটু ব্যতিক্রম। সর্ব প্রথমে স্বীকার করছি এত বড় একটা মেলা করতে গিয়ে কিছুটা ভুল ত্রুটি আমাদের হয়েছে। তবে নিজের প্রানপ্রিয় আদরের মেয়েটার বিয়েতেও বাপ মার কিছু অজান্তে ভুল হয়ে যায়। আমাদের এই অনইচ্ছাকৃত ভুলর জন্য আমাদের দর্শকদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

সব থেকে আনন্দের বিষয় যে আমরা আজকে বাংলাদেশের হতভাগা পথ শিশুদের জন্য 'ছায়াতল' বাংলাদেশের প্রতিনিধির হাতে ২,০৪৩ ইউএস ডলারের চেক বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই প্রথমবারের মত পথ শিশুদের পাইলট প্রোগ্রামটা আমরা মনে করি স্বার্থক হয়েছে, সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

পল কান বলেন, আমরা 'জাগরণ' নামে বাংলাদেশী এক সংগঠনকেও সাহায্যের কথা বলেছিলাম। আমাদের আরও কিছু অর্থ কালেক্ট হলে সেটা জাগরণ-কে দেওয়া হবে। পরবর্তিতে তা জানানো হবে।

পথমেলার আয়োজন ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে পল খান বলেন, আমাদের পোস্টার এবং সমস্ত প্রচারে অনুষ্ঠান এর সময় ছিলো বেলা ২-৮টা পর্যন্ত। রেকর্ডেড স্টোপেজ টাইম ছিলো সন্ধ্যা ৭:৭৫ পিএম। মাত্র ১৫ মিনিট আগে অনুষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। বার্তা সংস্থা ইউএনএ'র রিপোর্টে ১ ঘন্টা আগে বন্ধ হয়েছে। যা ভুল তথ্য। সময়ের স্বল্পতার জন্য র‍্যাফেল ড্র করতে পারিনি এটা আমাদের অপরাগতা। তবে সবাইকে টিকিটের পয়সা ফেরত দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ঐদিন কেউ টিকিট ফেরত না নেন তাহলে সেটা আমরা পথ শিশুদের ফান্ড এ প্রদান করবো। শিল্পী কনক চাপা একটি সৌজন্যেমূলক গান দর্শকদের অনুরোধে গেয়েছেন। কনক চাপার গান না করার প্রধান কারণ কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট উইথ আলম খান। কেননা এনআরবি এওয়ার্ড অনুষ্ঠানে কনক চাপা প্রধান শিল্পী এবং সেটা গেট এ প্রবেশমূল্য ৬০-১০০ ডলার ছিল। কনক চাপা যদি আমার প্রবেশ মূল্য ছাড়া অনুষ্ঠানে গান করতেন তবে সেটা আলমের অনুষ্ঠানে অ্যাফেক্ট হতো। এটা চিন্তা করে উনি গান না করে ছায়াতল বাংলাদেশের এ্যাম্বাসেডর হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন।

পল খান বলেন, স্পন্সর এ অনেকের নাম আছে। তাদের পারমিশন নিয়ে আমরা তাদের প্রচারনা দিয়েছি। আজ অবদি মাত্র ৫০% আমাদের রেসপন্স করেছে বাকিরা চিরচারিত প্রথা অনুযায়ী এখনও যোগাযোগ করছে না। আমাদের সব কালেকশন শেষ হলে কমিটি মিটিং-এ আবার ফাইনাল হিসাব নিয়ে বসবো ইনশাল্লাহ। তিনি বলেন, ভাল কাজ করতে গেলে সমালোচনা হবে। তবে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে অন্য একজনের প্ররোচনায় ন্যাক্কারজনকভাবে রিপোর্ট লিখেছেন। আমরা ইয়েলো জার্নালিজম এর নিন্দা জ্ঞাপন করছি।

তিনি বলেন, আমাদের পথলো নিয়ে যারা অভিযোগ আনছে, তাদের অধিকাংশ পথ শিশুদের এক পয়সা দেয় নি। বরং তারা আবার হিসাব চায়। তিনি বলেন, জ্যামাইকায় বিশাল এক নেতৃত্বের সংকট রয়েছে। এখানে নেতা বেশী, কর্মি নেই। সেই জন্যই আমি ভুল নেতৃত্ব দিতে চাই না।

সংবাদ সম্মেলনে 'ছায়াতল'-এর পক্ষ থেকে চেক গ্রহণ করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিনহাজ আহমেদ সাম্মু। চেকটি গ্রহণকালে তিনি বলেন, এটি ভালো উদ্যোগ। চেকটি নিউইয়র্কে ক্যাশ করে তার সমুদয় অর্থ বাংলাদেশে ছায়াতল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।



শঙ্কা ও বহুমুখী চ্যালেঞ্জের বাজেট
কর খেলাপিদের বন্ধ হবে গ্যাস বিদ্যুত ও পানি
* যোগ্যদের করের আওতায় আনা হবে

ঢাকা ডেস্ক: বৈশ্বিক ও মূল্যস্ফীতির মতো সংকট মোকাবিলা করতে গিয়ে নানা শঙ্কা মাথায় রেখেই বহুমুখী চ্যালেঞ্জের বাজেট প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। আগামীতে যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে আয় বাড়ানো ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঝুঁকিমুক্ত রাখার দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দিয়েছেন। এজন্য করমুক্ত আয়সীমা না বাড়িয়ে আয়কর থেকে আরও বেশি টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নজর দেওয়া হয়েছে আমদানিকৃত ব্যবহার্য পণ্যে বেশি শুল্ক আরোপের ওপর। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ভ্যাট বেশি আদায় ও নতুন করে ব্যক্তি আয়কর দাতার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।

এছাড়া গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম পর্যায়ক্রমে সমন্বয় করা হবে-এমন ঘোষণাও আছে প্রস্তাবিত বাজেটে। তবে করোনা সংক্রমণের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর ওপর। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে মধ্যবিত্তের জন্য তেমন কোনো সুখবর দিতে পারেননি অর্থমন্ত্রী।

কারণ মূল্যস্ফীতির হার বাড়লেও কমানো হয়েছে রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের সীমা। ফলে সঞ্চয়পত্র থেকে আয়ের পথ সংকুচিত হবে। আর নিত্যব্যবহার্য পণ্যের শুল্ক-কর বাড়ানো এবং ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করায় জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ার শঙ্কা থাকছেই।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। 'কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন' শিরোনামে এই বাজেট অর্থমন্ত্রী হিসাবে তার চতুর্থতম। বাজেটের আকার ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তব্যে আগামী অর্থবছরের জন্য ৬ ধরনের চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা ; গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাড়তি হারে ভর্তুকির জন্য অর্থের সংস্থান; বৈদেশিক সহায়তার অর্থ ব্যবহার এবং উচ্চ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোর কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন; অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজন কর সংগ্রহের পরিমাণ ও ব্যক্তি আয়করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা।

তিনি উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ৮ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে-ভর্তুকি বাড়ানো, দরিদ্রদের মধ্যে কম দামে খাদ্য বিতরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে শুল্ক হ্রাস, বিলাসী পণ্য আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি আয় বাড়ানো। এছাড়া রেমিট্যান্স, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, কৃষি উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।

অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেন, এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের অন্তত কৌশলী হতে হবে। কোনো একটি সমস্যা সমাধান না করা গেলে তা সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারে। তিনি আর্থিক অভিঘাত মোকাবিলায় ৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন।

এদিকে অর্থনীতিবিদ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, আগামী নির্বাচনের আগে এ বাজেট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর পরবর্তী বাজেট এ সরকার ঘোষণা দিলেও সেটি বাস্তবায়নে মাত্র ছয় মাস সময় পাবেন। ফলে এটি হবে বর্তমান সরকারের পূর্ণাঙ্গ শেষ বাজেট। এ বাজেট ভোটার আকৃষ্ট করার ওপর নির্ভর করবে।

বিদ্যমান চাহিদার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরবরাহ বাড়ানো হবে-এটি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মূল কৌশল হিসাবে নেওয়া হয়েছে। মূল্যস্ফীতি আগামী বছর ৫.৬ শতাংশের মধ্যে বলে আশা করছেন অর্থমন্ত্রী। সে লক্ষ্যে আমদানিনির্ভর ও কম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ব্যয় বন্ধ রাখা হবে। নিম্ন অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়ন গতি হ্রাস করা হবে।

একই সঙ্গে মধ্যম ও উচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা হবে।

দেশ থেকে বিভিন্ন উপায়ে পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ কর দিয়ে বৈধ করার সুযোগ রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত বাজেট। এই প্রক্রিয়ায় কর দিয়ে অর্থ বৈধ হয়ে গেলে তা নিয়ে প্রশ্ন করবে না কর্তৃপক্ষ।

এদিকে আয় বৈষম্য কমাতে সাধারণ মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন। তার জন্য দরকার পরিকাঠামোর প্রসার। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আহরণে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি। অথচ তার আর্থিক নীতির কোথাও বৈষম্য নিরসনের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই।

বাজেটের কর ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তনের উল্লেখ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়তে কোম্পানির করপোরেট কর হ্রাস, এক ব্যক্তির কোম্পানিতে কর ছাড় এবং স্টার্টআপ কোম্পানির কর হ্রাসের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

তৈরি পোশাক খাতে করপোরেট কর সাধারণ গার্মেন্টসের জন্য ১২ শতাংশ এবং সবুজ কারখানার জন্য ১০ শতাংশ। অন্যান্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত দিতে হয়। রপ্তানি পণ্যের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সব ধরনের রপ্তানিমুখী শিল্পের করপোরেট কর ১২ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে।

এছাড়া স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের আয়কর রিটার্ন দাখিল ছাড়া অন্য সব ধরনের রিপোর্টিংয়ের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দেওয়া, কোম্পানির লোকসান ৯ বছর পর্যন্ত সমন্বয়, ব্যয়সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার এবং টার্নওভার কর দশমিক ৬০ শতাংশ থেকে দশমিক ১০ শতাংশ করা হয়েছে।

এদিকে ব্যবসা পরিচালনা সহজ করাসহ ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী। এজন্য খরচ কমানোর লক্ষ্যে উৎসে কর উৎপাদকদের কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে ৭ শতাংশ কমিয়ে ৪ শতাংশ, ব্যবসায়িক পণ্যের সরবরাহে ৭ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ এবং সরকারি ছাড়া অন্য বই সরবরাহের ক্ষেত্রে ৭ নামিয়ে ৩ শতাংশ করা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রসারের জন্য অনাবাসী ব্যান্ডউইথ পেমেন্টের ওপর উৎস কর হার ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ এবং বিদেশি সংস্থাগুলোতে পরিষেবা প্রদান থেকে উৎস কর ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে।

এছাড়া বেভারেজ বা পানীয়র কাঁচামাল, পরিষেবা রপ্তানি, অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচলকারী জাহাজ ও বাণিজ্যিক যানবাহন আমদানিকালে সমন্বয়ের পর ৫ শতাংশ কর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য করা হবে। বাবা-মা সন্তানের কাছ থেকে কোনো জমি-অর্থ উপহার পেলে তা করমুক্ত রাখা হবে।

এছাড়া আমদানি করা পণ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে। যাদের কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে, আগামী অর্থবছরে তাদের খরচ বাড়বে। কারণ কফি আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে ২০ শতাশ। বর্তমান মোবাইল একটি প্রয়োজনীয় পণ্য।

স্মার্ট সেটের ওপর ৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করায় এর দাম বাড়বে। সব ধরনের বিড়ি ও সিগারেটের মূল্যস্তর বাড়ানো হয়েছে। এতে বিড়ি ও সিগারেটের দাম বাড়তে পারে। এ ছাড়া ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের দাম বৃদ্ধিরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

দেশীয় ফ্রিজ উৎপাদনে অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার এবং আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়। এতে আগামীতে ফ্রিজ কেনার খরচ বেড়ে যাবে। ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে কম্পিউটার প্রিন্টারের। বেশি হারে সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হয়েছে ২০০০ সিসির বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়িতে।

দুগ্ধজাত পণ্য দই-চিজ আমদানিতে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। দেশে ইলেকট্রিক মোটর উৎপাদিত হওয়ায় আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ৫ শতাংশ আরও বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া সোলার প্যানেল, গ্যাস লাইটার, বাসা-বাড়ির কাজে ব্যবহৃত পানির ফিল্টারে শুল্ক আরোপ করা হয়।

এ ছাড়া পিপিই ও আরটি-পিসিআর কিট উৎপাদন ও প্রস্তুত করার কাঁচামাল আমদানির ওপর বিদ্যমান শুল্ককর মওকুফের সুবিধা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাজস্ব আহরণে নজর দিয়েছেন কর সংগ্রহে অটোমেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। এ ছাড়া বাড়ানো হবে ভ্যাট ও আয় করের নেট। বিলাসী ও অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিরুৎসাহিত করা হবে।

দেশে চার কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত ও উচ্চ বিত্ত। যার অধিকাংশই আয়কর দিচ্ছে না। করযোগ্য আয়ধারী সবাইকে কর জালের আওতায় আনা হবে। এক কোটি টিনধারী সংখ্যা উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

নতুন যা থাকছে : বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় বাজেটে বিনিয়োগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর খাতে ৩০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

উদীয়মান শিল্পকে ভ্যাট অব্যাহতির সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি চলমান সুবিধার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। মোটরগাড়ি উৎপাদন শিল্পে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা পাচ্ছে। টিআইএন (করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর) সনদ দিয়ে সরকারি কিছু সেবা পাওয়া যেত। আগামী অর্থবছর থেকে সেসব সেবা পেতে রিটার্ন জমার স্লিপ দিতে হবে। করজাল বাড়াতে আগামী বাজেটে অভিনব উদ্যোগও থাকছে। যেমন সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে টিআইএনের পরিবর্তে রিটার্ন জমার স্লিপ ঝোলানো বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

এর ব্যত্যয় ঘটলে সর্বনিম্ন পাঁচ হাজার এবং সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান করা হচ্ছে। এর ফলে ছোট-বড় সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে রিটার্ন জমা দিতে হবে। শুধু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়, ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদেরও রিটার্ন জমার ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি আরোপ করা হচ্ছে।

করখেলাপিদের শায়েস্তা করার উদ্যোগও থাকছে। সময়মতো কর পরিশোধ না করলে বাসাবাড়ি অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির লাইন বিচ্ছিন্ন করার বিধান রাখা হচ্ছে।

বাজেটে সব ধরনের পলিথিন ও প্লাস্টিক ব্যাগের ওপর ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। উভেন প্লাস্টিক ব্যাগসহ মোড়কজাত করার পলিথিনও রয়েছে শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাবে।

স্থানীয় উৎপাদক পর্যায়ে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং কর বোঝা কমাতে এ উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে বাজেট বক্তৃতায় জানান অর্থমন্ত্রী। এদিকে পরিবেশবাদীরা এ প্রস্তাবের নিন্দা করে বলেছেন, এতে পরিবেশের জন্য প্রচণ্ড ক্ষতিকর একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয় (সিঙ্গেল ইউজ) এমন প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়বে।

আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে খেলাপি ঋণের ওপর করারোপ করা হয়। বর্তমানে কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণ মওকুফ করলে করমুক্ত সুবিধা আছে। নতুন নিয়মে প্রাতিষ্ঠানিক করদাতাদের খেলাপি ঋণ মওকুফ করা হলে করযোগ্য আয় হিসাবে গণ্য হবে।

মন্দ ঋণের প্রবণতা হ্রাস করতেই বাজেটে এ পদক্ষেপ থাকছে। কোভিড অভিঘাত ও মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় আগামী বছর ৫০ লাখ গরিব মানুষকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে। সারের ভর্তুকি দেওয়া হবে ১৬ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে প্রথম সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

স্বাস্থ্য খাত উন্নয়নে সমন্বিত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিলে আরও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া করোনা মোকাবিলায় আরও পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ থাকছে।

তবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে আগামী অর্থবছরে এক কোটি ১৩ লাখ ৫৭৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এটি মোট বাজেটের ১৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এই উপকারভোগীদের মধ্যে তিন লাখ ৫৭ হাজারজন নতুন প্রতিবন্ধীকে ভাতার আওতায় আনা হবে।

তাদের ভাতা ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ টাকা করা হচ্ছে। এ ছাড়া মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে দুই লাখ ৯ হাজার। এতে মোট উপকারভোগী হবে ১২ লাখ ৫৪ হাজার।

এ খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এক হাজার ২৪৩ কোটি টাকা। বৈশ্বিক সংকটের কথা তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশের বাজারে আমদানি ব্যয় অতিরিক্ত বেড়েছে ৮২০ কোটি মার্কিন ডলার। জ্বালানি তেল, এলএনজি, গম, রাসায়নিক সার ও পামঅয়েল, কয়লা, ভুট্টা ও চাল আমদানিতে এই ব্যয় বেশি হয়েছে। পাশাপাশি জ্বালানি তেল, সার, গ্যাস ও বিদ্যুতের ভর্তুকি বাবদ আগামী বছরে গুনতে হবে ৮২ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা।

এই ভর্তুকি ব্যয় আগামী বছরের জন্য চ্যালেঞ্জ মনে করছেন। তবে এই ব্যয় আরও ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বাড়ার আভাস দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা চালু করবে। এ জন্য একটি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি পরিচালনা করা হবে। একটি ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনের চিন্তা করছে সরকার।

বাজেট কাঠামো: রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তিন লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে এনবিআর কর তিন লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা এবং এনবিআরবহির্ভূত কর ১৮ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া কর ব্যতীত রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য ৪৫ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এ বছর বৈদেশিক অনুদান পাওয়ার আশা হচ্ছে তিন হাজার ২৭১ কোটি টাকা।

আগামী বছরে পরিচালনা খাতে ব্যয় হবে চার লাখ ১১ হাজার ৪০৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে আবর্তক ব্যয় তিন লাখ ৭৩ হাজার ২৪২ কোটি টাকা। এই আবর্তক ব্যয় থেকে দেশীয় ঋণের সুদ ৭৩ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক ঋণের সুদ খাতে ব্যয় হবে সাত হাজার ২০০ কোটি টাকা।

আর মূলধনীয় ব্যয় ৩৮ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা। এ ছাড়া উন্নয়ন খাতে খরচ করা হবে ২৫৯ হাজার ৬১৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) আকার দুই লাখ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা।

এডিপিবহির্ভূত বিশেষ প্রকল্পে সাত হাজার ৭২১ কোটি টাকা এবং কাজের বিনিময় খাদ্য কর্মসূচিতে ব্যয় হবে দুই হাজার ৬৭৫ কোটি টাকা। পাশাপাশি ঋণ ও অগ্রিম খাতে ছয় হাজার ৫০১ কোটি টাকা ও খাদ্য খাতে ৫৪০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

নতুন বাজেটে ঘাটতি (অনুদানসহ) হবে দুই লাখ ৪১ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা। এটি মোট জিডিপির ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক ঋণ নেওয়া হবে এক লাখ ছয় হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া বিদেশি ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা হলো ৯৫ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা। অন্যান্য খাতে নেওয়া হবে পাঁচ হাজার এক কোটি টাকা।

জাতীয় সংসদে ঋণনির্ভর ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার এই বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন

ঢাকা ডেস্ক: বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম মুস্তফা কামাল। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে নতুন অর্থবছরের জন্য ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার এই বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তিনি। এতে রেকর্ড ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি পূরণ করতে হবে দেশি-বিদেশি ঋণ থেকে। 'কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন'- শিরোনামে অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় নানামুখী চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নানামুখী পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারি ব্যয় সংকোচন, চাহিদার প্রবৃদ্ধি হ্রাসের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের মূল কৌশল হবে বিদ্যমান চাহিদার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরবরাহ বাড়ানো। প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশে ধরে রাখার লক্ষ্য ধরা হয়েছে। যদিও বিদ্যমান মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তুলনা করে অর্থনীতিবিদরা বলছেন মূল্যস্ফীতির এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সরকারকে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। ব্যাপক মূল্যস্ফীতির কারণে জনজীবন চাপে পড়লেও করমুক্ত আয়সীমা আগের মতো তিন লাখ টাকাই রাখা হয়েছে।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে চাপে থাকা সাধারণ মানুষের জন্য বাজেটে বড় কোনো সুখবর নেই। বরং অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সারের দাম ধাপে ধাপে বাড়ানোর কথা বলেছেন। এসব সেবা ও পণ্যে মূল্যবৃদ্ধি হলে নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষ নতুন করে চাপে পড়বে। এছাড়া মূল্যবৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষ যে অসহনীয় পরিস্থিতিতে রয়েছে তা থেকে উত্তরণেও তেমন কোনো নির্দেশনা নেই প্রস্তাবিত বাজেটে। চাহিদার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থমন্ত্রী যে কথা বলেছেন এটি বাস্তবসম্মত নয় বলে মনে করা হচ্ছে। বাজেট ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যে রেকর্ড পরিমাণ ঋণ নেয়ার কথা বলা হয়েছে এতে বেসরকারি খাতের ওপর চাপ বাড়বে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন।

নানা চ্যালেঞ্জের বাজেটে অর্থমন্ত্রী সব কর্মজীবীকে অবশ্য আশার বাণী শুনিয়েছেন। বাজেটে সার্বজনীন পেনশন সুবিধা চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ কর দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনার সুযোগ দেয়ার কথাও বলা হয়েছে বাজেট প্রস্তাবে। যদিও এই অর্থের বিষয়ে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে দ্বিমত করেছেন অর্থনীতিবিদরা। অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশের পর সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, যে লক্ষ্যে বাজেটে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছে সেগুলো অপরিপূর্ণ। বাজেটে অন্তত ৭টি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলেও মনে করে সংস্থাটি।

বৃহস্পতিবার (৯ জুন) উপস্থাপিত বাজেট বাংলাদেশের ৫১তম এবং অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম মুস্তফা কামালের চতুর্থ বাজেট। নতুন অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট বিদায়ী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের (৫ লাখ ৯৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা) চেয়ে ১৪.২৪ শতাংশ বেশি। টাকার ওই অংক বাংলাদেশের মোট জিডিপি'র ১৫.২৩ শতাংশের সমান। বিদায়ী অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটের ১২ শতাংশ বেশি এবং জিডিপি'র ১৭.৪ শতাংশের সমান।

বৃহস্পতিবার বিকালে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদে প্রায় দুই ঘণ্টা সময়ে উপস্থাপিত বাজেটের বিভিন্ন দিক ভিজ্যুয়ালি উপস্থাপন করা হয়। এর আগে সংসদ ভবনে মন্ত্রিসভার বিশেষ সভায় বাজেট অনুমোদনের পর ওই প্রস্তাবে সই করেন প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদ।

অর্থমন্ত্রী পৌনে সাত লাখ কোটি টাকার যে বাজেট প্রস্তাব করেছেন তার ১৫.৭ শতাংশ যোগাড় করতে হবে ব্যাংক ঋণ থেকে। বাজেটের ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব খাত থেকে যোগান দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। চলতি বাজেটের চেয়ে রাজস্ব খাতে বাড়তি ১২ শতাংশের মতো আয় করতে হবে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় এই আয় বাড়ানোকে বড় চ্যালেঞ্জ মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতি থাকবে ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকার বেশি, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এই ঘাটতি মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তুলনায় ৫.৫ শতাংশ। করোনা মহামারির আগে প্রায় এক যুগ এই ঘাটতির পরিমাণ জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে ছিল। মহামারি শুরুর পর থেকে বাড়তি টাকা যোগানোর চাপে গত দুই বছরের বাজেটে ঘাটতি জিডিপি'র ৬ শতাংশ ছাড়ায়। প্রস্তাবিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাতের মধ্যে ব্যাংকিং খাত থেকে রেকর্ড ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার লক্ষ্য ধরা হয়েছে। যা মোট ব্যয়ের ১৫.৭ শতাংশ। এ ছাড়া সঞ্চয়পত্র থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত থেকে আরও ৫ হাজার কোটি টাকা নেয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বাজেটে সম্ভাব্য বৈদেশিক অনুদান পাওয়ার পরিমাণ ধরা হয়েছে সোয়া ৩ হাজার কোটি টাকা। এবার দেশি-বিদেশি ঋণের জন্য ৮০ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকা খরচ হবে বলে বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে। যা মোট অনুন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ২০ শতাংশ।

বাজেটে অর্থায়নের উৎস হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর থেকে ৫৪.৬ শতাংশ, অভ্যন্তরীণ ঋণ থেকে ২১.৬ শতাংশ, বৈদেশিক ঋণ থেকে ১৪.১ শতাংশ, কর ব্যতিত প্রাপ্তি থেকে ৬.৬ শতাংশ আহরণের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর থেকে ৩৮.২ শতাংশ, আয়কর থেকে ৩২.৭ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক থেকে ১৫.৮ শতাংশ, আমদানি শুল্ক থেকে ১১.৯ শতাংশ আয় করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বাজেটে।

নতুন অর্থবছরের বাজেটে বেশ কিছু পণ্য ও সেবার ওপর কর ও শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। কমানো হয়েছে কিছু পণ্যের। এর মধ্যে মুড়ি, চিনি আর গমের মতো খাদ্যপণ্যের উপর থেকে কর ও শুল্ক কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের পরীক্ষা ও সুরক্ষা সরঞ্জামের ওপর থেকে তুলে নেয়া হয়েছে শুল্ক কর মওকুফের সুবিধা। তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে মোবাইল ফোনের ব্যাটারি, চার্জার ও ইন্টারেকটিভ ডিসপ্লে-এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। তাই এসব পণ্যের দাম কমতে পারে। রডের ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রতি মে. টন ৫০০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাই রডের দাম কিছুটা কমতে পারে। পরিবেশবাদীদের আপত্তি থাকলেও এবার বাজেটে পলিথিন ও প্লাস্টিক ব্যাগ, মোড়ক সামগ্রীর ওপর বিদ্যমান ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। এতে পলিথিন ও প্লাস্টিক ব্যাগের দাম কমতে পারে। নিবন্ধিত হাঁস-মুরগির খামারের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির আগাম কর অব্যাহতির প্রস্তাব করা হয়েছে। গোখাদ্যের উৎপাদন ব্যয় কমাতে সুগারকেইন মোলাসেস'র ওপর আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে এই শিল্পের সুবিধা হতে পারে।

প্রস্তাবিত বাজেটে মোবাইল টেলিফোন সেটের ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিদ্যমান ৫ শতাংশ মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। এতে এই পণ্যের দাম বাড়বে। কোভিড-১৯ এর টেস্ট কিট, প্রটেকটিভ গার্মেন্টস, ফেইস শিল্ড, মেডিকেল প্রটেকটিভ গিয়ার, প্রটেকটিভ চশমা এবং মাস্ক এর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। এতে করোনা সুরক্ষা সামগ্রীর দাম বাড়বে। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো ও রাজস্ব আয় বাড়ানোর কথা বলে বাজেটে সিগারেটের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

গলায় কাঁটা বিঁধলে কী

(শেষের পাতার পর)

খেতে পারেন না। কেউ আবার খুব তাড়াহুড়ো করে খান কিংবা খেতে বসে অনেক কথা বলেন। আর সেই অসাবধানতাতেই মাছের কাঁটা গলায় ফুটে যায়। তারপরই শুরু হয় গলার মধ্যে অস্বস্তি, খচখচে ভাব। গলায় মাছের কাঁটা বিঁধলে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। যেমন-

পাকা কলা খান: গলায় আটকে থাকা মাছের কাঁটা নামাতে পাকা কলা খান। কলায় ছোট্ট করে কামড় দিন। অল্প চিবিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করুন। এতে সহজেই গলা থেকে কাঁটা নেমে যাবে।

ভেজা পাউরুটি: পাউরুটির ছোট টুকরো চিবিয়ে না খেয়ে গিলে ফেলুন। কিংবা এক টুকরো রুটি দুধে ভিজিয়ে চিপড়ে নিন। এবার ছোট বলের মতো রোল করে গিলে ফেলুন। এতে উপকার পাবেন।

ভাত খান: শুকনো ভাত ভালো করে দলা পাকিয়ে গিলে নিন। চেবাবেন না। এভাবে কয়েকবার খেলে ভাতের আঠা মাছের কাঁটাকে নিচে নামিয়ে দেয়।

লেবু: মাছের কাঁটা দ্রুতই নরম করে তুলতে পারে লেবু। গলায় কাঁটা ফুটলে এক টুকরো লেবুতে একটু লবণ মাখিয়ে নিন। এবার চুষে চুষে লেবুর রস খান। লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড কাঁটা গলিয়ে হজম করিয়ে দিতে পারে।

ভিনেগার: গলা থেকে মাছের কাঁটা নামাতে দারুণ কাজ করে ভিনেগার। তাই পানির সাথে সামান্য ভিনেগার মিশিয়ে খেলে কাঁটা সহজেই নেমে যাবে।

প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যর্থ হলে: বাড়িতে এ ব্যবস্থা নেয়ার পরেও যদি কাঁটা দূর না হয়, তাহলে দেরি না করে নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হোন। তিনি টাং ডিপ্রেসর যন্ত্রের সাহায্যে জিব নামিয়ে গলার ভেতরটা ভালোভাবে দেখে নিয়ে কাঁটা বের করতে পারেন। তবে গলার খুব বেশি ভেতরের দিকে কাঁটা আটকালে ফাইবার অপটিক ল্যারিঙ্গোস্কোপ কিংবা খাদ্যনালীর উপরের অংশের এন্ডোস্কপির সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

বিড়ালের পা ধরে লাভ নেই: গলায় কাঁটা আটকালে বিড়ালের পায়ে ধরা সংক্রান্ত কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এটি একেবারেই অমূলক ধারণা। এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক কাজে মূল্যবান সময় নষ্ট করে রোগীর মূল চিকিৎসায় দেরি করা একেবারেই ঠিক নয়।

মেরিল্যান্ডে বন্দুক হামলায় নিহত ৩

(শেষের পাতার পর)

একটি কারখানায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। ওয়াশিংটন কাউন্টি শেরিফের অফিসের তরফে জানানো হয়েছে যে, দুপুর আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। হামলার ঘটনার পর এক সংবাদ সম্মেলনে কাউন্টি শেরিফ ডগলাস মুলেনডোর জানান, সন্দেহভাজন ওই হামলাকারী পশ্চিম ভার্জিনিয়ার এবং তার বয়স ২৩ বছর। কলম্বিয়া মেশিনে কাজ করতেন ওই তরুণ। একশটিরও বেশি দেশে গ্রাহকদের কংক্রিট পণ্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে এই কারখানা। তবে সন্দেহভাজন ওই তরুণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। হামলায় একটি আধা-স্বয়ংক্রিয় হ্যান্ডগান ব্যবহার করা হয়েছিল বলেও জানান তিনি।

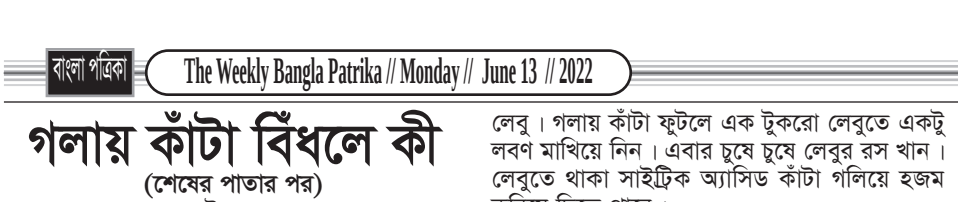
সম্প্রতি বন্দুক হামলা কয়েক দফা বেড়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে। এসবের পেছনে করোনা মহামারি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ২০২০ সালে রাজনৈতিক সহিংসতা এসবও ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চলতি বছর এ পর্যন্ত দেশটিতে ১১০টি বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। সূত্র: ইউএসএ টুডে, এনবিসি নিউজ

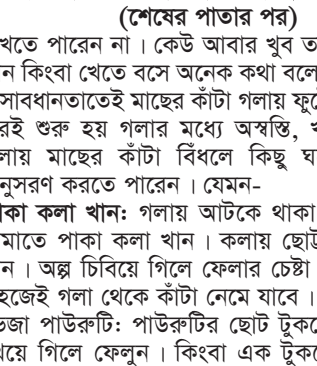


Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"



যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ পেলেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

(শেষের পাতার পর)

প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। বৃহস্পতিবার (৯ জুন) জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ উচ্চ পর্যায়ের এ নিয়োগের ঘোষণা দেন। এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিসের একজন নারী কূটনীতিক জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পেলেন। এই মূহুর্তে জাতিসংঘ সিস্টেমে একজন বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমাই হতে যাচ্ছেন সর্বোচ্চ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার এই নিয়োগ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের নিবিড় অংশগ্রহণ ও বাংলাদেশী পেশাদার কূটনীতিকদের গ্রহণযোগ্যতারই বহি:প্রকাশ।

নিয়োগের বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের ঘোষণার পর এক প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, "আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে এ সুযোগ করে দিয়েছেন। আমার উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে তিনি আমাকে নিয়োগ দিয়েছেন। আমি জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতি কৃতজ্ঞ। স্বল্পোন্নত দেশ, ভূবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের উচ্চ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব আমার উপর যে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, আমি কাজের মাধ্যমে তার প্রতিফলন দেখাতে চাই"।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিসে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার রয়েছে ৩০ বছরেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা যেখানে তিনি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক কূটনীতি, নীতি নির্ধারণ, অ্যাডভোকেসি, কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। এর আগে তিনি জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত (২০১৬-২০১৯) ছিলেন।

স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে রাবাব ফাতিমা জাতিসংঘ শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের সভাপতি, ইউএন উইমেন এক্সিকিউটিভ বোর্ড প্রেসিডেন্ট এবং ৭৬তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহ-সভাপতির মতো মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এলডিসি-৫ এর প্রস্তুতিমূলক কমিটির কো-চেয়ার, ইউনিসেফ এক্সিকিউটিভ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ এবং ইউএনওপিএসের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

পেশাদার কূটনীতিক রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র সার্ভিসে যোগদান করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি নিউইয়র্ক ও জেনেভাস্থ জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এবং কোলকাতা ও বেইজিং এ বাংলাদেশ দূতাবাসে দায়িত্ব পালন করেন।

মানবাধিকার বিষয়াবলীতে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার রয়েছে ব্যাপক অভিজ্ঞতা। লন্ডনস্থ কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটে মানবাধিকার বিভাগের প্রধান, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রতিনিধি এবং একই সংস্থার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিবাসন বিষয়ক আঞ্চলিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাও রয়েছে এই কূটনীতিকের। তিনি টাফটস ইউনিভার্সিটির ফ্লেচার স্কুল অফ ল অ্যান্ড ডিপ্লোমেসি থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামাজিক বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে রাবাব ফাতিমা বিবাহিত এবং এক কন্যা সন্তানের জননী। তার জীবনসঙ্গী কাজী ইমতিয়াজ হোসেনও পেশাদার কূটনৈতিক। বর্তমানে তিনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিরবেই চলে গেলো এনামুল মালিকের মৃত্যুবার্ষিকী

(শেষের পাতার পর)

শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কোন আনুষ্ঠানিকতা দেখিনি। নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটি'র আলোচিত সভাপতি ছিলেন। আমি কখনও ওনাকে সরাসরি দেখিনি। তবে কল্যাণমূলক কাজের অনেক প্রশংসা শুনেছি। তিনি শুধু 'বাংলাদেশ সোসাইটি'র কৃতী সভাপতি নন। বৃহত্তর কুমিল্লা এসোসিয়েশনেরও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। আরও একাধিক সংগঠনের উপদেষ্টা, পরামর্শদাতাও ছিলেন। সবচে বড়ো গুণ তিনি ছিলেন 'দাতা হাতেমতাই'। দান-অনুদানে স্মৃতিময় হয়ে আছেন এই মহীরুহ। প্রবাসে বাঙালী কমিউনিটির বিকাশে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।

ব্যক্তিজীবনে ছিলেন ফার্মাসিস্ট, সমাজসেবী। বিশাল ওষুধ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন আমেরিকায়। কমিউনিটির অসংখ্য অসহায় প্রবাসী পেয়েছিলেন কর্মসংস্থান। কঠোর পরিশ্রমী হিসেবেও সুবিদিত ওনার নাম। কষ্টার্জিত অধিকাংশ অর্থই দান-খয়রাতে নিবেদিত। অনেক মসজিদে গিয়ে শুনেছি- গোপন অনুদানের কথা। পৈতৃকবাস বাংলাদেশের অগ্রবর্তী এলাকা বৃহত্তর কুমিল্লায়। জন্মধন্য এই মানুষটি প্রবাসে প্রয়াত হন ২০১৫-এর ৩ জুন।

কথায় বলে, কেউ ভোলে কেউ ভোলে না। কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ার ফেসবুকে সরব। ওনাকে স্মরণের জন্যে মহাধন্যবাদ এই সুহৃদ-সংগঠককে।

প্রয়াণ দিবসে মহান এনামুল মালিকের প্রতি মহাশ্রদ্ধা। ওনার একাগ্রতা উত্তর প্রজন্মের জন্যে অনুপ্রেরণাসম। ওনার বিদেহী আত্মা স্বর্গবাসী হোক- একান্তকাম্য।

নিবেদন করছি প্রয়াতদের প্রতি নিবেদিত শ্রদ্ধাকাব্য।

প্রয়াত কৃতবিদ্যের বিদেহী আত্মাকে শ্রদ্ধা

যে আমি চলে যাব

যে আমি চলে যাব হারিয়ে দূর দেশে
আত্মা যাবে কই? যাবে কি উর্ধ্বে সে?
যে অমি শারীরিক মাংসে ভরপুর
আত্মা পালালেই সে আমি কর্পূর।
শরীর পড়ে থাকে; থাক না কাসকেটে
সবার অবহেলা, যাবে তো পাশ কেটে।
পিরিচ ভেঙে গেলে টুকরো থাকে পড়ে
পিরিচ গেলো কই? যায় না রাখা ধরে।
মেঝেতে এলোমেলো আত্মা দূরগামী
পিরিচ থাকলো না, হোক সে গূঢ় দামী,
মলিন টুকরোরা ডুকরে কেঁদে ওঠে
ময়লা ফেলা কোনো জলাতে ঠাঁই জোটে।
মানুষ এভাবেই শরীর ফেলে রাখে
নিকট আত্মীয় দু'হাত মেলে ডাকে,
স্মৃতির ভাঁজ খোলে কি কলরব ছিলো
একটু আগে যার পরণে সব ছিলো।
বিছানা আলমিরা কাপড় কতো তার,
রয়েছে স্মৃতি পড়ে হাজার সতোর।
আমিও থাকবো না, ফেরানো যিশু নই
জন্ম অতঃপর এমন শিশু নই।
আমি তো একজন, আগামী দিন আছে
হিসেব হবে ঠিক যা কিছু ঋণ আছে।
যে আমি চলে যাবো হারিয়ে দূর দেশে
আত্মা যাবে কই ? ছুটবে উর্ধ্বে সে।

নিউইয়র্ক, জুন ২০২২

e-mail: salemsuleri.ss@gmail.com

হজের ফরজ ও ওয়াজিব

(শেষের পাতার পর)

গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এসব বিধান পালন করা আবশ্যক। নিম্নে হজের ফরজ ও ওয়াজিব আমলগুলো তুলে ধরা হলো:

ফরজ বিধান : হজের ফরজ তিনটি। তা হলো-

১. ইহরাম বাঁধা। (সুনানে কুবরা, হাদিস : ৯১৯০)

২. জিলহজ মাসের ৯ তারিখ সূর্য হেলার পর থেকে ঈদুল আজহার দিন সুবহে সাদিক পর্যন্ত যেকোনো সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। এই সময়ের মধ্যে অতি অল্প সময়ও আরাফার ময়দানে অবস্থান করলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। (তিরমিজি, হাদিস : ৮১৪)

৩. আরাফায় অবস্থানের পর কাবা তথা বায়তুল্লাহ শরিফ সাতবার তাওয়াফ করা। যাকে তাওয়াফে জিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাজা বলা হয়।

ওয়াজিব বিধান : হজের ওয়াজিব ছয়টি। তা হলো-

সামান্য সময়ের জন্য হলেও মুজদালিফায় অবস্থান করা। আর তা করতে হবে জিলহজের ১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৮; তিরমিজি, হাদিস : ৮১৫)

২. সাফা মারওয়ায় সাত চক্কর লাগানো। যাকে সায়ি বলা হয়। চক্কর লাগানো আরম্ভ হবে সাফা থেকে, আর শেষ হবে মারওয়ায়। (দারাকুতনি, হাদিস : ২৬১৫; মুসলিম, হাদিস : ২১৩৭)

৩. যথাসময়ে রমি করা তথা শয়তানকে পাথর মারা। (মুসলিম, হাদিস : ২২৮৬)

৪. তামাত্তু ও কেরান হজকারীরা দমে শোকর তথা হজের কোরবানি করবে।

৫. হারামে কোরবানির দিনগুলোতে মাথা মুড়ানো বা চুল ছোট করা। (মুসলিম, হাদিস : ২২৯৮; বুখারি, হাদিস : ১৬১৩)

৬. মক্কাবাসী ছাড়া অন্যরা তাওয়াফে সদর তথা তাওয়াফে বিদা করা। (মুসলিম, হাদিস : ২৩৫০)

আরো কিছু ওয়াজিব বিধান : উল্লিখিত ছয়টি হলো হজের ওয়াজিব। হজের আমলগুলোতে আরো কিছু ওয়াজিব রয়েছে। যেমন-

১. সতর ঢাকা। (সহিহ বুখারি)

২. মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। (সুনানে কুবরা, হাদিস : ৯১৯০)

৩. বার জিলহজ সূর্যাস্তের আগে তাওয়াফে জিয়ারত (ফরজ তাওয়াফ) সম্পন্ন করা। (মুসলিম, হাদিস : ২৩০৭)

৪. সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। (সহিহ মুসলিম)

৫. প্রত্যেক তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামাজ আদায় করা। (বুখারি, হাদিস : ১৫১১)

৬. তাওয়াফ অবস্থায় (অজু বা গোসল ফরজ হয় এমন অবস্থা থেকে) পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকা। (নাসায়ি, হাদিস : ২৮৭৩; মুসলিম, হাদিস : ২১৭৩)

৭. কেরান ও তামাত্তু হজকারী তারতিব বজায় রেখে তিনটি কাজ করা। তা হলো- ক. রমি, খ. কোরবানি, গ. হলক। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৯৮)

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

১০০ দিনের মধ্যে এস্টোরিয়ায় জালালাবাদ

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচনে 'জালালাবাদ ভবন' প্রতিষ্ঠাই ছিলো প্রার্থীদের মূল প্রতিশ্রুতি। নির্বাচন শেষে সেই প্রতিশ্রুতির কথাই জানালেন নির্বাচিত সভাপতি ও সম্পাদক।

এদিকে এবারের নির্বাচনে 'ভোট ব্যাংক' পেয়েই জয়ী হয়েছেন 'বদরুল-মঈনুল' প্যানেল। এমন তথ্যই নির্বাচনী ফলাফল তথা ভোট গণনার পর তা পর্যালোচনায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে। নির্বাচনের শুরু থেকেই 'বদরুল-মঈনুল' প্যানেল গঠন এবং এটিই একক প্যানেল হচ্ছে বলেও জনশ্রুতি ছিলো। কিন্তু কোন কোন প্রার্থী ও মহল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। ফলে এসোসিয়েশনের ১৯ টি পদের মধ্যে সভাপতি-সম্পাদকসহ ৫ পদে ভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাকী ১৪ পদের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেসরকারীভাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তারা সকলেই 'বদরুল-মঈনুল' প্যানেলের প্রার্থী ছিলেন।

অপরদিকে সভাপতি পদপ্রার্থী মাসুদুল হক ছানু ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী সাইকুল ইসলাম সংগঠনের অনিয়ম দূর করতে নেতৃত্বের পরিবর্তনের প্রত্যাশায় স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বলে তারা মিডিয়াকে জানান। তবে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্যানেল ভিত্তিক নির্বাচনের কোন সুযোগ নেই। অপরদিকে এই নির্বাচনে ৫টি পদেও জন্য লক্ষাধিক ডলার ব্যয়ের বিষয়টি নিয়েও কমিউনিটিতে নানা আলোচনা চলছে।

এদিকে ফলাফল ঘোষণার পর বেসরকারীভাবে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম তার বিজয়ী বক্তব্যে বলেন, আমরা আপনাদের (ভোটার) সম্মান রাখবো, আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করবো। তিনি ঘোষণা দেন যে, জালালাবাদ ভবন এস্টোরিয়াতেই হবে।

নির্বাচিত সভাপতি বদরুল হোসেন খান তার বিজয়ী বক্তব্যে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিস্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, প্রবাসী সকল জালালাবাদবাসী এক একজন অ্যাম্বাসেডর। তিনি অতীতের মতো আগামীতেও সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি ১০০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

সভপতি পদে বিজিত মাসুদুল হক সানু তার বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমি মনে করি আমি বিজয়ী হয়েছি। কেননা, বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচনে বিগত দিনে আমার বন্ধু বদরুল হোসেন খান দুই পরাজিত হওয়ার পর তৃতীয়বারের নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হন। আর আমি জালালাবাদে এবার প্রথম অংশ নিয়েছি। তিনি আগামী দিনে সবাইকে সাথে নিয়ে নির্বাচন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।





দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

মৌলভীবাজারে মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান ও সংবর্ধনা



যাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ মৌলভীবাজার: মৌলভীবাজার শহরস্থ বেঙ্গল কনভেনশন হলে অদম্য মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে।

আজ শুক্রবার ১০ জুন বিকাল ৩টায় এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক স্কলার্স ফাউন্ডেশন, মৌলভীবাজার। বিকাল ৫টার পরে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

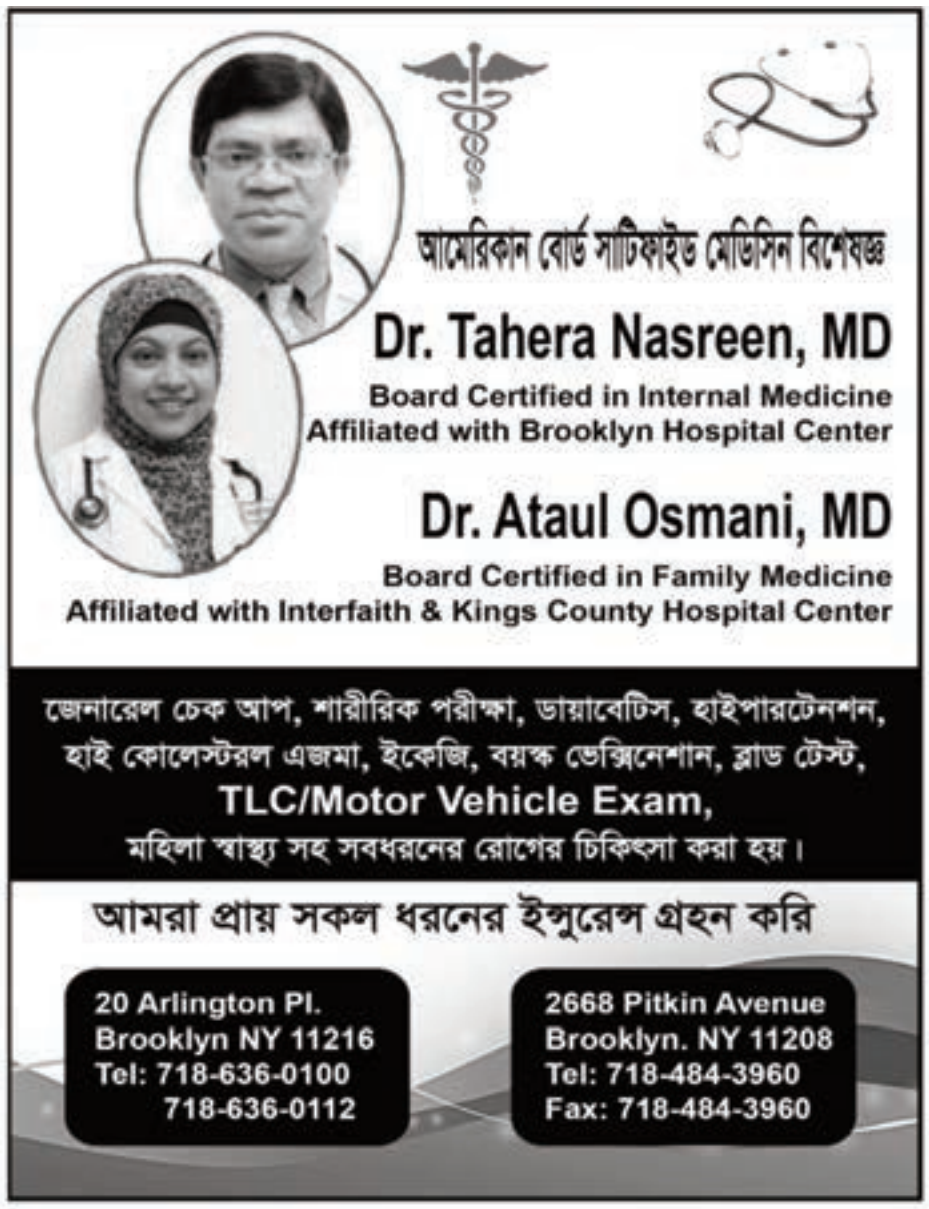
স্কলার্স ফাউন্ডেশন, মৌলভীবাজারে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান চৌধুরী মোহাম্মদ মেরাজ এর সভাপতিত্বে প্রধান মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জাহিদ আখতার, বিশেষ অতিথি ছিলেন, মৌলভীবাজার জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, মৌলভীবাজার জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ মুজিবুর রহমান, গ্রেটার সিলেট ডেভলাপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার, ইউ.কে'র সাবেক চেয়ারপার্সন নুরুল ইকবাল মাহবুব, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, মৌলভীবাজার জেলার সাধারণ সম্পাদক শাহিন আহমদ চৌধুরী, মৌলভীবাজার প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম শেফুল, যুগ্ম সম্পাদক এস এম মেহেদী হাসান প্রমুখ।

স্কলার্স ফাউন্ডেশন, মৌলভীবাজারের মহাসচিব তাকবীর হোসাইনের সঞ্চালনায়, অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন, সংগঠনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট আব্দুল হাফিজ।

২০১৬ সালে স্কলার্স ফাউন্ডেশন, মৌলভীবাজার গঠনের পর থেকে মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান ও সংবর্ধনা প্রদান করে আসছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মেধাবী যাচায়ের মাধ্যমে চলতি বছর ৮১জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি এবং সংবর্ধনা দেয়া হবে। তারমধ্যে আজ শুক্রবার ১০ জুন ২১ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান ও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নগদ অর্থ এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজীতে বক্তব্য রাখেন, মৌলভীবাজারস্থ আলী আমজাদ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী শতাব্দী কর।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইন্টারমেডিয়েটে ভর্তির পূর্বে কোন অবস্থাতে শিক্ষার্থীর হাতে স্মার্ট মোবাইল ফোন দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে একদিন হলেও বিভিন্ন গ্রন্থগারে নিয়ে যেতে অভিবাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। তার শিক্ষা জীবনের স্মৃতি হিসেবে তুলে ধরেন, উচ্চ বিদ্যালয়ে থাকাকালিন সময়ে বৃত্তি প্রদান ও সংবর্ধনার কথা। তিনি এও বলেন, আজ পর্যন্ত যত্ন সহকারে রয়েছে সেই দিনের ক্রেস্টটি। স্কলার্স ফাউন্ডেশন, মৌলভীবাজার এ ধরনের উদ্যোগ নেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। মৌলভীবাজারের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে উপকৃত হবে এ জেলার শিক্ষার্থীরা। আগামীদিনের নেতৃত্ব দিতে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে বেশি বেশি প্রতিযোগীতা মূলক মেধা যাচাইয়ের প্রদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সারা জেলা থেকে অদম্য মেধাবীদের খুঁজে বের করতে হবে।







বাসা ভাড়া

সিটিলাইন / ওজনপার্ক এলাকায় এ ট্রেন গ্রান্ট এভিনিউ স্টপ, ২য় তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বড় লিভিং রুম, কিচেন এবং এক বাথরুম। নতুন রিনোভেটেড করা বাসা। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২-৭৪৬৩

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট। **যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩**

WANTED

Work from Home-Seeking Real-Estate Telemarketer (Cold Caller) Knowledgeable in NYC. Excellent Command in English. Contact: 917-523-4452 or 917-417-2032. e-mail: mkskarn@gmail.com

এ-১৮/২৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ১০ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫।
মে-১৬/২৩

সেমি বেইজমেন্ট ভাড়া

সানিসাইডে ৪৮ স্ট্রীট এবং স্কীলম্যান এভিনিউতে সেমি বেইজমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। সেভেন ট্রেন সাবওয়ে ষ্টেশন সন্নিকটে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬ অথবা ৬৪৬-৫১২-১৫২০
মে-১৬/২৩

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।

ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

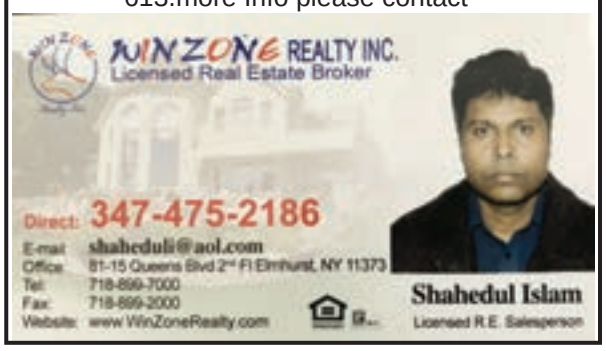
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি

সাংবাদিক আইকন শিরিন হত্যা

মো: বজলুর রশীদ

ফিলিস্তিনি সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহ ১১ মে, বুধবার সকাল ৭টায় জেনিনে ইসরাইলি সৈন্যদের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। মেরে ফেলার উদ্দেশ্যেই তাকে মুখে গুলি করা হয়েছিল, হাতে বা পায়ে নয়। ঘাড়ের পেছন দিক দিয়ে গুলি লেগে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এ হত্যাকান্ডে খুব সম্ভব একজন এক্সপার্ট স্নাইপারকে নিয়োগ করা হয়। সত্য বলার অপরাধে তাকে খুন করা হয়েছে। যখন গুলি করা হয় তখন তিনি হেলমেট ও ভেস্ট পরিহিত ছিলেন। বুকে বড় করে লেখা ছিল 'প্রেস'। তার পরিচয় জানতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। শিরিনের লাশ রাস্তার ধারে পড়ে ছিল, হাসপাতালে নেয়ার প্রয়োজন হয়নি।

অনেকে প্রশ্ন করেছেন, ইসরাইলিরা কাকে গুলি করেছে, শিরিনকে নাকি আলজাজিরাকে? ফিলিস্তিনের কণ্ঠস্বরের দীর্ঘ দিনের অস্পষ্টতা ও নৈঃশব্দ্য ভেঙে ফেলার প্রত্যয় নিয়ে যে মহিলা দায়িত্ববোধের সাথে চালিত হয়েছিলেন, এ দিন তার সমাপ্তি ঘটে। ফিলিস্তিনিদের প্রতি ভালোবাসাই তার অকালমৃত্যুর কারণ। আলজাজিরার ইংরেজি সংবাদদাতা হিসেবে শিরিন শক্তি ও প্রেরণায় ভরপুর এক তারকা সাংবাদিক।

দশকের পর দশক ধরে ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের যেভাবে নির্যাতন করছে, অভিযান চালাচ্ছে, জেলে ভরছে ও হত্যা করছে; তাই তুলে ধরতেন শিরিন। তিনি ১৯৯৭ সাল থেকে এই সত্য বলার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন। ফিলিস্তিনিরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচে। তাদের মরতে হয় শুধু ওরা ফিলিস্তিনি বলে। তারা গাজায় থাকে নাকি জেরুসালেমে, তাতে কিছু যায়-আসে না। ওরা মুসলমান না খ্রিষ্টান, সেটিও অনেক সময় দেখা হয় না। তারা যে পেশায় থাকুক না কেন, তাদের জীবনের কোনো গ্যারান্টি নেই। ওরা বৃদ্ধ না তরুণ, নারী না পুরুষ কিছুই মৃত্যু আটকায় না। শিরিনের মৃত্যুও তেমনই, কিন্তু শিরিন তো এক আইকন।

শিরিনের হত্যার পর থেকে নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত আরো ১১ জন ফিলিস্তিনিকে গুলি করে মারা হয়েছে। শিরিনের মৃত্যু আর ১০ জন ফিলিস্তিনির মতো গণমাধ্যমের চোখ এড়ায়নি। কারণ তিনি ছিলেন বিখ্যাত। ইউরোপ ও আমেরিকায় তার মৃত্যুর খবর প্রচারিত হয়েছে। তবে এ জন্য সব থেকে বেশি যেটি ভূমিকা রেখেছে তা হলো শিরিন আবু আকলেহ একজন আমেরিকান নাগরিক। মূলত এ কারণেই তার মৃত্যুকে গুরুত্বের সাথে দেখেছে পশ্চিমা বিশ্ব।

শিরিন তার কাজে সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল। তিনি ছিলেন নম্র ও বিনয়ী কিন্তু চিন্তাশীল। তিনি সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সময় দিতেন। দুঃখী ফিলিস্তিনিদের সান্ত্বনা দিতেন, ছুটির দিনগুলোতে অসহায়দের খোঁজ নিতেন। তার রিপোর্টিং ছিল সুন্দর ও প্রাণবন্ত।

শিরিন ফিলিস্তিন ও আরব-ভাষী বিশ্বের একটি পরিবারের নাম। গত ২৫ বছরে ফিলিস্তিনের ইতিহাসের অনেক সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত সম্পর্কে তার অবিচলিত, শান্ত কণ্ঠে পরিবেশিত রিপোর্ট দর্শকদের বিশ্বাসের উৎস ছিল। এত দীর্ঘ দিনে তিনি ফিলিস্তিনের আইকনিক সাংবাদিকে পরিণত হন, বিশ্বাস ও ভালোবাসার বিন্দুতে পরিণত হন।

রামাল্লার আলজাজিরা অফিসটি মিডিয়া পেশাদারদের উপচে পড়া কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্রমাগত পেশিশক্তির হুমকি দ্বারা বেষ্টিত। এখানে চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের আইনকে লাঠি, নিষ্ঠুরতা বা আগুনের ফুলকি দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে অহরহ।

ইসরাইল আলজাজিরা অফিসসহ গাজায় ৩৩টি মিডিয়া অফিস লক্ষ্য করে পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছে। এখন পর্যন্ত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ইসরাইলি সেনাদের ১০০টিরও বেশি 'এসল্ট' রেকর্ড করা আছে।

জরিপে দেখা যায়, ১৯৯২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৯৯ জন ফিলিস্তিনি সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কখনো তা নিয়ে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কথা তোলেনি। ২০১৮ সালের পর থেকে ১৪৪ ফিলিস্তিনি সাংবাদিক ইসরাইলি নির্যাতনের শিকার হয়েছে কিন্তু তার নিন্দায় কখনো পশ্চিমাদের পাওয়া যায়নি। উপরন্তু আরো অনেক সাংস্কৃতিক কর্মী সাত দশক ধরে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

কুখ্যাত ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি ছিল ১৯৭২ সালে বৈরুতে 'মোসাদ'-এর ঔপন্যাসিক ঘাসান কানাফানির গাড়িতে বোমা হামলা। সেখানে তার ১৭ বছর বয়সী ভাগ্নি লামিসের জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। লেবাননের ডেইলি স্টার কানাফানির মৃত্যু সংবাদে বলেছে, 'ঘাসান কানাফানি ছিলেন সেই কমান্ডো, যিনি কখনো বন্দুকের গুলি নিক্ষেপ করেননি। তার অস্ত্র ছিল একটি বলপয়েন্ট কলম এবং তার কর্মক্ষেত্র সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা। তিনি কমান্ডোদের বুলেটের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলেন, একটি কলম দিয়ে শত্রুকে আঘাত করতেন, সম্মানের চূড়া থেকে পতিত করতেন ঘৃণার অন্ধকার কূপে।

এসব সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ একটি শক্তিশালী রূপ যা দারবিশ, কানাফানি ও শিরিন আবু আকলেহ খুব ভালোভাবে বুঝেছেন। তাই তাদের মৃত্যুর গুহায় প্রবেশ করতে হয়েছে অসময়ে। ফিলিস্তিনিরা তাদের দুঃখ গাথা বলার জন্য বিভিন্ন ধরনের লেখা, চলচ্চিত্র নির্মাণ, সঙ্গীত, রান্নাবান্না, শিল্পকলা ও সংবাদমাধ্যম ব্যবহার করেন। এসব নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করা ইহুদিদের নৈমিত্তিক কাজের অঙ্গ; যাতে অন্যরা অনুকরণ-অনুসরণ না করে। এসব কারণে চলচ্চিত্র নির্মাতা মিরা নাজার, জাকির হোসেনের মতো সঙ্গীতশিল্পী, কামিলা শামসির মতো লেখকরা ইসরাইলের অনুষ্ঠান বাতিল করেন।

শিরিনকে হত্যার আগে ২৬ এপ্রিল, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা দায়ের করেছিল এই মর্মে যে 'ফিলিস্তিনে কর্মরত সাংবাদিকদের ইসরাইল যে পদ্ধতিগতভাবে লক্ষ্যবস্তু করছে এবং মিডিয়া কর্মীদের হত্যা করছে, সেটি সঠিকভাবে তদন্ত করতে ব্যর্থ হওয়া যুদ্ধাপরাধের সমান।'

ফিলিস্তিনজুড়ে শিরিনের নির্মম হত্যাকান্ডে শোকের বহিঃপ্রকাশ ছিল ঐতিহাসিক। শিরিন একজন প্রিয় আইকন ছিলেন বলে নয়, বরং তার হত্যাকান্ডটি ছিল সম্পূর্ণ দায়মুক্তির একটি নিষ্ঠুর অনুস্মারক। পাঁচ দিন ধরে হাজার হাজার লোক জেনিন, নাবলুস, রামাল্লাহ ও জেরুসালেমের রাস্তায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ও যথাযথ শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হয়েছে। আগামী প্রজন্ম মনে রাখবে, কিভাবে ইসরাইলি সৈন্যরা শিরিনের কফিন যারা বহন করছিল তাদের সাথেও কেমন নির্মম আচরণ করেছিল। কিভাবে তারা ফিলিস্তিনি পতাকার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শত্রুতায় উন্মত্ত হয়ে শিরিনের কফিনের কাপড় ছিড়ে ফেলেছিল। অথচ গণমাধ্যমের ওপর নিপীড়নের বিষয়ে আন্তর্জাতিক নীরবতা প্রকারান্তে ফিলিস্তিনি আখ্যানের ওপর আক্রমণ এটি ধরে নিতে হবে, বুঝতে হবে।

ইসরাইল ঘটনা অস্বীকার করে পরে তা থেকে পালানোর পথ খুঁজছিল। ওদিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের স্বাভাবিক বিবৃতির বাইরে যায়নি। আস্তে আস্তে এটি দায়মুক্তির পর্যায়ে পড়বে। জোর করে বসতি স্থাপন করার জন্যও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইসরাইলের সম্প্রসারণবিরোধী বক্তব্য দিয়েছে, জাতিসঙ্ঘ প্রস্তাব পাস করেছে, ইসরাইল কথা না শুনলে কি করার আছে তার কিছুই সিদ্ধান্তগুলোতে নেই। এগুলোর স্ট্যাটাস নিন্দা প্রস্তাবের মতো। ফলে ইসরাইল তার ইচ্ছামতো বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং এখনো করে চলেছে। শিরিনের মৃত্যুও কিছু দিন পর নিঃস্তব্ধতায় চাপা পড়বে, ন্যায়বিচার অধরাই থাকবে।

ফিলিস্তিনি কবি মাহমুদ দারবিশ তার কবিতায় ফিলিস্তিন সম্পর্কে বলেছিলেন : এটি এক শহীদের আত্মা, যারা দোয়া করে তারাও শহীদ হয়, যিনি লিখেন তিনিও শহীদ হন। যারা শহীদদের কবরে নিয়ে যান তারাও শহীদ হন। দারবিশের এসব কথা ফিলিস্তিনের আসল পরিচয় বহন করে।

গাজায় আল-জালা মিডিয়া ভবনটি বছরখানেক আগে ধ্বংস করা হয়। এখানে আলজাজিরা ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের দফতর ছিল। ইসরাইল কেবল ভবনটি ধ্বংস করেনি, সাংবাদিকদের কাজ, ফটোগ্রাফ, ভিডিও, নিউজ আর্কাইভ, সংরক্ষিত নথি এসবও ধ্বংস করে দেয়। এ জন্য ইসরাইলকে কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি এবং পশ্চিমা বিশ্ব সোচ্চার হয়নি। ইসরাইলকে তার আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে সব মহলের।

ফিলিস্তিনিদের যেমন তাদের দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো কোনো সমতুল্য সেনাবাহিনী নেই, তেমনি ফিলিস্তিনিদের বিশ্বব্যাপী দূতাবাসের মাধ্যমে তাদের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র বিতরণের মতো সম্পদও নেই। ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, আইসিসির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ইসরাইলি দূতাবাসের সাথে তার চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শনের সহযোগিতা করছে এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করা হোক বা না হোক আমরা কোনো ফিলিস্তিনি চলচ্চিত্র উৎসব দেখতে পাই না।

মৃৎশিল্প, সূচিকর্ম বা স্থাপত্য, ফিলিস্তিনি সংস্কৃতির প্রতিটি ইঞ্চি ইসরাইলিরা চুরি করেছে একই সাথে তাদের উপস্থিতির দীর্ঘায়ুর রোড ম্যাপ বানিয়েছে। বাড়িঘর ও গ্রন্থাগার থেকে ফিলিস্তিনি বই চুরি করা ছিল ফিলিস্তিনের সংস্কৃতিকে আক্রমণ করার প্রথম দিকের উপায়গুলোর মধ্যে একটি। এখনো কোথাও ফিলিস্তিনিরা কোনো ম্যানুয়েল বা ইলেকট্রনিক আর্কাইভ, সংগ্রহশালা তৈরি করতে পারে না, হয়তো এসব নিয়ে যাওয়া হয় নতুবা ধ্বংস করে দেয়া হয়। ইসরাইলি শাসনের অধীনে, ফিলিস্তিনিরা কেমন বই ও শিল্প ব্যবহার করতে পারে বা তৈরি করতে পারে তা সেন্সর করা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া ইসরাইলিদের রুটিন কাজ। ২০০৯ সালে ফিলিস্তিনে সাহিত্য উৎসব হয়। ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনী জেরুসালেমের ফিলিস্তিনি জাতীয় থিয়েটার আল 'হাকাবতি'তে আক্রমণ করে তছনছ করে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়, যাতে কবিতা পাঠের আসর না হয়। ওই অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামী লেখকরা এসেছিলেন। অথচ জাতীয় থিয়েটারে কোনো অনুষ্ঠান হতে পারেনি। কবিতা দীর্ঘ দিন ধরে ইসরাইলের জন্য বিশেষভাবে হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠেছিল, এ কারণেই তারা মাহমুদ দারবিশকে গৃহবন্দী করে রেখেছিল এবং যখন তিনি জীবিত ছিলেন তখন তার কবিতা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

২০০২ সালে চলচ্চিত্র নির্মাতা মোহাম্মদ বকরির জেনিন, ইসরাইলি চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ বোর্ড নিষিদ্ধ করে। চলচ্চিত্রটির উপজীব্য ছিল জেনিন শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলি আক্রমণের বিবরণ ও মানবিক ভয়বহতা। তা ছাড়া ফিলিস্তিনি সম্প্রদায়ের ওপর সামরিক অভিযানের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি চিত্রিত করা হয় এ ছবিতে। জেনিন শরণার্থী শিবিরটি সেই জায়গা যেখানে ইসরাইলি সেনাবাহিনী শিরিন আবু আকলেহকে হত্যা করে।

ইসরাইলি দূতাবাসের সাথে আইআইসির সহযোগিতা ইসরাইলকে তার চলমান অপরাধগুলো গোপন করতে সহায়তা করে। জিরো মোটিভেশনের মতো হাস্যরসের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে, দখলদার ইসরাইলি সেনাবাহিনীকে মানবিক করে তোলে, অনেকটা ইহুদিবাদী প্রকল্পের মতো। নাটকের দিক থেকে বেথলেহেমের মতো চলচ্চিত্র রয়েছে, যা ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর একটি ভিন্ন দিক দেখায়: তাদের বন্ধুদের ও পরিবারের তথ্যদাতা হতে বাধ্য করে শিশুদের ওপর নির্যাতন, যার ফলে তাদের কারাবাস ও হত্যার দিকে পরিচালিত করা হয়। ইসরাইলি পাসওভার ছবিটি দেখতে পারেন, সেখানে উৎসবের দিনে ফিলিস্তিনি কমান্ডোদের নির্মমতা দেখানো হয়েছে। আপনি খুব সহজে ইউটিউবে ইসরাইলি ডকুমেন্টারি পাবেন কিন্তু ফিলিস্তিনিদের প্রামাণ্য চিত্র পাবেন না। এভাবে ফিলিস্তিনজুড়ে অসম সাংস্কৃতিক যুদ্ধ চলমান। তা ছাড়া পুরনো স্থানের নাম বদল, ফিলিস্তিনিদের স্মৃতিফলক মুছে ফেলা নিত্যদিনের ঘটনা।

এবার মার্কিন রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিকরা শিরিন হত্যার বিষয়টিকে তেমন এড়াতে পারছেন না, তারা এ নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছেন এবং তদন্তের জন্য ইসরাইলকে চাপ দিয়েছেন। ইসরাইল তদন্ত করবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস রিপোর্ট করেছে যার শিরোনাম ছিল, 'শিরিন আবু আকলেহ, ট্রেইলব্লাজিং ফিলিস্তিনি সাংবাদিক, ৫১ বছর বয়সে মারা যায়'। পাঠকরা এ শিরোনামের তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। শিরোনামে মার্কিন ও পশ্চিমা মূলধারার প্রচারমাধ্যমের চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, শিরিন আবু আকলেহ মারা যাননি, তাকে হত্যা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র শিরিনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখছে মনে হয় না। কারণ তার আমেরিকান পাসপোর্ট থাকতে পারে কিন্তু তিনি তো আর সত্যিকারের আমেরিকান নন। তিনি তো ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লের মতো সত্যিকারের সাংবাদিক নন। ড্যানিয়েল পার্লের হত্যাকান্ড অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলেও শিরিন হত্যাকান্ড নিয়ে তাদের দায়সারা প্রতিক্রিয়াই অনেক। ইউএস সিনেটের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি টুইটারে লিখেছেন, 'সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহ হত্যাকান্ড বড় এক ট্র্যাজেডি।' তিনি ট্র্যাজেডি না লিখে অপরাধ লিখলেই বেশি ন্যায্য হতো।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার



মহানবী (সাঃ) কে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে বিক্ষোভ

(শেষের পাতার পর)

সমাবেশ ও মিছিল করেছে।

সংগঠনের সহ সভাপতি মোহাম্মদ মমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং মাইন উদ্দিন নোটুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা বখতিয়ার রহমান খোকন, সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. সোনার বলাই, সহ কোষাধ্যক্ষ ফয়সাল আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ইমরান শাহ রন, খবির উদ্দিন আহমেদ, জাফর তালুকদার, মমতাজ মাস্টার প্রমুখ। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আবুল কাশেম এয়াহইয়া।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, মহানবী (সা.) ও হজরত আয়েশা (রা.)কে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করে বিজেপির দু'নেতা নূপুর শর্মা ও নবীন কুমার জিন্দাল বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের হৃদয়ে আঘাত হেনেছে। তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে ভারতের ইসলাম বিদ্বেষী বিজেপির ওই দু'নেতাকে অবিলম্বে গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন।



STUDY IN USA
COLLEGE / UNIVERSITY

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২ইং সেশনে ভর্তি আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন

আমরা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক। স্টুডেন্ট ভিসায় যারা বাংলাদেশ থেকে **USA** এর বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে চান আমরা তাদের সহায়তা করছি। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২ (ফল) সেশনে ভর্তি হতে আগ্রহীরাসহ অভিভাবক, স্বজনরা যোগাযোগ করুন।

- ইতিমধ্যে যারা স্টুডেন্ট ভিসায় **USA** এর বিভিন্ন স্টেইটে এবং সিটিতে পড়তে এসেছেন কলেজ পরিবর্তন করতে চান আমরা তাদের সাহায্য করছি।

আমাদের আরো সেবাঃ

☑ এমপ্লয়মেন্ট ভিসা ☑ ভিজিট ভিসা ☑ ফ্যামিলি ভিসা ☑ ইমিগ্রেশন সাপোর্ট

প্যাকেজ/ননপ্যাকেজ

IELTS	Masters Course
without IELTS	Bachelor Course
Associate	Language Course

সরাসরি যোগাযোগঃ সোম ও মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩ টা

Global Link LLC

আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি স্টেইট এর অর্ধশতাধিক কলেজের সাথে কাজ করি। আমাদের রয়েছে নিজস্ব প্রতিনিধি। এছাড়া দেশে বিদেশে আমাদের রয়েছে ভর্তি বিষয়ক পেশাদার জনবল।

More Information & Address:
New York Office: 37-55 72nd Street, NY 11372
Dhaka Office: House No. 55, Road No. 08, Block: D
Niketon, Gulshan-1, Dhaka-1212, Mobile: 01756757863
Phone: **929-586-6559, 9175958820**
Email: ecgloballinkllc@gmail.com

Sylhet Conctact:
Advocate Abdul Khalik Khaled
Md. Mizanur Rahman
Agrani 14, Londoni Road
Subidbazar, Sylhet.
01754707577, 01716526313

আমরা আছি ecgloballinkllc ecgloballinkllc.com

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.




SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না




Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ট্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্লুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্থ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com



BARI HOME CARE

বারী হোম কেয়ার
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

চলমান কেস ট্রানস্ফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- নিউইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনদের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইন সম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

ট্রান্সফার ও নতুন কেস
$22
5 BOROUGH প্রতি ঘন্টার
$২১ লং আইল্যান্ড
$১৮ ডলার বাফেলো

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
- কেয়ারগিভারের অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন।
- আমরা মেডিকেইড/মেডিকেয়ার/ ট্রাম্প/স্মার্ট স্টাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

আমার **CDPAP, HHA, PCA** সার্ভিসেস প্রদান করি

আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন উহার পেতে কোন সমস্যা হবে না

আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901



Asif Bari (Tutul)
C.E.O

JACKSON HEIGHTS OFFICE: 37-16 73rd Street Suite 401 Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-898-7100	**JAMAICA OFFICE:** 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl Jamaica, NY11432 Tel: 718-291-4163	**BRONX OFFICE:** 2113 Starling Ave, Suite 201 Bronx, NY 104621 Tel: 718-319-1000	**BUFFALO OFFICE:** 927 Sycamore St 2nd Buffalo, NY 14212 Tel: 347-272-3973
LONG ISLAND OFFICE: 469 Donald Blvd, Holbrook, NY 11741 Tel: 631-428-1901	**OZONE PARK OFFICE:** 33 101 Ave, Brooklyn, NY 11208 Tel: 718-942-5554	**BROOKLYN OFFICE:** 509 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218 Tel: 347-240-6566 Cell: 347-777-7200	**BUFFALO ADDRESS:** 59 Walden Ave Buffalo, NY 14211 Tel: 716-891-9000 716-400-8711

646-630-9581 info@barihomecare.com www.barihomecare.com

MW

জ্যামাইকায় Grand Opening

বাংলাদেশীদের মুখরোচক খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

MY SECOND WIFE

Steaks & Kabab palace **100% zabiha Halal**

169-04, Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-480-6866, E-mail: mysecondwife@gmail.com

-: মুখরোচক খাবারের মধ্যে রয়েছে :-

- Afghan Kabab
- Chicken / Beef Adana Kabab (Turkish)
- Chicken Kadai
- Chicken Tikka Masala
- Butter Chicken
- Chapli Kabab
- Iranian Beef Kabab
- Steaks
- We serve Pakistani and Indian gravy deshes also.

Lunch Special from 10.00 AM to 4.00 PM $7.99

বিশেষ আয়োজনে:.....
বিয়ে-শাদী, প্যাকেট সিন্নি, জন্ম উৎসব সহ যেকোন অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। তাই এখনই আপনার/আপনাদের মুখরোচক খাবারের খোঁজ করুন- **Mohammed**

For Catering Call- 917-497-0774

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // June 13 // 2022

শ্রীলঙ্কায় প্রেসিডেন্টের ভাই বাসিল রাজাপাকসে এবার পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করলেন

ঢাকা ডেস্ক: শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোটাবাইয়া রাজাপাকসে ও পদত্যাগ করা সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ রাজাপাকসের ভাই বাসিল রাজাপাকসে এবার পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করেছেন। এর আগে তিনি ছিলেন অর্থমন্ত্রী। তীব্র আন্দোলনের সময়ে তিনি অর্থমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু গতকাল বলেছেন, পার্লামেন্ট থেকেও পদত্যাগ করেছেন। শ্রীলঙ্কায় তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে দেশটির প্রভাবশালী পরিবার থেকে তিনিই দ্বিতীয় সদস্য হিসেবে পদত্যাগ করে দূরে সরে গেলেন। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। বাসিল রাজাপাকসে সাংবাদিকদের বলেছেন, বৃহস্পতিবার থেকে সরকারি কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট নই। তবে রাজনীতি থেকে দূরে সরে যেতে পারবো না। প্রেসিডেন্ট গোটাবাইয়া রাজাপাকসের বড়ভাই মাহিন্দ রাজাপাকসে গত মাসে প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। তবে তিনি এখনও পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে বহাল আছেন।





জ্যাকসন হাইটসে মুনা' দাওয়াতি সামগ্রী তিবরণ

নিউইয়র্ক (বিএনিউজ): মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত জ্যাকসন হাইটসে দাওয়াতি সামগ্রী বিতরণ করেছে। দাওয়াতী পক্ষ-২০২২ উপলক্ষ্যে রুজভেল্ট, জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার, মসজিদ ফুরকান ও সানিসাইড-উডসাইড সাব-চ্যাপ্টারের উদ্দোগে চারদিন পৃথকভাবে ডাইভারসিটি প্লাজায় এ কর্মসূচী পালন করা হয়। এতে বাংলা-ইরেজী-স্পানিস ভাষায় অনুবাদকৃত কুরআনুল কারীমসহ খ্যাতিমান ইসলামিক স্কলারদের লেখা বিভিন্ন ইসলামি সাহিত্য, মুনার বিভিন্ন দাওয়াতি সামগ্রীর পশরা বসানো হয়।

চ্যাপ্টার সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদারের কর্মপরিকল্পনায় কর্মসূচী বাস্তবায়নের সহযোগিতায় করেন চ্যাপ্টার সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ, অর্থ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম মাছুম, অফিস সম্পাদ আবু হক রুমি, দাওয়াহ সম্পাদক আলমগীর হোসাইন, সানিসাইড সাব-চ্যাপ্টার সভাপতি প্রফেসর সোলায়মান, সেক্রেটারী আহসান খান, জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক সেক্রেটারী হামিমুর রহমান হামিম, মসজিদ ফুরকার সাব চ্যাপ্টার সভাপতি আব্দুর রহমান, এনাম আহমেদ প্রমুখ। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, মসজিদ আববারের ইমাম ও খতিব মাওলানা আবুল খায়ের, মুনা জ্যামাইকা ওয়েস্ট চ্যাপ্টার সভাপতি মো: রেজাউল করীম, ব্যবসায়ী হাসান আল বান্না, মনিরুজ্জামান মনির।

১২ জুলাই, দাওয়াহ সমাবেশ:

মুনা' জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের **'দাওয়াহ সমাবেশ'** আগামী ১২ জুলাই বিকাল ৬টায় জ্যাকসন হাইটস মুনা কার্যালয়ে (৩৫-৩৫,৭১ ষ্ট্রিট) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন চ্যাপ্টার সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার।

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে বাংলা নববর্ষ আর রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

বিশেষ প্রতিনিধি: বর্ণাঢ্য আয়োজন আর ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক-এ বাংলা নববর্ষ ২০২৯, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১ তম এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। গত ৩ জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় কনস্যুলেটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে নিযুক্ত বালাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতেমা, ইতালীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ শামীম আহসান, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, নিউইয়র্কে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেল ও কূটনীতিকবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, মিডিয়া ব্যক্তিবর্গসহ বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে কনস্যুলেট জেনারেলকে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আলোকে সজ্জিত করা হয়।





অনুষ্ঠানে ছিলো শুভেচ্ছা বক্তব্য, একক ও যৌথ নৃত্য এবং সঙ্গীত। অনুষ্ঠানে শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় ও শহীদ হাসান এবং তবলা বাদক তপন মোদককে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। তাদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতেমা। এসময় রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ শামীম আহসান ও কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী শিল্পীদের অতিথিগণ লাল-সবুজ এর উত্তরীয় পরিয়ে দেয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন কনস্যুলেটের ফাস্ট সেক্রেটারী প্রশন্ন কুমার চক্রবর্তী এবং কাউন্সিলার আয়েশা হক। উপস্থাপনার ফাঁকে ফাঁকে তাকে দুই কবির কবিতাও আবৃত্তি করেন।

এদিকে কনস্যুলেটের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়: কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম শুরুতে সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান এবং পহেলা বৈশাখকে বাঙালীর প্রাণের উৎসব বলে অভিহিত করেন। কনসাল জেনারেল যোগ করেন যে, ইউনেস্কো কর্তৃক পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে 'Intangible Cultural Heritage of Humanity' বলে স্বীকৃতি প্রদান করায় এটি দেশের গন্ডি পেরিয়ে বৈশ্বিক উৎসবের রূপ নিয়েছে। কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম-কে বাংলাদেশ তথা বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে তাঁদের অবদান চিরস্মরনীয়।

কনসাল জেনারেল পহেলা বৈশাখের অন্তর্ণিহিত তাৎপর্য এবং রবীন্দ্র-নজরুলের চিন্তা চেতনা ও দর্শন বিশ্ব শান্তি, সাম্য-ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও কার্যকরী বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, গ্রাম-বাংলার লোকজ গান ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খ্যাতনামা শিল্পীগণের মধ্যে একুশে পদকপ্রাপ্ত রথীন্দ্রনাথ রায় ও শহীদ হাসান-এর দরদী কণ্ঠের পরিবেশনায় কনস্যুলেটে এক মনোরম আবহ তৈরী হয়। নিউইয়র্কস্থ সাংস্কৃতিক সংগঠন, অনুপ কুমার ড্যান্স একাডেমী (আড্ডা), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্ট-বিপা'র শিল্পরা তাদের ছন্দোপূর্ণ সৃজনশীল নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে উপস্থিত অতিথিদের মুগ্ধ করে।

আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে বিভিন্ন প্রকার ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।





এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC

3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710



JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER

حلال
HALAL
100% Quality Food

HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS

আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা

আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি

Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!

GRUBHUB UBER eats DOORDASH

PayPal MasterCard VISA AMEX DISCOVER

JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ পেলেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও স্বল্পোন্নত দেশ, ভূবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের উচ্চ (বাকি অংশ ৪০ পাতায়



কনসাল জেনারেল ড. মনিরুলের সোনালী এক্সচেঞ্জ পরিদর্শন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল-এর কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম গত ৮ জুন বুধবার ম্যানহাটানস্থ 'সোনালী এক্সচেঞ্জ' পরিদর্শন করেন। (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

নির্বাচনোত্তর বক্তব্যে বদরুল-মঈনুল

১০০ দিনের মধ্যে এস্টোরিয়ায় জালালাবাদ ভবন

নির্বাচনে হেরেও বিজয়ী হয়েছি : মাসুদুল হক ছানু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর সিলেট বি-ভাগবাসীদের সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নির্বাচনে 'বদরুল-মঈনুল' প্যানেল জয়ী হয়েছেন। এই প্যানেল থেকে সভাপতি পদে বদরুল হোসেন খান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মঈনুল হোসেন বিজয়ী হয়েছেন। গত ৫ জুন, রোববার এসোসিয়েশনের দ্বি-বার্ষিক (২০২২-২০২৪) এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকদের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত বদরুল-মইনুল

মহানবী (সাঃ) কে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে বিক্ষোভ

বিশেষ প্রতিনিধি: মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও হজরত আয়েশা (রা.)-কে নিয়ে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির মুখপাত্র (পরবর্তীতে সাসপেন্ডেড) নূপুর শর্মা ও দিল্লি শাখার গণমাধ্যম প্রধান নবীন কুমার জিন্দালের অবমাননাকর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলা ক্লাব নিউইয়র্ক, ইউএসএ। এ উপলক্ষে নিউইয়র্কে ব্রঙ্কসের নিরব রেস্টুরেন্টের সামনে গত ৯ জুন বৃহস্পতিবার সংগঠনটি বিক্ষোভ (বাকি অংশ ০৪৪ পাতায়)

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের নির্বাচনে

'আলাউদ্দিন-জাবেদ' পূর্ণ প্যানেলে জয়ী





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মৌলভীবাজার জেলার প্রবাসী কুলাউড়া উপজেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন 'কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক' (বাকি অংশ ০৩ পাতায়)

ডেমোক্র্যাট দলীয় বাংলাদেশী-আমেরিকান ৫ প্রার্থীর মতবিনিময়

২৮ জুনের নির্বাচন ভোট দেওয়ার আহ্বান

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আগামী ২৮ জুন মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য নিউইয়র্কের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় বাংলাদেশী-আমেরিকান ৫ প্রার্থী সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেছেন। প্রার্থীরা হলেন, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ এর জুডিশিয়াল ডেলিগেট আনাফ আলম, সাবুল উদ্দিন ও নূসরাত আলম, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪-বি এর ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদপ্রার্থী মাজেদা উদ্দিন, ষ্টেট কমিটি ওম্যান জামিলা উদ্দিন। গত ৫ জুন রোববার অপরাহ্নে জ্যামাইকার একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় প্রার্থীরা তাদেরকে ভোট দিয়ে (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

নিরবেই চলে গেলো এনামুল মালিকের মৃত্যুবার্ষিকী



সালেম সুলেরী: না, কোন স্মরণসভা, আলোচনাসভা বা ধর্মীয় প্রার্থনা নেই। কোন মিডিয়াও তাঁকে স্মরণের বাণীডোরে বাঁধেনি। প্রয়াণ দিবসে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়

পথমেলাত্তোর সংবাদ সম্মেলনে যা বললেন পল খান



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশে পদশিশুদের সাহায্যার্থে জ্যামাইকায় আয়োজিত 'আলোচিত' 'বিশাল জ্যামাইকা-বাংলাদেশ পথমেলা' প্রসঙ্গে (বাকি অংশ৩৬ পাতায়

মেরিল্যান্ডে বন্দুক হামলায় নিহত ৩

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এবার যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যে বন্দুক হামলায় তিনজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছে। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৯ জুন) মেরিল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলের স্মিথসবার্গের (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)



হজের ফরজ ও ওয়াজিব বিধান

আলেমা মুশফিকা আফরা

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের ফকিহ আলেমরা হজের কিছু বিধানকে ফরজ ও কিছু বিধানকে ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছেন। হজ (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

খেলার খবর

বর্ষসেরা পুরস্কার জিতলেন সালাহ

স্পোর্টস ডেস্ক: ইংল্যান্ডের প্রফেশনাল ফুটবলারস অ্যাসোসিয়েশনের (পিএফএ) বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন মোহামেদ (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

হেলথ টিপস

গলায় কাঁটা বিঁধলে কী করবেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঠিকমতো মাছের কাঁটা বেছে খাওয়া অত্যন্ত ধৈর্যের কাজ। এমন অনেকেই আছেন, যারা মাছের কাঁটা ঠিকমতো বেছে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বিনোদন

ব্রিটনি স্পিয়ার্সের বিয়েতে এসে সাবেক স্বামী গ্রেপ্তার

বিনোদন ডেস্ক: আইনি লড়াইয়ে জিতে বাবার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাওয়ার আগেই দীর্ঘদিনের প্রেমিক স্যাম আসগারির সঙ্গে বাগদান সেরেছিলেন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
E-mail : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com